গৌড়লেখমালা।

গৌড়-বিবরণ

[বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি-সঙ্কলিত।]

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

গৌড়লেখমালা

[প্রথম স্তবক]

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রাজসাহী
বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি হইতে
শ্রীসুরেশ্বর বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩১৯।

মূল্য তিন টাকা।

সম্পাদকের নিবেদন।

গৌড়লেখমালা তিনটি স্তবকে তিন অংশে প্রকাশিত হইবে। প্রথম স্তবকে পাল-নরপালগণের তাম্রশাসন ও তাঁহাদিগের শাসন-সময়ের কতিপয় শিলালিপি প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় স্তবকে তাঁহাদিগের শাসন-সময়ের অন্যান্য লিপি এবং বর্ম্ম-রাজগণের ও সেন-রাজগণের লিপি প্রকাশিত হইবে। তৃতীয় স্তবকে পাঠান-সুলতানগণের শাসন-সময়ের যে সকল লিপি সন্নিবিষ্ট হইবে, অধ্যাপক গোলাম ইয়াজদানী এম-এ, মহাশয় তাহার সঙ্কলন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড়লেখমালা-সঙ্কলনে, উদ্ধৃত পাঠের ও ব্যাখ্যার পরীক্ষাকার্য্যে, এবং পাদ-টীকায় উল্লিখিত প্রমাণাবলীর অনুসন্ধানে অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র শাস্ত্রী বি-এ, অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক এম-এ, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ, ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সময়ে সময়ে সম্পাদকের সহায়তা-সাধন না করিলে, এই শ্রমসাধ্য কার্য্য অল্প সময়ে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত না। গৌড়লেখমালা-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া, অনেক লিপির অনেক স্থানের পূর্ব্বপ্রচলিত পাঠের ও ব্যাখ্যার পুনরালোচনা করিতে হইয়াছে। যে সকল স্থলে রাজেন্দ্রলাল, উমেশচন্দ্র, হরপ্রসাদ, নগেন্দ্রনাথ, মনোমোহন প্রমুখ স্বদেশের সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ব-বিশারদগণের এবং উইল্‌কিন্স, কোলব্রুক্‌, কিল্‌হর্ণ, হর্‌ণলি, হুল্‌জ্‌, ভিনিস্‌ প্রমুখ বিদেশের ভুবনবিখ্যাত মনীষিগণের সম্পাদিত পাঠ ও ব্যাখ্যা গৃহীত হইতে পারে নাই, তাহার কারণ ও প্রমাণ বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ; এবং যে সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি সঙ্কলিত হইয়াছে, যথাস্থানে তাহারও পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ প্রকাশের এই প্রথম প্রয়াসে বঙ্গ-সাহিত্যের কিছুমাত্র উপকার সাধিত হইলেও, সকল শ্রম সফল হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

"In the scarcity of authentic materials for the ancient, and even for the modern history of the Hindu race, importance is justly attached to all genuine monuments, and especially inscriptions on stone and metal, which are occasionally discovered through various accidents. If these be carefully preserved and diligently examined, and the facts ascertained from them be judiciously employed towards elucidating the scattered information, which can be yet collected from the remains of Indian literature, a satisfactory progress may be finally made in investigating the History of the Hindus. That the dynasties of princes who have reigned paramount in India, or the line of Chieftains who have ruled over particular tracts, will be verified, or that the events of war or the effects of policy, during a series of ages, will be developed, is an expectation which I neither entertain, nor wish to excite. But the state of manners, and the prevalence of particular doctrines, at different periods, may be deduced from a diligent perusal of the writings of authors whose age is ascertained and the contrast of different results, of various and distinct periods, may furnish a distinct outline of the progress of opinions. A brief history of the nation itself, rather than of its government, will thus be sketched; but if unable to revive the memory of great political events, we may at least be content to know what has been the state of arts, of sciences, of manners, in remote ages, among this very ancient and early civilized people."—H. T. COLEBROOKE.

সূচীপত্র।

গৌড়লেখমালা।

অবতরণিকা।

এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত যে সকল পুরাতন শিলালিপি এবং ধাতুপট্টলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহার সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান আছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত অধিক না হইলেও, কোন্ লিপি কোন্ গ্রন্থে বা প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান লাভ করিতে পরিশ্রান্ত হইতে হইত। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের * চেষ্টায় এই অসুবিধা কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গভাষা মাত্র অবলম্বন করিয়া, এই সকল পুরাতন লিপির সম্যক্ পরিচয় লাভের উপায় নাই। তজ্জন্য লেখমালা সঙ্কলনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে।

আরও একটি কারণ আছে। যে সকল পুরাতন লিপির সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিত বরেন্দ্রমণ্ডলের সম্পর্কই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, তাহার সহিত বরেন্দ্রমণ্ডলের [পালবংশীয় এবং সেনবংশীয়] নরপালগণের সম্পর্ক বর্ত্তমান আছে ; অনেক লিপি বরেন্দ্রমণ্ডলেই আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এবং অনেক লিপির প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বরেন্দ্রমণ্ডলের বিবিধ বিপ্লব-কাহিনীর তথ্যানুসন্ধান করিতে হয়। এই সকল লিপি একত্র সঙ্কলিত না হইলে, গৌড়-বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্টা সর্ব্বাংশে সফল হইতে পারে না।

এই লেখমালায় যে সকল প্রাচীন লিপি সঙ্কলিত হইল, তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য। এক শ্রেণী "শিলালিপি" এবং অপর শ্রেণী "তাম্রপট্টলিপি", নামে কথিত হইতে পারে। "তাম্রপট্টলিপি" অপেক্ষা "শিলালিপির" সংখ্যা অল্প। কিন্তু বঙ্গ-লিপির বিকাশ-পদ্ধতির আলোচনা করিবার পক্ষে "শিলালিপির" মূল্য অধিক বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কারণ, তাহাতে অক্ষরগুলি অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ।

শিলাপট্টে এবং ধাতুপট্টে লিপি উৎকীর্ণ করাইবার প্রথা কত পুরাতন, তাহার আলোচনায়

---

* List of Northern Indian Inscriptions in the Appendix to the **Epigraphia Indica** Vol. V, by Prof. Kielhorn and Supplement to the same in Vol. VIII. এই তালিকা প্রকাশিত হইবার পরেও অনেক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতেও অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইতে পারে নাই।

প্রবৃত্ত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। কারণ, এখনও বঙ্গদেশে কোনও অতিপুরাতন লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে ধাতুপট্টলিপি অপেক্ষা শিলাপট্টলিপি যে সমধিক পুরাকালে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই পরিচয় ভারতবর্ষের নানা স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার কারণ কি, তাহা কৌতূহলের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার আশায় তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়,—শিলাপট্টে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিগুলি এক শ্রেণীর, এবং ধাতুপট্টে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিগুলি পৃথক্ শ্রেণীর,—পৃথক্ প্রয়োজনে, পৃথক্ সময়ে উদ্ভাবিত।

শিলাপট্টে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিগুলি কোন না কোন শ্রেণীর স্মারক-লিপি। তাহাতে কুল-প্রশস্তি, রাজাজ্ঞা, ব্যক্তিগত-পুণ্যকীর্ত্তি-ঘোষণা, বিজয়-গৌরব অথবা উৎসব-ব্যাপার উৎকীর্ণ হইত। তাহা "স্থাবর" বলিয়াই কথিত হইতে পারে। কারণ, তাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে—একের নিকট হইতে অন্যের নিকটে—পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত হইবার প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হয় নাই।

ধাতুপট্টে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিগুলি সেরূপ নহে। তাহা দানপত্ররূপে অথবা ক্রয়বিক্রয়-ব্যাপারের নিদর্শনপত্ররূপে—একস্থান হইতে অন্য স্থানে, একের নিকট হইতে অন্যের নিকটে,—পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত হইবার প্রয়োজনেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সুতরাং এই শ্রেণীর লিপির নিয়ত এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। যে প্রদেশের সহিত তাহার যথার্থ সম্বন্ধ, তথা হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও তাহা অনেক সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর লিপি ধাতুপট্টে উৎকীর্ণ করাইবার প্রথা কত পুরাতন, এখনও তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে নাই। যে লিপি সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া কথিত হইতেছে, সেরূপ একখানি তাম্রপট্টলিপি * বরেন্দ্রমণ্ডলেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা প্রথম কুমারগুপ্তের শাসন-সময়ের ১১৩ গুপ্ত-সংবৎসরে [৪৩৩ খৃষ্টাব্দে] উৎকীর্ণ ভূমিদানপত্র। এরূপ ভূমিদানপত্র "তাম্রশাসন"-নামে, অথবা কেবল "শাসন"-নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। "শাসন"-শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, "মিতাক্ষরা"-টীকায় বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়া গিয়াছেন,—ইহা দ্বারা ভবিষ্যৎকালের নৃপতিবৃন্দ অনু-শাসিত হইবেন বলিয়া, ইহার নাম "শাসন" হইয়াছে। যথা,—

"যিথ্যন্তো ভবিষ্যন্তো নৃপতয়ঃ অনেন।"

---

* রাজসাহীর অধীন নাটোর মহকুমার অন্তর্গত ধানাইদহ গ্রামে এই তাম্রপট্টলিপি একটি পুষ্করিণী-খননকালে আবিষ্কৃত হইবার পর, নাটোরের উকীল পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ জগদীশ্বর রায় আমাকে ইহার সংবাদ দান করেন। জমিদার শ্রীযুক্ত মৌলবী এরশাদ আলি খাঁ চৌধুরী তাম্রপট্টখানি আমাকে প্রদান করিবার পর, আমার অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় [ষোড়শ ভাগ ১১২ পৃষ্ঠা।] প্রকাশিত করিয়াছেন।

কিরূপে এই সকল "শাসন" উৎকীর্ণ করাইতে হইবে, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় [আচারাধ্যায়ে রাজধর্ম্ম-প্রকরণে] তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে—ভবিষ্যতে যে সকল সাধু নরপাল আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য, রাজা ভূমি দান করিয়া, তাহার একটি লেখ্য প্রস্তুত করাইবেন। পটে অথবা তাম্রপট্টে রাজমুদ্রা-পরিচিহ্নিত করিয়া, রাজা তাহাতে আত্মবংশের কীর্ত্তিকলাপের উল্লেখ করাইবেন। যথা;—

> "दत्वा भूमिं निबन्धं वा कृत्वा लेख्यन्तु कारयेत् ।
> आगामिभद्रनृपति-परिज्ञानाय पार्थिवः ॥ ३१८ ॥
> पटे वा ताम्रपट्टे वा स-मुद्रोपरिचिह्नितं ।
> अभिलिख्यात्मनो वंश्यानात्मानञ्च महीपतिः ॥ ३१৯ ॥
> प्रतिग्रहपरीमाणं दानच्छेदोपवर्णनं ।
> स्वहस्तकालसम्पन्नं शासनं कारयेत् स्थिरम्" ॥ ३२० ॥

টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর এই শাস্ত্র-বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, প্রসঙ্গক্রমে তৎকাল-প্রচলিত রীতির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"কার্পাস-নির্ম্মিত পটে অথবা তাম্রপট্টে বা ফলকে প্রপিতামহ-পিতামহ-পিতৃদেবের বংশবীর্য্যশ্রুতাদি-গুণাবলীর এবং আত্ম-গুণাবলীর উল্লেখ করাইয়া, গ্রহীতার এবং দত্তভূমির পরিচয়সূচক সীমাচিহ্নাদির বিবরণ লিখাইয়া, গরুড়-বরাহাদি-চিহ্নসংযুক্ত স্বকীয় রাজমুদ্রা সংযুক্ত করাইয়া, শক-বৎসরের এবং আপন রাজ্যাঙ্কের উল্লেখ করাইয়া, রাজা তাম্রশাসন সুসম্পন্ন করাইবেন। যথা,—

"कार्पासिके पटे, ताम्रपट्टे, फलके वा, आत्मनो वंश्यान्, प्रपितामह-पितामह-पितॄन्, बहुवचनस्यार्थवत्त्वाय वंशवीर्य्यश्रुतादिगुणोपवर्णनपूर्व्वकं, अभिलिख्यात्मानं, च-शब्दात् प्रतिग्रहीतारं प्रतिग्रहपरिमाणं दानच्छेदोपवर्णनं चाभिलिख्य, प्रतिगृह्यत इति प्रतिग्रहो निबन्धः, तस्य रूपकादिपरिमाणं, दीयते इति दानं क्षेत्रादि, तस्य च्छेदः, छिद्यते अनेनेति छेदः ; नद्यावाटौ निवर्त्तनं तत्परिमाणञ्च तस्योपवर्णनं ; अमुकनद्या दक्षिणतोऽयं ग्रामः क्षेत्रं वा, पूर्व्वतोऽमुकग्रामस्यैतावन्निवर्त्तनं इत्यादि निवर्त्तन-परिमाणं च लेख्यं ; एवं आवाटस्य नदी-नगर-वर्त्मादेः सञ्चारित्वेन भूमे र्न्यूनाधिक-भावसम्भवात् तन्निवृत्त्यर्थं ; स्वहस्तेन स्वहस्त-लिखितेन, मतं मे अमुकनाम्नः अमुकपुत्रस्य यदत्रो-परिलिखितमित्यनेन सम्पन्नं युक्तं ; कालेन च द्विविधेन, शकनृपातीत-रूपेण संवत्सर-रूपेण च कालेन, चन्द्रसूर्य्योपरागादिना सम्पन्नं, स्वमुद्रया गरुड़-वाराहादि-रूपयोपरि

লেখমালা।

বহ্নি-স্বিঙ্কিতং অঙ্কিতং; স্থিরং দৃঢ়ং, শাসনং, শিষ্যন্তো ভবিষ্যন্তো নৃপতয়ঃ যেন; দানাচ্ছেয়োনুপালনমিতি, শাসনং কারয়েৎ মহীপতি ন ভোগপতিঃ সন্ধিবিগ্রহাদি-কারিণা ন যেন কেনচিৎ।

সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেৎ য স্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেৎ রাজ-শাসনম্॥

ইতি স্মরণাৎ। দানমাত্রেণৈব দানফলে সিদ্ধে, শাসনকারণং ভোগাভিবৃদ্ধ্যা ফলাতিশয়ার্থম্।"

তাম্রশাসনগুলি যে এইরূপ ভাবেই সম্পাদিত হইত, তাহার পরিচয় সকল তাম্রশাসনেই কিছু কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংস্কৃত কাব্যাদিতেও তাহার পরিচয়ের অভাব নাই। "শিশুপাল বধ" কাব্যের চতুর্দ্দশ সর্গের ৩৬ শ্লোক তাহার একটি সুপরিচিত নিদর্শন। যথা,—

"স স্বহস্তকৃতচিহ্নশাসনঃ পাকশাসন-সমানশাসনঃ।
আ-সমাদ্ভতপনার্ণবস্থিতে বিপ্রসাদকৃত ভূয়সী ভুবঃ॥"

কোন্ সময় হইতে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, এই শ্রেণীর লিপি-ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার কোনরূপ লিখিত প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোনরূপ অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের অবতারণা করিবার উপায় নাই।

যে দেশের লিখিত ইতিহাস বর্ত্তমান নাই, সে দেশের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলিত করিতে হইলে, এই শ্রেণীর পুরাতন লিপিকে প্রধান উপাদান বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শতবর্ষ পূর্ব্বেই পুরাতন লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহা ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হইয়া, অনেক পুরাতন-লিপির প্রকৃত পাঠ জনসমাজে সুপরিচিত করিয়া দিয়াছে। এই শ্রেণীর লিপি "ইতিহাস" বলিয়া কথিত হইতে পারে না;—সেরূপ প্রয়োজনেও ইহা উদ্ভাবিত হয় নাই। তথাপি ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে সমসাময়িক নানা বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই। এই সকল লিপির পাঠোদ্ধারে ও ব্যাখ্যাকার্য্যে পাণ্ডিত্য এবং অধ্যবসায় প্রকাশিত করিয়া, মনীষিগণ [শত বর্ষের চেষ্টায়] যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার উপরেই পুরাতন রাজবংশ-বিবরণের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়,—জনশ্রুতি হইতে, পুরাতন সাহিত্য হইতে, পুরাতন মুদ্রা হইতে, পুরাতন স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন হইতে, পুরাকালের যাহা কিছু

পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইবার পক্ষেও এই সকল প্রাচীন লিপি প্রধান অবলম্বন বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। *

এই সকল পুরাতন লিপি একত্র সঙ্কলিত না হইলে, লিপি-লিখিত সকল বিবরণের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয় না। এক এক যুগের বহুসংখ্যক প্রাচীন লিপি এক সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে পারিলে, সেই সেই যুগের নানা বিবরণের প্রকৃত মর্ম্ম সহজে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে ;—এক লিপি অন্ত লিপির পাঠোদ্ধারের ও ব্যাখ্যাসাধনেরও সহায়তা সাধন করিতে পারে। যে লিপি স্বতন্ত্র-ভাবে আলোচিত হইবার সময়ে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হয়, কালক্রমে অন্ত লিপির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার ঐতিহাসিক মর্য্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে। অনেকবার ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত কেবল বাঙ্গালা দেশের চতুঃসীমার সম্বন্ধই একমাত্র সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের অন্যান্ত প্রদেশের সহিত, এবং ভারতসীমার বাহিরেও নানা স্থানের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের নানা সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। প্রাচীন লিপি হইতে তাহার সন্ধানলাভ করিতে হইলে, বহুসংখ্যক প্রাচীন লিপি একত্র সঙ্কলিত করিতে হইবে। তাহা বহু শ্রমসাধ্য এবং বহু ব্যয়সাধ্য কঠিন ব্যাপার। প্রথমে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া, বাঙ্গালার রাজবংশনিচয়ের শাসন-সময়ে যে সকল লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইতেছে।

এই সকল প্রাচীন লিপি হইতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই অনুসন্ধানের মুখ্য বিষয়। তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের প্রথম যুগে, রাজার এবং রাজবংশের পরিচয় সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা সমধিক প্রবল থাকায়, এ পর্য্যন্ত কেবল তাহার কথাই পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়া আসিতেছে। তজ্জন্য প্রাচীন লিপি-নিহিত অন্যান্য তথ্যের যথাযোগ্য আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে নাই। এখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

যে সকল প্রাচীন লিপি সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত, তন্মধ্যে কোন কোন লিপি রচনা-মাধুর্য্যে সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রে উচ্চ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য বলিয়াও কথিত হইতে পারে। ভাষায় এবং রচনা-পারিপাট্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়, জনসমাজের কথোপকথনের

---

* Rich as have been their bequests to us in other lines, the Hindus have not transmitted to us any historical works which can be accepted as reliable for any early times. And it is almost entirely from a patient examination of the inscriptions, the start in which was made more than a century ago, that our knowledge of the ancient political history of India has been derived But we are also ultimately dependant on the inscriptions in every other lime of Indian research. Hardly any defenite dates and identifications can be established except from them. And they regulate everything that we can learn from tradition, literature, coins, art, architecture, or any other source.—J. F. Fleat in the **Imperial Gazetteer of India,** Vol. II.

ভাষা যেরূপ থাকুক না কেন, [মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত] বাঙ্গালা দেশের রাজসভায় এবং বিদ্বৎসমাজে সংস্কৃত ভাষাই রচনাকার্য্যে সমাদর লাভ করিত। তৎকালে এদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট সংস্কৃত ভাষা সুপরিচিত না থাকিলে, এরূপ হইতে পারিত না। রচনা-পারিপাট্যের মধ্যে যেরূপ ভাষাজ্ঞান বিকশিত হইয়া রহিয়াছে, সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুশীলন প্রবল না থাকিলে, তাহা সেরূপ বিকশিত হইতে পারিত না। ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির গ্রন্থনিহিত উপদেশ সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত, অধীত এবং অধ্যাপিত হইত। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষাই যে তৎকালে এদেশে উচ্চশিক্ষা বলিয়া সুপরিচিত ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৎকালের জনসমাজ উচ্চশিক্ষা লাভ করিত, প্রাচীন লিপিতে প্রসঙ্গ-ক্রমে তাহারও কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে,—প্রসঙ্গক্রমে অনেক বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের, পৌরাণিক আখ্যান-বস্তুর, ঐতিহাসিক জনশ্রুতির এবং প্রচলিত লোক-ব্যবহারেরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে দেশের লিখিত ইতিহাস বর্ত্তমান নাই, সে দেশের পক্ষে প্রাচীন লিপি হইতে এই সকল বিবরণ সঙ্কলনের প্রয়োজন কত অধিক, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

সকল দেশেই দুইটি শক্তি জনসাধারণের উন্নতির এবং অবনতির গতিনির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহা রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তি নামে সুপরিচিত। বাঙ্গালাদেশে এই উভয় শক্তির মধ্যে পুরাকালে কিরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, কি কারণে এই উভয় শক্তির সমন্বয় বা সংঘর্ষ সংঘটিত হইত, কোন্ প্রণালীতে শাসনসংরক্ষণ-কার্য্য পরিচালিত হইত, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এই সকল প্রাচীন লিপিতেই পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

কাহারও প্রার্থনাক্রমেই হউক, অথবা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই হউক, রাজা কাহাকেও ভূমিদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃতিপুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া **"মতমস্তু ভবতাম্"** বলিয়া তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ করিতেন। ইহাকে অন্তঃসারশূন্য সৌজন্য-বিজ্ঞাপক শিষ্টাচারমাত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। কোন্ গ্রামে কাহারা বাস করিবে, কাহারা ভূমিকর্ষণ করিবে, কাহা[illegible] উৎপন্ন শস্য উপভোগ করিবে, তাহার সহিত প্রথমে রাজার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল বলিয়া বো[illegible]য় না;—গ্রামের লোকই তাহার একমাত্র নিয়ামক ছিল। ভূমিবিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবার পর, অনেকদিন পর্য্যন্ত যাহাকে তাহাকে ভূমি বিক্রয় করিবার উপায় ছিল না;—কাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে গ্রামের লোকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। কাহাকেও ভূমিদানের পাত্র বলিয়া নির্ব্বাচন করিবার অধিকার রাজার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিলেও, প্রাচীন প্রথার মর্য্যাদারক্ষার্থ, ভূমিদান করিবার সময়ে রাজাকেও প্রজাবর্গের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইত;—প্রজাশক্তিকে সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করিবার নিয়ম ছিল না। সে শক্তিকে তুচ্ছ করিবার সম্ভাবনাও বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সে শক্তি কখন কখন রাজা নির্ব্বাচন

করিত, * কখন বা রাজশক্তির অপব্যবহারে অসহিষ্ণু হইয়া, রাজসিংহাসন আক্রমণ করিত। † এরূপ প্রমাণ এই সকল প্রাচীন লিপিতেই প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহা স্মরণ করিলে মনে হয়,—প্রকৃতিপুঞ্জের চিরসঞ্চিত অধিকারসমূহ স্বীকার করিয়া রাজ্যপালন করিতে হইত বলিয়াই, দানকালে তাহাদের সম্মতি গ্রহণের জন্য রাজাকে **"মতমস্তু ভবতাং"** বা তদনুরূপ বাক্যাবলী দানপত্রে উৎকীর্ণ করাইতে হইত।

ভূমি কাহার,—রাজার কি প্রজার,—তাহা লইয়া মানবসমাজে অনেক কলহ বিবাদ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে রাজা ভূমির প্রতিপালক (রক্ষাকর্ত্তা) বলিয়া প্রতিভাত ;—রক্ষা করিতেন বলিয়া (প্রতিদানরূপে) উৎপন্ন শস্যের অংশ লাভ করিতেন। শস্য উৎপন্ন হউক বা না হউক, ভূমি অধিকার করিতে হইলেই প্রজাকে নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিতে হইবে, এরূপ শাসন-নীতি রাজাকেই ভূমির অধিকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করে। প্রজা তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া, ভূমি কর্ষণ করে ; তদ্দ্বারা ভূমিতে স্বামিত্ব লাভ করিতে পারে না। এরূপ শাসন-নীতি ভূমির বর্গফলের অনুপাতে কর ধার্য্য করিয়া থাকে, তজ্জন্য দানপত্রাদিতেও তাহা উল্লিখিত হয়। পালনরপাল-গণের তাম্রশাসনে ভূমির পরিচয় আছে ; চতুঃসীমার উল্লেখ আছে ; কিন্তু বর্গফলের উল্লেখ নাই। সেকালের রাজস্ব-নীতির প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ইহাতে তাহার কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, তাহা চিন্তনীয়।

শাসন এবং সংরক্ষণ কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইত, তাম্রশাসনে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা "মহতী দেবতা", তিনি "নররূপে" অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজাপালন করেন না। সে কার্য্য নানাশ্রেণীর রাজপুরুষের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের পদবিজ্ঞাপক-উপাধিগুলি তাম্রশাসনে উল্লিখিত থাকায়, তাহা হইতে তাঁহাদিগের রাজকার্য্যের পরিচয় লাভ করা যায়। এই সকল পদবিজ্ঞাপক-উপাধি এখন অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া, তাহার ব্যাখ্যা-কার্য্যে লিপ্ত হইয়া, সুধীগণ নানা বিচার-বিতণ্ডার অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হইবার পর বঙ্গাক্ষর কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সকলের নিকটেই সুপরিচিত। বঙ্গাক্ষরের এরূপ আকার চিরদিন প্রচলিত ছিল না। কিরূপে, কতদিনে, বঙ্গাক্ষর তাহার বর্ত্তমান আকার লাভ করিয়াছে, তাহা সকলের নিকট সুপরিচিত হইতে পারে নাই।

---

* পালবংশের প্রথম রাজা গোপালদেব এইরূপে রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন বলিয়া তারানাথ যে জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [চতুর্থ শ্লোকে] তাহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়াই উল্লিখিত আছে।

† দ্বিতীয় মহীপালদেবকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিবার যে আখ্যায়িকা "রামচরিত" কাব্যে উল্লিখিত আছে, রামপালদেবের কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় প্রদানের সময়ে, বৈদ্যদেবের [কমৌলিতে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৪ শ্লোকে] তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

লেখমালা।

তাহার ক্রমবিকাশের পরিচয় প্রাচীন লেখমালায় সন্নিবিষ্ট থাকিয়া, অল্প-সংখ্যক সাহিত্যিকের আলোচনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গ-লিপি কত পুরাতন, তাহার সীমানির্দ্দেশের উপযোগী লিখিত প্রমাণ অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বঙ্গ-লিপিকে একটি পুরাতন প্রাদেশিক লিপি বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিতেছে। দৃষ্টান্তস্থলে কোন কোন শিলালিপির আদর্শ মুদ্রিত হইল। যে সকল পুরাতন লিপি সঙ্কলিত হইল, তাহার আবিষ্কার-কাহিনী, পাঠোদ্ধার-কাহিনী, ব্যাখ্যা-কাহিনী, লিপি-পরিচয় ও লিপি-বিবরণী-সংযুক্ত ভূমিকাসহ মূলানুগত পাঠ, এবং বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। বিশুদ্ধ মূলানুগত পাঠ সঙ্কলিত করিবার অন্তরায়ের অভাব নাই। সকল লিপি একস্থানে সুরক্ষিত হইতেছে না; কোন কোন লিপি নিতান্ত জরাজীর্ণ; এবং একখানি লিপি এখন আর সন্ধান করিয়াও বাহির করিবার উপায় নাই; তাহা আবিষ্কৃত হইবার পর, আবার লোকলোচনের অতীত হইয়া পড়িয়াছে! এই সকল প্রাচীন লিপির অনুবাদ-কার্য্য বিলক্ষণ আয়াস-সাধ্য ব্যাপার; যত্ন চেষ্টার অভাব না থাকিলেও, ইহাতে পদে পদে বিড়ম্বিত হইবার আশঙ্কা আছে। কেহ কেহ তজ্জন্য নানা মনঃকল্পিত ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে যে সকল ব্যাখ্যা সূচিত হইয়া, সুধীসমাজে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে, তাহার যথাযোগ্য সমালোচনা প্রচলিত হয় নাই। তজ্জন্য অনেক মনঃকল্পিত পাঠ ও ব্যাখ্যা সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত হইতেছে। যথাস্থানে তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন লিপির সঙ্কলন ও তাহার ব্যাখ্যাসাধন এরূপ শ্রমসাধ্য কঠিন ব্যাপার যে তাহাতে ভ্রম-ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবার আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না। তৎসম্বন্ধে নিবেদন—

"যোঽয়ং করুণাবন্ধিঃ ক্লিনিষি মে পরিশ্রমঃ।"

ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন।

[খালিমপুর-লিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামের উত্তরাংশে হলকর্ষণ করিতে গিয়া, এক কৃষক এই তাম্রপট্টলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে ইহাকে সিন্দুর লিপ্ত করিয়া, আমরণ পূজা করিয়াছিল;—কাহাকেও দান বা বিক্রয় করিতে সম্মত হয় নাই। পরলোকগত উমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম, এ, মহোদয় মালদহের কলেক্টর হইয়া আসিবার পর, এই সমাচার অবগত হইয়া, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কৃষক-পত্নীর নিকট হইতে তাম্রপট্টখানি ক্রয় করিয়া লইলে, ইহার কথা সুধীসমাজে সুপরিচিত হইবার সূত্রপাত হয়। ইহা পালবংশীয় দ্বিতীয় নরপাল ধর্ম্মপালদেবের ভূমিদানের তাম্রশাসন;—খালিমপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, এক্ষণে "খালিমপুর-লিপি" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।

আবিষ্কার-কাহিনী।

এই তাম্রশাসনখানি ক্রয় করিবার পর, বটব্যাল মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার উদ্ধৃত পাঠে অনেক অসঙ্গতি এবং ভ্রমপ্রমাদ বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহাই এসিয়াটিক্ সোসাটীর পত্রিকায় * প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে পরলোকগত অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ বহুযত্নে একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। † কিন্তু বটব্যাল মহাশয়ের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠই এখনও সময়ে সময়ে অন্যান্য লেখকের গ্রন্থে উদ্ধৃত হইতেছে। ষষ্ঠ শ্লোকের প্রথম চরণে লিখিত আছে—

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

"নাম্না শ্রীধর্ম্মপালঃ সমজনি সুজন-স্তূয়মানাবদানঃ।"

বটব্যাল মহাশয় ধর্ম্মপালের **সুজন-স্তূয়মানাবদানঃ** বিশেষণ-পদটি **"সুজন-স্তূপমানাবদানঃ"** বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এই পাঠ মুদ্রিত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক

---

* **J. A. S. B.** Vol. LXIII, Part I, p. 39.

† **Epigraphia Indica**, Vol. IV, p. 243. অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ যে সকল তাম্রশাসনের পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। উত্তরকালে যাঁহারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন বা করিবেন, তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে পরলোকগত অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট নানা বিষয়ে ঋণ স্বীকার করিতে হইবে। এই লেখমালা সঙ্কলন করিবার সময়ে তাঁহার প্রকাশিত পাঠ ও ব্যাখ্যা অনেক স্থলেই পথপ্রদর্শকরূপে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। যেখানে মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে, সেই সকল স্থলে অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের ব্যাখ্যা বা মন্তব্য উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে।

কিলহর্ণ প্রকৃত পাঠটি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার দ্বাদশ বৎসর পরেও [১৯১০ খৃষ্টাব্দে], এসিয়াটিক্ সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "রামচরিত" নামক প্রাচীন কাব্যের ভূমিকায়, মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, [এই বিশেষণ-পদ হইতে "সুজন" শব্দটি ত্যাগ করিয়া,] **"স্তূপমানাবদাতঃ"** পাঠ কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্মপাল স্তূপের ন্যায় বৃহৎ এবং শুভ্রবর্ণ ছিলেন"।* মূল তাম্রশাসনে এরূপ পাঠ নাই ; রাজকবির পক্ষে এরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবারও সম্ভাবনা ছিল না।

বটব্যাল মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, [কোনরূপ প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া] ইহাকে ধর্ম্মপাল-কর্ত্তৃক ভট্টনারায়ণ নামক স্বনামখ্যাত ব্রাহ্মণ-কবিকে ভূমিদান করিবার তাম্রশাসন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং স্বমত-সমর্থনের জন্য নানা বিচার-বিতণ্ডারও অবতারণা করিয়াছিলেন। সে ব্যাখ্যা যে প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে, তাহা এক্ষণে সুধীসমাজে সুপরিচিত হইয়াছে।† কিন্তু এই তাম্রশাসনের মর্ম্ম এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অনূদিত হয় নাই। ইহাতে বাঙ্গালার ইতিহাসের যে সকল তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত হইতে পারে নাই।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

এই তাম্রপট্টখানির আয়তন ১ ফুট ৪½ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ১১½ ইঞ্চ প্রস্থ। ইহার শীর্ষদেশে—মধ্যস্থলে—একটি রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে, এবং তন্মধ্যে **"শ্রীমান্ ধর্ম্মপালদেবঃ"** এই কয়েকটি অক্ষর উৎকীর্ণ রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা একটি বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক ধর্ম্মচক্র-মুদ্রা,—মধ্যস্থলে ধর্ম্মচক্রচিহ্ন, উভয় পার্শ্বে মৃগ-মূর্ত্তি। এই তাম্রপট্টের এক পৃষ্ঠে ৩৩ পংক্তি এবং অপর পৃষ্ঠে ২৯ পংক্তি [সংস্কৃত ভাষায় রচিত পদ্যগদ্যাত্মক লিপি] উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তিন চারিটি অক্ষর ভিন্ন সমগ্র লিপিটি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

লিপি-পরিচয়।

এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করাইয়া, "পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মপাল দেব" [৩০ পংক্তি] তদীয় বিজয়রাজ্যের "সম্বৎ ৩২ মার্গ দিন ১২" [৬১ পংক্তি] তারিখে "পাটলিপুত্র-সমাবাসিত [২৮—২৯ পংক্তি] জয়স্কন্ধাবার হইতে "শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্ত্যন্তঃ-পাতি-ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলসম্বদ্ধ-মহন্তাপ্রকাশ-বিষয়ে" [৩০—৩১ পংক্তি] এবং "স্থালীকটবিষয়সম্বদ্ধাম্রষণ্ডিকা-মণ্ডলান্তঃ-পাতি" [৪১—৪২ পংক্তি] স্থানে "মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণবর্ম্মার" [৪৯ পংক্তি] প্রার্থনাক্রমে, নারায়ণবর্ম্মা-কর্ত্তৃক "শুভস্থলীতে" নির্ম্মিত দেবকুলে প্রতিষ্ঠিত "ভগবন্নন্ন-নারায়ণের" ও "তৎপ্রতিপালক লাট-দ্বিজাদির" [৪৯—৫১ পংক্তি]

লিপি-বিবরণ।

* In the Khâlimpur inscription, Dharamapâla is described as স্তূপমানাবদাতঃ *i.e.*, he was fair and as high as a stupa.—Pandita Sâstri in the Introduction (p. 6) to the **Rāmacarita** in the **Memoirs** of the Asiatic Society of Bengal, Vol III, No. I.

† I must just mention here that surely Mr. Batavyāl has been rather rash in stating that the grant recorded in this inscription was made in favour of the poet Bhatta Nárâyana —Prof. Kielhorn in **Epigraphia Indica**, Vol. IV, p. 243 Note.

ব্যবহারার্থ ভূমিদান করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে পাল-রাজবংশের অভ্যুদয়-কাহিনী বিবৃত হইয়া রহিয়াছে। তজ্জন্য ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট উপাদান বলিয়া সুপরিচিত। এ পর্য্যন্ত পাল-রাজগণের যে সকল শাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহা এক্ষণে কলিকাতায় [এসিয়াটিক্ সোসাইটি কর্ত্তৃক] রক্ষিত হইতেছে। এই তাম্রফলকে কবির নাম উল্লিখিত নাই; শিল্পীর নাম উল্লিখিত আছে;—"ভোগটের পৌত্র, সুভটের পুত্র, গুণশালী শ্রীমান্ তাতট কর্ত্তৃক এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল।"

প্রশস্তি-পাঠ।

১ ওঁ * স্বস্তি [॥]

সর্ব্বজ্ঞতাং শ্রিয়মিব স্থির মাস্থিতস্য

বজ্রাস-

২ নস্য বহুমার-কুলোপলব্ধাঃ।

দেব্যা মহাকরুণয়া পরিপা-

৩ লিতানি

রক্ষন্তু বো দশবলানি দিশো জয়ন্তি ॥(১)

শ্রিয় ইব সুভগা-

৪ যাঃ সম্ভবো বারিরাশি-

শ্শশধর ইব ভাসো বিশ্ব মাহ্লাদয়ন্ত্যাঃ।

প্রকৃতি রবনিপানাং সন্ততে রুত্তমায়া

স্স-

৫ জনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যাবদাতঃ ॥(২)

আসীদাসাগরাদুর্ব্বীং গুর্ব্বীভিঃ কীর্ত্তিভিঃ কৃতী।

মণ্ডয়ন্

---

* ওঙ্কার বলিয়া যাহা পঠিত হইতেছে, তাহা একটি মাঙ্গলিক চিহ্নরূপে উৎকীর্ণ আছে।

(১) বসন্ততিলক।

(২) মালিনী। এই শ্লোকের "বারিরাশি" শব্দের পর বিসর্গ-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই, "শশধর" শব্দের পূর্ব্বে একটি শ্-অক্ষর সংযুক্ত হইয়াছে।

६ खण्डितारातिः श्लाघ्यः श्रीवप्यट स्ततः ॥(৩)

मात्स्य-न्याय मपोहितुं प्रकृतिभि र्लक्ष्म्याः करं ग्राहितः श्रीगोपा-

७ ल इति क्षितीश-शिरसां चूड़ामणि स्तत्सुतः।

यस्यानुक्रियते सनातन-यशोराशि र्दिशामाशये श्वेतिम्ना य-

८ दि पौर्णमास-रजनी ज्योत्स्नातिभारश्रिया ॥(৪)

शीतांशो रिव रोहिणी हुतभुजः स्वाहेव तेजोनिधेः सर्व्वाणी-

९ व शिवस्य गुह्यकपते र्भद्रेव भद्रात्मजा।

पौलोमीव पुरन्दरस्य दयिता श्रीदेद्देवीत्यभूत् देवी तस्य विनो-

१० दभू र्मुररिपो र्लक्ष्मी रिव क्ष्मापतेः ॥(৫)

ताभ्यां **श्रीधर्म्मपालः** समजनि सुजन-स्तूयमाना[illegible]नः स्वामी भूमी-

११ पतीना मखिल-वसुमती-मण्डलं शासदेकः।

चत्वार स्तीरमज्जत्-करिगण-चरण-न्यस्तमुद्राः समुद्रा यात्रां य-

१२ स्य चमन्ते न भुवन-परिखा विश्वगाशा-जिगीषोः (৬)

यस्मिन्न द्दामलीला-चलित-बलभरे दिग्जयाय प्रवृत्ते यान्त्या-

१३ म्विश्वम्भरायां चलित-गिरि-तिरश्चीनतां तद्वशेन।

---

(৩) অনুষ্টুভ্।

(৪) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। এই শ্লোকের "করংগ্রাহিতঃ মূল লিপিতে "করঙ্গ্রাহিতঃ" রূপে উৎকীর্ণ আছে "গৌড়ের ইতিহাসে" তাহাই "করোগ্রাহিতঃ" রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের মুদ্রিত পাঠে কত ভ্রমপ্রমাদ আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লিখিত হইল না।

(৫) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

(৬) স্রগ্ধরা।

भाराभुग्नावमज्जन्-मणिविधुर-शिरश्चक्र-साहायकार्थं
शेषे-

१४ नोदस्त-दोष्णा त्वरिततर मधोध स्तमिवानुयातम् ॥(৭)

यत्-प्रस्थाने प्रचलित-बलास्फालना-दुन्नलन्नि-
धूलीपूरै: पिहि-

१५ त-सकल-व्योमभि भूतधाव्याः।

संप्राप्तायाः परमतनुतां चक्रवालं फणानां
मग्नोन्मीलन्-मणि फणिपतै श्शी-

१६ घवादुल्ललास ॥(৮)

विरुद्ध-विषय-क्षोभाद् यस्य कोपाग्नि रौर्ववत्।
अनिर्वृति प्रजज्वाल चतुरम्भोधिवारितः ॥(৯)

१७ येऽभूवन् पृथु-रामराघव-नल-प्राया धरित्रीभुज-
स्तानेकत्र दिदृक्षुणेव निचितान् सर्व्वान् सम स्वेधसा।
ध्व-

१८ स्ताशेष-नरेन्द्र-मानमहिमा श्रीधर्म्मपालः कलौ
लोल-श्री-करिणी-निबन्धन-महास्तम्भः समुत्तम्भितः ॥(১০)
यासां

१९ नासीर-धूली-धवल-दशदिशां द्रागपश्यन्वियत्तां
धत्ते मान्धातृसैन्य-व्यतिकरचकितो ध्यानतन्द्री महेन्द्रः।

२० तासामप्याहवेच्छा-पुलकित-वपुषा वाहिनीना व्विधातुं
साहाय्यं यस्य वाह्वो र्निखिल-रिपुकुलध्वंसिनो र्ना-

२१ वकाशः ॥(১১)

---

(৮) মন্দাক্রান্তা।

(৯) অনুষ্টুভ্। এই শ্লোকের "অনির্বৃতি"-শব্দকে "অনির্বৃত্তি" রূপে পাঠ করিবার জন্য অধ্যাপক কিলহর্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতীতকাল-বিজ্ঞাপক [প্রজজ্বাল] ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত "অনির্বৃত্তি"-শব্দ কোনরূপ সঙ্গত অর্থ দ্যোতিত করিতে পারে কি না, তাহা চিন্তনীয়।

(১০) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

(১১) স্রগ্ধরা।

भोजैर्मत्स्यैः समद्रैः कुरु-यदु-यवनावन्ति-गन्धार-कीरै-
र्भूपै र्व्यालोल-मौलि-प्रणति-परिणतैः

२२ साधु-सङ्गीर्य्यमाणः।

हृष्यत्-पञ्चालवृद्धोद्धृत-कनकमय-स्वाभिषेकोदकुम्भो
दत्तः श्रीकान्यकुब्ज स्सललित-च-

२३ लित-भ्रूलता-लक्ष्म येन ॥(১২)

गोपैः सीम्नि वनेचरै र्वनभुवि ग्रामोपकण्ठे जनैः
क्रीड़द्भिः प्रतिचत्वरं शिशुगणैः

२४ प्रत्यापणं मानपैः

लीला-वेश्मनि पञ्जरोदर-शुकै रुद्गीत मात्म-स्तवं
यस्याकर्ण्ययत स्त्रपा-विवलिता-नम्रं स-

२५ दैवाननं ॥(১৩)

स खलु भागीरथीपथ प्रवर्त्तमान-नानाविध-नौवाटक-सम्पादित-
सेतुबन्ध-निहित-शैलशि-

२६ खरश्रेणी-विभ्रमात् निरतिशय-घन-घनाघन-घटा-श्यामायमान-
वासरलक्ष्मी-समारब्ध-सन्तत-जलदस-

२७ मय-सन्देहात् उदीचीनानेक-नरपति-प्र[ा]भृतिकृता-प्रमेय-
हयवाहिनी-खरखुरोत्खात धूली-धूसरित-दि-

२८ गन्तरालात् परमेश्वर-सेवासमायात-समस्तजम्बुद्वीप-भूपाला
नन्त-पादात-भर-नमदवनेः पाठलिपु-

---

(১২) স্রগ্ধরা। এই শ্লোকে "কান্যকুব্জ"-শব্দ মূললিপিতে "কন্যকুব্জ" রূপে উৎকীর্ণ আছে। "দত্তঃ শ্রীকন্যকুব্জঃ" লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই বোধ হয়। "দত্তশ্রীঃ কন্যকুব্জঃ" পাঠ গ্রহণ করিলে, অর্থ-সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে। এক সময়ে "কান্যকুব্জ" যে "কন্যকুব্জ" রূপেই লিখিত হইত, অন্যান্য তাম্রশাসনেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক কিলহর্ণ তাহার উল্লেখ না করিয়া, এখানে 'কন্যকুব্জকে' কান্যকুব্জ পাঠ করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কন্যকুব্জ-পাঠ লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 'কন্যকুব্জ'ই এখন 'কনোজ' হইয়া পড়িয়াছে ; আকারটি যে কত কাল বিলুপ্ত হইয়াছে, তাম্রশাসনের পাঠে তাহারই ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে।

(১৩) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। এই শ্লোকের "মানপৈঃ" শব্দ "মানবৈঃ হইতে পারে বলিয়া অধ্যাপক কিলহর্ণ অনুমান করিয়াছেন। প্রথম চরণে "জনৈঃ"-শব্দ থাকায়, পরবর্ত্তী চরণে তুল্যার্থবোধক "মানবৈঃ"-শব্দ প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। "মানপঃ"-শব্দ সংজ্ঞা-শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

२८ न-समावासित-श्रीमज्जयस्कन्धावारात् परमसौगतो महाराजा-
धिराज-श्रीगोपालदेव-पादानुध्यातः प-

३० रमेश्वरः परमभट्टारको महाराजाधिराजः श्रीमान् धर्म्मपाल-
देवः कुशली॥ श्रीपुण्ड्रवर्द्धनभु-

३१ क्त्यन्तःपाति-व्याघ्रतटी-मण्डलसम्बद्ध-महन्ताप्रकाश-विषये
क्रौञ्चश्वभ्र नाम ग्रामोऽस्य च सीमा पश्चि-

३२ मेन गङ्गिनिका। उत्तरेण कादम्बरी-देवकुलिका खर्जूरवृक्षश्च।
पूर्व्वोत्तरेण राजपुत्र-देवट-कृतालिः। वी-

३३ जपूरकङ्गत्वा प्रविष्टा। पूर्व्वेण विटकालिः खातकयानिकां
गत्वा प्रविष्टा। जम्बूयानिका माक्रम्य जम्बूयानकं

३४ गता। ततो निःसृत्य पुण्याराम-बिल्वार्द्ध-स्रोतिकां।
ततोपि निःसृत्य न-

३५ ल-चर्म्मटोत्तरान्तं गता नलचर्म्मटात् दक्षिणेन नामुण्डिकापि [वृ

३६ सदुम्बि] कायाः। खण्डमुण्डमुखं खण्डमुखा[त्]वेदसविल्विका वेद[स]
विल्विकातो रोहितवाटिः पिण्डारविटि-जोटिका-सीमा

३७ उक्तारजोटस्य दक्षिणान्तः ग्रामबिल्वस्य च दक्षिणान्तः। देविका-
सोमाविटि। धर्म्मायो जोटिका। एवम्माढ़ा-शाल्मली ना-

३८ म ग्रामः। अस्य चोत्तरेण गङ्गिनिका-सीमा ततः पूर्व्वेणार्द्ध-
स्रोतिकया आम्रयानकोलर्द्धयानिकङ्गतः त-

३९ तोपि दक्षिणेन कालिकाश्वभ्रः। अतोपि निःसृत्य श्रीफल-
भिषुकं यावत् पश्चिमेन ततोपि बिल्वङ्गोर्द्ध स्रोति-

४० कया गङ्गिनिकां प्रविष्टा। पालितके सीमा दक्षिणेन काणा-
द्वीपिका। पूर्व्वेण कोण्ठिया-स्रोतः। उत्तरेण

४१ गङ्गिनिका। पश्चिमेन जेनन्दायिका। एतद्ग्राम-सम्पारीण-
परकर्म्मकृद्दीपः। स्थालीक्कट-विषय-

४२ सम्बद्धाम्रषण्डिका-मण्डलान्तःपाति-गोपिप्पली-ग्रामस्य सीमा।
पूर्व्वेण उडग्राम-मण्डल-पश्चिमसीमा। दक्षि-

४३ येन जोलकः। पश्चिमेन वेसानिकाख्या खाटिका। उत्तरे
मोड्ग्राम-मण्डलसीमा-व्यवस्थितो गोमार्गः। एषु च-
४४ तुरुषु (चतुर्षु) ग्रामेषु समुपगतान् सर्व्वानेव राजराजनक-राजपुत्र-
राजामात्य-सेनापति-विषयपति-भोगपति-षष्ठाधि-
४५ कृत-दण्डशक्ति-दण्डपाशिक-चौरोद्धरणिक-दौस्साधसाधनिक-
दूत-खोल-समागमिकाभित्वरमाण-हस्त्यश्व-गोमहिषाजा-
४६ विकाध्यक्ष-नाकाध्यक्ष* बलाध्यक्ष-तरिक-शौल्किक-गौल्मिक-तदायुक्तक
विनियुक्तकादि-राजपादोपजीविनोऽन्यांश्चाकीर्त्ति-
४७ तान् चाटभटजातीयान् यथाकालाध्यासिनो ज्येष्ठकायस्थ-महामहत्तर-
महत्तर-दाशग्रामिकादि-विषयव्यवहारिणः
४८ सकरणान् प्रतिवासिनः क्षेत्रकरांश्च ब्राह्मण-माननापूर्व्वकं
यथार्हं मानयति बोधयति समाज्ञापयति च। मतमस्तु
४৯ भवतां महासामन्ताधिपति-श्रीनारायणवर्म्मणा दूतक-युवराज-
श्रीत्रिभुवनपालमुखेन वय मेवं विज्ञापिताः यथाऽस्मा-
५० भि र्मातापित्रो रात्मनश्च पुण्याभिवृद्धये शुभस्थल्यान्देवकुलं कारित मत्र
प्रतिष्ठापित-भगवन्नन्न-नारायण-भट्टारकाय तत्प्र-
५१ तिपालक-लाटद्विज-देवार्च्चकादि-पादमूल-समेताय पूजोपस्थानादि-
कर्म्मणे चतुरो ग्रामान् अत्रत्य-हट्टिका-तलपाटक-
५२ समेतान् ददातु देव इति। ततोऽस्माभि स्तदीय विज्ञप्त्या
एते ऽपरिलिखितका श्चत्वारो ग्रामा स्तलपाटक-हट्टिकासमेताः स्व-
५३ सीमापर्य्यन्ताः सोद्देशाः सदशापचाराः अकिञ्चित्प्रग्राह्याः परिहृत-
सर्व्वपीड़ाः भूमिच्छिद्रन्यायेन चन्द्रार्कक्षिति-समकालं
५४ तथैव प्रतिष्ठापिताः। यतो भवद्भि स्सर्व्वै रेव भूमे र्दानफल-
गौरवादपहरणे च महानरक-पातादि-भयाद्दानमिद मनुमो-
५५ द्य परिपालनीयम्। प्रतिवासिभिः क्षेत्रकरै राज्ञाश्रवणविधेयै-

* অধ্যাপক কিলহর্ণ "নৌকাধ্যক্ষ" পাঠ-যোজনা করিয়া গিয়াছেন; তদপেক্ষা "নাকাধ্যক্ষ" পাঠ যোজন করিলেই ভাল হয়। কারণ, কিঞ্চিৎ পরেই আবার "তরিক" রহিয়াছে।

भूत्वा समुचित-कर-पिण्डकादि-सर्व्व-प्रत्यायोपनयः * कार्य्य

५६ इति ॥

बहुभि र्व्वसुधा दत्ता राजभि स्सगरादिभिः।

यस्य यस्य यदा भूमि स्तस्य तस्य तदा फलम् ॥ (১৪)

षष्टिं वर्षसहस्राणि स्वर्गे

५७ मोदति भूमिदः।

आक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत् ॥ (১৫)

स्वदत्ताम्परदत्ताम्बा यो हरेत वसुन्धराम्।

स विष्ठायां कृमि र्भूत्वा पितृ-

५८ भि स्सह पच्यते ॥ (১৬)

इति कमल-दलाम्बु-विन्दु-लोलां

श्रिय मनुचिन्त्य मनुष्य-जीवितञ्च।

सकलमिदमुदाहृत ञ्च बुद्ध्वा

न हि पुरु-

५९ षैः पर-कीर्त्तयो विलोप्याः ॥ (১৭)

तड़िल्लुल्या लक्ष्मी स्तनुरपि च दीपानल-समा

भवो दुःखैकान्तः पर-कृतिमकीर्त्तिः क्षपयताम्।

यशां-

६० स्याचन्द्रार्क्कं नियत मवताम[व] च नृपाः

करिष्यन्ते बुद्ध्वा यदभिरुचितं किं प्रवचनैः ॥ (১৮)

अभिवर्द्धमान-विजयराज्ये

६१ सम्बत् ३२ मार्ग-दिनानि १२।

श्रीभोगटस्य पौत्रेण श्रीमत् सुभटसूनुना।

श्रीमता तातटेनेदं उत्कीर्ण्णं गुण-शालिना ॥ (১৯)

---

* অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ "প্রত্যয়ীপনয়ঃ" পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন।

(১৪) অনুষ্টুভ্।

(১৫-১৬) অনুষ্টুভ্।

(১৭) পুষ্পিতাগ্রা।

(১৮) শিখরিণী।

(১৯) অনুষ্টুভ্।

বঙ্গানুবাদ।

ওঁ স্বস্তি ॥

(১)

যিনি সর্ব্বজ্ঞতাকেই রাজশ্রীর ন্যায় স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বজ্রাসনের [বুদ্ধদেবের] বিপুল-করুণা-পরিপালিত বহু-মার-* সেনাসমাকুল-দিঙ্মণ্ডল-নিঃশ্বসাদনকারী দশবল † তোমাদিগকে রক্ষা করুক।

(পক্ষান্তরে)

বজ্রতুল্য সুদৃঢ় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সর্ব্বজ্ঞতার ন্যায় রাজশ্রীর স্থির আশ্রয় স্বরূপ, রাজাধিরাজ [ধর্ম্মপালের] মহাকরুণা-পরিপালিত যে সেনাসমূহ দুর্দ্দান্ত-শত্রুসেনাপরিব্যাপ্ত-দশদিকের বিজয় সাধন করিতেছে, তাহারা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।

(২)

মনোহারিণী লক্ষ্মীর উৎপত্তিস্থান যেমন সমুদ্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আহ্লাদ-জনয়িত্রী কান্তির উৎপত্তিস্থান [সম্ভব] যেমন শশধর, সেইরূপ অবনিপালকুলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বংশধরের বীজিপুরুষ [প্রকৃতি] সর্ব্ববিদ্যাবিশুদ্ধ ‡ দয়িতবিষ্ণু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

* "বহু-মারকুলোপলম্ভা"-শব্দটি "দিশো" এই কর্ম্মপদের বিশেষণ বলিয়া বোধ হয়। তদনুসারে "বহুমার-কুলের উপলম্ভ (উপলব্ধি) হয় যাহাতে"—এইরূপ বহুব্রীহি-সমাস সূচিত হইতে পারে। "বজ্রাসন-সাধনা" নামক বৌদ্ধতন্ত্র হইতে অধ্যাপক ফুসে কর্তৃক উদ্ধৃত বজ্রাসন-বুদ্ধের ধ্যানে

"চতুর্ম্মার-সংঘটিত-মহাসিংহাসনবরং তদুপরি বিশ্বপদ্মবজ্রে বজ্রপর্য্যঙ্কসংস্থিতং"

এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্যসিংহকে সাধনপথ হইতে বিচলিত করিবার জন্য [স্কন্ধ, ক্লেশ, মৃত্যু এবং দেবপুত্র নামক] "চতুর্ম্মার" পুনঃ পুনঃ বলপ্রকাশ করিয়া পরাভূত হইবার কথা বৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ আছে। কালিকা পুরাণে [ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩০—৫৫ শ্লোকে] মারগণোৎপত্তির যে আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়, তদনুসারে মারসৈন্য অসংখ্য। এই শ্লোকে বৌদ্ধসাহিত্য-বিশ্রুত "চতুর্ম্মার", অথবা কালিকাপুরাণোক্ত "বহুমার" সূচিত হইয়াছে, তাহা চিন্তনীয়।

† दान-शील-क्षमा-वीर्य्य-ध्यान-प्रज्ञा-बलानि च ।
उपायः प्रणिधि-ज्ञानं दशबुद्धबलानि वै ॥

‡ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ।
धर्म्मशास्त्रं पुराणञ्च विद्या ह्येताश्चतुर्द्दश ॥
आयुर्व्वेदो धनुर्व्वेदो गान्धर्व्वश्चेति ते त्रयः ।
अर्थशास्त्रं चतुर्थञ्च विद्या ह्यष्टादशैव तु ॥

(৩)

যিনি বিপুলকীর্ত্তিকলাপে সসাগরা বসুন্ধরাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, অরাতি-নিধনকারী, [সর্ব্বকার্য্যে] কুশল, প্রশংসনীয়, সেই বপ্যট [দয়িতবিষ্ণু হইতে] জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৪)

[দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারমূলক] "মাৎস্য ন্যায়"* [অরাজকতা] দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া [রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া] দিয়াছিল, পূর্ণিমা-রজনীর [দিঙ্‌মণ্ডল-প্রধাবিত] জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৫)

চন্দ্রের যেমন রোহিণী, অগ্নির যেমন স্বাহা, শিবের যেমন সর্ব্বাণী, গুহ্যকপতি কুবেরের যেমন

বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই অষ্টাদশবিদ্যা সূচিত করিবার জন্যই "সর্ব্ববিদ্যাবদাত" বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। "সর্ব্ববিদ্যার" মধ্যে "ধনুর্বিদ্যা" অবশ্যই অন্তর্নিবিষ্ট থাকিবে। সুতরাং দয়িতবিষ্ণুর তাহাতেও অধিকার থাকা বুঝিতে হইবে। কিন্তু "রামচরিতের" ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ দয়িতবিষ্ণু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—He was not even a military man. এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ কি, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। পক্ষান্তরে সর্ব্ববিদ্যার উল্লেখ থাকায়, তাহা হইতে ধনুর্বিদ্যাকে বর্জ্জন করিবার কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

* 'মাৎস্য ন্যায়' সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত একটি লৌকিক-ন্যায়। তাহার অর্থ,—দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারজনিত অরাজকতা। উদাসীন শ্রীরঘুনাথবর্ম্ম-বিরচিত "লৌকিক ন্যায়সংগ্রহ" গ্রন্থে "মাৎস্য ন্যায়" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

"प्रबल-निर्बल-विरोधे सबलेन निर्बल-बाधविवक्षायां तु मात्स्यन्यायावतारः। अयं प्रायः इतिहास-पुराणादिषु दृश्यते, यथाहि वासिष्ठे प्रह्लादाख्याने तत्समाधिं प्रस्तुत्योक्तम्,—

एतावताथ कालेन तद्रसातल-मण्डलं।
बभूवाराजकं तीव्रं मात्स्यन्याय-कदर्थितम्॥
यथा—प्रबला मत्स्या निर्बलां ग्रासयन्तीति न्यायार्थः।"

অধ্যাপক বোথলিঙ্ক একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যথা—

"परस्परामिषतया जगतो भिन्नवर्त्मनः।
दण्डाभावे परिध्वंसी मात्स्यो न्यायः प्रवर्तते॥"

—Von Bohtlingk's **Inde Spruche.**

বঙ্গদেশে এক সময়ে এইরূপ 'মাৎস্য ন্যায়' প্রবর্ত্তিত হইলে, প্রজাপুঞ্জ তাহা দূরীভূত করিয়া, গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনের এই বিবরণটি তারানাথের গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। 'মাৎস্য ন্যায়ের' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, "রামচরিতের" ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্-এ লিখিয়াছেন—"to escape from being absorbed into another kingdom or to avoid being swallowed up like a fish."

ভদ্রকন্যা * ভদ্রা, ইন্দ্রের যেমন পুলোমজা, এবং বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মী, সেইরূপ সেই [গোপালদেব] রাজার দেদ্দদেবী নাম্নী চিত্তবিনোদনকারিণী প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন।

(৬)

সেই গোপালদেব এবং দেদ্দদেবী হইতে **ধর্ম্মপালদেব** জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ [অবদান] সুজন কর্ত্তৃক প্রশংসিত [স্তূয়মান]। † নৃপতিবৃন্দের অধীশ্বর সেই রাজা একাকী সমগ্র বসুমতীর শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। ভুবনমণ্ডলের পরিধা স্বরূপ দিঙ্মণ্ডলের বিজয়াভিলাষী সেই রাজার [যুদ্ধ] যাত্রাকালে তীর হইতে জলনিমজ্জনোন্মত্ত-করিচরণ-সংস্পর্শে সমুদ্রের চিহ্ন বিলুপ্ত হওয়ায়, চতুঃসমুদ্র সে বিজয়যাত্রার বেগ সহ্য করিতে পারে না।

(৭)

সেই রাজা [ধর্ম্মপাল] প্রকট-লীলাচলিত-সেনাবল-সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলে, সেনাভারাক্রান্ত বিচলিত পর্ব্বতমালা বক্রভাব প্রাপ্ত হয় ; এবং তাহাতে মস্তকস্থিত নম্রীকৃত মণিদ্বারা মস্তকে বেদনা অনুভব করিয়া, সেই বেদনাক্রান্ত শিরঃসমূহের সাহায্যার্থে হস্তোদ্গম করিয়া, অনন্তদেব অধোদেশে [সেই রাজার] অনতিদূরবর্ত্তিরূপে ত্বরিতপদে অনুগমন করিয়া থাকেন।

(৮)

সেই রাজা যুদ্ধার্থ প্রস্থিত হইলে, প্রচলিত সেনাসমূহের আস্ফালনোত্থিত ধূলিপটলে আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইবার জন্য, পৃথিবী সূক্ষ্মভাব ধারণ করিলে, ভারের লাঘববশতঃ, মণিগুলি উন্মীলিত হইলে, অনন্তদেবের ফণাসকল উল্লসিত হইয়া থাকে।

(৯)

কেহ তাঁহার চিত্তকে অপ্রিয় আচরণের দ্বারা বিচলিত করিলে, যে কোপাগ্নি সমুদ্ভূত হয়, তাহা বাড়বাগ্নির ন্যায় চতুঃসাগর-বেষ্টিত ভূমণ্ডলে নিরন্তর [অনির্বৃতি] প্রজ্জলিত হইয়া থাকে।

(১০)

পৃথু, রঘুবংশধর রামচন্দ্র,‡ নল প্রভৃতি যে সকল [গুণাধার] নরপালগণ [ভিন্ন ভিন্ন সময়ে]

---

* অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ দেদ্দদেবীকে ভদ্র নামক এক রাজার কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি তাহার কোনরূপ প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। এখানে কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, এখানে কেবল পৌরাণিক আখ্যায়িকাই সূচিত হইয়াছে।

† পুরাতন বঙ্গলিপির 'যকার' এবং 'পকার' দেখিতে একরূপ বলিয়াই, অর্থসঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেহ কেহ স্তূয়মানকে 'স্তূপমান' পাঠ করিয়া থাকিবেন।

‡ কেবল 'রাম' বলিলে পুরাণপ্রসিদ্ধ তিন ব্যক্তি সূচিত হইতে পারেন বলিয়া, এখানে রাম-শব্দের সঙ্গে 'রাঘব' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

ধরিত্রীতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে [এক সময়ে] একত্র দর্শন করিবার ইচ্ছায়, বিধাতা যেন নরপালকুল-গৌরব-সংহারক ধর্ম্মপাল নামক নরপালকে কলিযুগে চিরচঞ্চল-লক্ষ্মী-করিণীর বন্ধনোপযোগী মহাস্তম্ভরূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

(১১)

অগ্রগামী [নাসীর নামক] সেনাসমূহের [চরণাঘাতোত্থিত] ধূলিপটলে দশদিক্ আচ্ছন্নকারী সেনাদলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাহার ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া, তাহাকে [পুরাণ-প্রসিদ্ধ অসংখ্য] মান্ধাতৃ-সৈন্যের সংমিশ্রণ [ব্যতিকর] মনে করিয়া, মহেন্দ্র [ভয়ে] চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিলেন; [কিন্তু] সেই সেনাদল যুদ্ধবাসনায় পুলকিতগাত্র হইলেও, তাহাদের পক্ষে [ধর্ম্মপাল] রাজার শত্রুকুলক্ষয়কারী বাহুযুগলের সাহায্য করিবার অবকাশ উপস্থিত হয় নাই। *

(১২)

তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে [ইঙ্গিতমাত্রে] ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার, এবং কীরা প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের [সামন্ত ?] নরপালগণকে প্রণতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত-

---

* এই শ্লোকে এবং ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে ধর্ম্মপালের শাসন-সময়ের দুইটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা সূচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। একটি ঘটনা কান্যকুব্জাধিপতি ইন্দ্র [মহেন্দ্র] নামক নরপতির ধর্ম্মপালের হস্তে পরাভব; অপর ঘটনা মহেন্দ্রের রাজ্যে ধর্ম্মপালকর্ত্তৃক চক্রায়ুধ নামক সামন্ত-নরপালের অভিষেক। মহেন্দ্র ধর্ম্মপালকে অসংখ্য সেনাবল লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া, যুদ্ধে পরাভব অনিবার্য্য মনে করিয়া, এতদূর বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপালের অসংখ্য সেনাবল যুদ্ধার্থ উৎসুক থাকিলেও, তাহাদিগকে রণশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই,—ধর্ম্মপাল রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্রই তাহা অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। এই শ্লোকের মহেন্দ্র-শব্দকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া, অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ ইন্দ্রের সহিত মান্ধাতার সখ্য প্রভৃতি পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে গিয়া, ব্যতিকর-শব্দের ভিন্নার্থ গ্রহণে একটি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় বটব্যাল মহাশয়ের ব্যাখ্যাকেও মূলানুগত বলিয়া গ্রহণ করিবার উপায় নাই। তিনিও পাদটীকায় মান্ধাতার সহিত ইন্দ্রের সখ্যের ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—The God Indra, when suddenly he sees the ten quarters of the globe whitened by the dust raised by the vanguard of his army, and fancies it to be the approach of the army of Mandhata, shuts his eyes and ponders. But there is no occasion today for his all conquering arms rendering the assistance of his warlike troops to Indra এবং অর্থটি সুব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে পাদটীকায় লিখিয়া গিয়াছেন,—The meaning of the text is that, under the sway of Dharmapála the enemies of the Gods had ceased to exist. এই শ্লোকের 'মহেন্দ্র'-শব্দ কান্যকুব্জাধিপতিকে না বুঝাইয়া, মান্ধাতৃ-বন্ধু দেবরাজ ইন্দ্রকে বুঝাইলে, তাঁহার পক্ষে মান্ধাতৃ-সৈন্যের [ব্যতিকরে] 'চকিত' হইয়া 'ধ্যানতন্দ্রী' ধারণ করিবার কারণ থাকিতে পারে না। এখানে 'ব্যতিকর'-শব্দটি সংমিশ্রণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

† ভোজ মৎস্যাদি দেশ সম্বন্ধে অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন,—Kányakubja itself was in the country of the Pánchálas in Madhyadesha. According to the topographical list of the *Brihatsamhitá*, the Kurus and Matsyas also belong to the middle country, the Madras to the North-West, the Gandháras to the northern and the Kiras to the North-East division of India. The Avantis are the people of Ujjayini in Málava. Yadus, according to the Lakkha Mandal *Prasasti*, were long ruling in part of the Punjab, but they are found also south of the Jamuná; and south of this river and north of the Narmadá probably were also the Bhojas who head the list —**Epigraphia Indica** Vol. IV, p. 246.

মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্টচিত্ত পাঞ্চালবৃদ্ধকর্ত্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া, কন্যকুব্জকে [অভিষিক্ত করাইয়া] রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।*

(১৩)

সীমান্তদেশে গোপগণকর্ত্তৃক, বনে বনেচরগণকর্ত্তৃক, গ্রামসমীপে জনসাধারণকর্ত্তৃক, [গৃহ] চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণকর্ত্তৃক, প্রত্যেক দ্রব্যবিক্রয়স্থানে বণিক্‌সমূহ (?) কর্ত্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণকর্ত্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া, [এই নরপতির] বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া রহিয়াছে।†

যেখানে‡ ভাগীরথী-প্রবাহ-প্রবর্ত্তমান নানাবিধ [নৌবাটক ‡] রণতরণী [সুবিখ্যাত] সেতুবন্ধ-

---

* শ্রীধর্ম্মপালদেব [কান্যকুব্জেশ্বর] ইন্দ্ররাজকে পরাভূত করিয়া তাঁহার [মহোদয় নামক] কান্যকুব্জ-রাজ্যে চক্রায়ুধ নামক আপন সামন্তনরপালকে অভিষিক্ত করিবার কথা নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৩য় শ্লোকে] উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জের স্বাধীনতা হরণ করিয়াও, তাহার জন্য একজন স্বতন্ত্র রাজা নিযুক্ত করায়, কান্যকুব্জ পুনরায় রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিল ; এবং [তদ্দেশের নিকটবর্ত্তী] অন্যান্য জনপদের নরপালগণও সাধু সাধু বলিয়া তৎকার্য্যের সাধুবাদ করিয়াছিলেন।

† ধর্ম্মপাল কিরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন, এই শ্লোকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে বরেন্দ্র-মণ্ডলের ঘরে ঘরে মহীপালের গীত প্রচলিত হইয়াছিল। হয়ত একসময়ে ধর্ম্মপালের গীতও সেই ভাবে সকল স্থানেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই শ্লোক ভিন্ন, তাহার অন্য কোনরূপ উল্লেখ সাহিত্যে বা জনশ্রুতিতে বর্ত্তমান নাই। এই শ্লোকের "মানব" শব্দ অপরিচিত, এবং "নপাবিবলিনানম্" একটি উল্লেখযোগ্য রচনা-মাধুর্য্যের নিদর্শন। বটব্যাল মহাশয় ইহাকে "নপাবিচলিনানম্" পাঠ করায়, ইহা একটি রচনা-দোষের নিদর্শন বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। অধ্যাপক কিলহর্ণ প্রকৃত পাঠ মুদ্রিত করিবার পরেও, বটব্যাল মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠই "গৌড়ের ইতিহাসে" মুদ্রিত হইয়াছে। সজ্জনগণ লজ্জায় "বিবলিত" হইতে পারেন ; কিন্তু [কাহারও পক্ষেই] লজ্জায় "বিচলিত" হইবার সম্ভাবনা নাই। "নপাবিবলিনানমং সদৈবাননং" ব্যাখ্যা করিবার জন্য অধ্যাপক কিলহর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন,—"He always bashfully turns aside and bows down his face".—**Epigraphia Indica** Vol. IV., P. 252.

‡ পালবংশীয় নরপালগণের সকল তাম্রশাসনেই [বংশবিবৃতিসূচক শ্লোকাবলীর শেষে] এই গদ্যাংশের আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহাতেই তাঁহাদের "জয়স্কন্ধাবারের" পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই গদ্যাংশে অপ্রচলিত সংজ্ঞাশব্দের বাহুল্য এবং লিপিকর-প্রমাদের আতিশয্য বর্ত্তমান থাকায়, এপর্য্যন্ত কোন ভাষায় ইহার আদ্যন্তের মূলানুগত অনুবাদ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মদনপালদেবের [মনহলিগ্রামে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের একটী সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" [১৩০৫ সালের দ্বিতীয় সংখ্যার ১৫৬-১৫৭ পৃষ্ঠায়] প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নানা কারণে, তাহাকে মূলানুগত অনুবাদ বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না।

‡ পালবংশীয় নরপালগণের কোন কোন তাম্রশাসনে "নৌবাটক" এবং কোন কোন তাম্রশাসনে "নৌবাট"-শব্দ উৎকীর্ণ আছে। নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের গদ্যাংশের ইংরাজি অনুবাদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র "নৌবাটক" শব্দের "নৌ-সেতু" অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার হুল্‌জ্‌ তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া, সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে না পারিয়া, [**Indian Antiquary** Vol. XV., p. 309, Note 29] লিখিয়া গিয়াছেন,—"R. Mitra concludes from this passage that Nárá-yanapáladeva had made a bridge of boats across the Ganges. But the two words *pravarta-mána* and *nánávidha* render this explanation inadmissible. The panegyrist merely wants

নিহিত শৈলশিখরশ্রেণীরূপে [লোকের মনে] বিভ্রমের উৎপাদন করিয়া থাকে, —যেখানে নিরতিশয় ঘনসন্নিবিষ্ট [ঘনাঘন-নামক *] রণকুঞ্জর-নিকর [জলদজালবৎ প্রতিভাত হইয়া] দিনশোভাকে শ্যামায়মান করিয়া, [লোকের মনে] নিরবচ্ছিন্ন জলদসময়-সমাগম-সন্দেহের উৎপাদন করিয়া থাকে,—যেখানে উত্তরাপথাগত অগণ্য [মিত্র] রাজন্য-কর্তৃক [প্রাভৃতীকৃত †] উপঢৌকনীকৃত অসংখ্য অশ্বসেনার প্রখর-খুরোৎক্ষিপ্ত-

---

to say that the broad line of boats floating on the river resembled the famous bridge of Ráma. অধ্যাপক কিলহর্ণ "নৌবাটক"-শব্দকে বিজয়সেনদেবের [দেওপাড়ায় আবিষ্কৃত] প্রস্তরলিপির [২২ শ্লোকের] "নৌ-বিতান"-শব্দের তুল্যার্থ-বোধক মনে করিয়া, [**Epigraphia Indica**, Vol. IV., p. 252] "নৌ-সেতু"—অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,—"where the manifold fleets of boats, proceeding on the path of the Bhágirathi, make it seem as if a series of mountain-tops had been sunk to build another (?) causeway (*for Ráma's passage*)" আদ্যন্তের সমালোচনা করিলে, "নৌ-সেতু" অর্থ গ্রহণ করিবার আকাঙ্খা উপস্থিত হয় না। "বাট" বা "বাটক" শব্দ "অমরকোষে" স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। "বাট"-শব্দ [পুরুষোত্তমদেব-কৃত] "ত্রিকাণ্ড শেষে" এবং [হেমচন্দ্র-কৃত] "অভিধান-চিন্তামণিতে" যথাক্রমে

"বাটঃ পথশ্চ মার্গশ্চ,"

এবং

"বাটঃ পথি বৃতৌ বাটং,"

বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও, "নৌবাটক"-শব্দকে "নৌপথ" বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। বাঙ্গালীর "নৌবল" চিরপরিচিত। মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালীকে "নৌসাধনোদ্যতান্" বলিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পালবংশীয় নরপালগণ বাঙ্গালী বলিয়া, তাঁহাদের "জয়স্কন্ধাবারে" হস্ত্যশ্বপদাতিবলের ন্যায়, "নৌবলও" দেখিতে পাওয়া যাইত; এবং রাজ-কবি তজ্জন্যই "নৌবাটক"-শব্দের ব্যবহারে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহাই যে "নৌবাটক"—শব্দের প্রকৃত অর্থ, সৌভাগ্যক্রমে বৈদ্যদেবের [কমৌলিগ্রামে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [একাদশ শ্লোকে] উল্লিখিত [নৌযুদ্ধ-বর্ণনায় ব্যবহৃত] "নৌবাট-হীহীরব" তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। নৌবাট, নৌবিতান প্রভৃতি শব্দ যে নৌবাহিনীর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা এইরূপে বুঝিতে পারা যায়। মুসলমান-শাসন-সময়ে এই "নৌবাট" "নওয়ারা"-নামে পরিচিত হইয়াছিল। "নওয়ারা"-শব্দ এখনও অপ্রচলিত হয় নাই; কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্তী "নৌবাট"-শব্দ একেবারে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে!

* "ঘনাঘন"-শব্দে এক শ্রেণীর হস্তী সূচিত হইয়াছে। সেকালে এক শ্রেণীর রণদুর্ম্মদ ঘাতুক মত্ত হস্তী প্রতিপালিত হইত; তাহাই "ঘনাঘন"-নামে সুপরিচিত ছিল। ধরণি-কোষে তাহা

"মান্দীভ্যঘট্টনে চৈব ঘাতুকে চ ঘনাঘনঃ"

বলিয়া উল্লিখিত আছে। অমর-কোষের নানার্থবর্গেও [৩।৩।১২০] সেই অর্থ সূচিত হইয়াছে। এই "ঘনাঘন"-নামক হস্তীর ব্যূহকে "ঘটা" বলিত। অমর-কোষে [২।৮।১০৭]

"করিণাং ঘটনা ঘটা"

বলিয়া তাহা উল্লিখিত আছে। সেই অর্থে কথাসরিৎসাগরে [১১।১০৯] "গজেন্দ্র-ঘটা" ব্যবহৃত হইয়াছে। "ঘনাঘন-ঘটা," ঘনঘটার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া, জয়স্কন্ধাবারের দিনশোভাকে শ্যামায়মান করিয়া রাখিত বলিয়া, লোকের মনে বর্ষাসমাগমের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

† অধ্যাপক কিলহর্ণ এবং বটব্যাল-ধৃত এই তাম্রশাসনের "প্রভৃতীকৃত" শব্দ লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শন। প্রকৃত পাঠ—"প্রাভৃতীকৃত"। তাহার অর্থ—"উপঢৌকনরূপে উপহৃত"। অমরকোষে [২।৮।২৭] "প্রাভৃত"-শব্দ

"প্রাভৃতং তু প্রদেশনং"

বলিয়া উল্লিখিত আছে। দেবতাকে বা মিত্ররাজাকে যাহা উপহাররূপে প্রদান করা যায়, তাহারই নাম

ধূলিপটল-সমাবেশে দিঙ্মণ্ডলের অন্তরাল নিরন্তর ধূসরিত হইয়া থাকে,—যেখানে রাজরাজেশ্বর-সেবার্থ-সমাগত সমস্ত-জম্বূদ্বীপাধিপতিগণের অনন্ত-পদাতি-পদভরে* বসুন্ধরা অবনত হইয়া থাকে,—সেই পাটলিপুত্রনগর-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে, পরম সুগত-[বুদ্ধ]-মতাবলম্বী মহা-রাজাধিরাজ শ্রীগোপালদেবের পাদানুধ্যান-পরায়ণ, পরমেশ্বর পরমভট্টারক † মহারাজাধিরাজ কুশলী ‡ শ্রীমান্ ধর্ম্মপালদেব শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন-"ভুক্তির" অন্তঃপাতি, ব্যাঘ্রতটী-"মণ্ডলের" অন্তর্ভুক্ত, মহন্তাপ্রকাশ নামক "বিষয়ের" § অন্তর্গত ক্রৌঞ্চশ্বভ্র নামক গ্রাম।‖ ইহার সীমা,—

"প্রাভৃতং" বলিয়া ভানুজীদীক্ষিত-কৃত অমর-টীকায় ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরাঞ্চলের রাজন্যগণ পাল-বংশীয় নরপালগণকে উপঢৌকনরূপে হয়-বাহিনী "প্রাভৃতীকৃত" করিতেন; রাজকবি রচনাকৌশলে এই ঐতি-হাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন,—সুতরাং তৎকালে উত্তরাঞ্চলের রাজন্যবর্গ পালবংশীয় নরপাল-গণের মিত্র-রাজন্য মধ্যে পরিগণিত হইতেন বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

* "পাদাত-ভর-নমদবনি:" পাঠটি মদনপালদেবের [মনহলিগ্রামে-আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৩০ পংক্তিতে] "পাদাভর নমদ্বনি:" রূপে উৎকীর্ণ আছে, এবং সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় "পাদভর নমদবনেঃ" রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। উহা লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই বোধ হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত "ভূপালগণের অনন্ত পাদভরে" সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ ভূপালগণ, পদব্রজে গমনাগমন করিতেন না। "পাদাত"-শব্দের অর্থ অমরকোষে [২।৮।৬৭] এইরূপ লিখিত আছে,—

"অথ পাদাতং পত্তিসংহতি:,"

তাহার অর্থ, "পদাতীনাং সমূহ:" বলিয়া, ভানুজীদীক্ষিত-কৃত টীকায় উল্লিখিত আছে। এই অর্থ প্রকটিত করিবার জন্য "পাদাত" শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছিল। অতি পুরাকালে "হস্ত্যশ্বরথপাদাতং" লইয়া চতুরঙ্গ সেনা গঠিত হইত। কালক্রমে রথের ব্যবহার উঠিয়া গেলে, হস্তী অশ্ব ও পদাতি মাত্রই প্রচলিত ছিল। এখানে সেই সকল সেনাঙ্গের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগীরথীপ্রবাহ-প্রবর্ত্তমান "নৌবাট"-সমূহ এবং "ঘনাঘন"-নামক মদমত্ত হস্তিব্যূহ রাজাধিরাজের প্রবল প্রতাপ সূচিত করিত; উত্তরাঞ্চলের প্রসিদ্ধ অশ্ব তদ্দেশের মিত্ররাজকর্ত্তৃক উপ-ঢৌকনরূপে প্রেরিত হইয়া, তত্তদ্দেশে রাজাধিরাজের আধিপত্যের পরিচয় প্রদান করিত; এবং যাহারা [দরবার উপলক্ষে] রাজধানীতে সমাগত হইতেন, সেই সকল সামন্তরাজ অসংখ্য পদাতিসেনা-সমভিব্যাহারে সম্মিলিত হইয়া, রাজধানীর গৌরব বর্দ্ধন করিতেন। রাজকবি রচনা-কৌশলে এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করিয়া, রাজাধিরাজের রাজধানীর একটি অত্যুজ্জ্বল দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন। এই বর্ণনা কেবল পাল-বংশীয় নরপালগণের তাম্রশাসনেই দেখিতে পাওয়া যায়।

† "রাজা ভট্টারকো দেব:" বলিয়া অমরকোষে [১।৩।১৩] উল্লিখিত আছে।

‡ "কুশলী শ্রীমান্ ধর্ম্মপালদেব:" কর্ত্তৃপদ। ৪৮ পংক্তিতে উল্লিখিত "মানয়তি, বোধয়তি, সমাজ্ঞাপয়তি চ" ইহার ক্রিয়াপদ। অধ্যাপক কিলহর্ণ এবং ডাক্তার ব্লুক্ উভয়েই "কুশলী"-শব্দের "স্বাস্থ্য-সম্প[ন্ন]"-অর্থ গ্রহণ করিয়া, "being in good health" বলিয়া, তাহার ইংরাজি অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গি[য়াছে]ন। বটব্যাল মহাশয় ইহাকে Prosperous বলিয়া গিয়াছেন।

§ এখানে "বিষয়" নামক বিভাগ "মণ্ডল" নামক বিভাগের অন্তর্গত, এবং "মণ্ডল" নামক বিভাগ "ভুক্তি" নামক বিভাগের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত। পাল-সাম্রাজ্য নানা "ভুক্তিতে" বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে দেবপালদেবের [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে (৩০ পংক্তিতে) "শ্রীনগর-ভুক্তির"; নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [২৯ পংক্তিতে] তীরভুক্তির, এবং অন্যান্য পাল-নরপালের তাম্রশাসনে "শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি" নামে আর একটি "ভুক্তির" পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসনোক্ত "শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন"-ভুক্তির" অন্তর্গত "মণ্ডল"সমূহের মধ্যে ব্যাঘ্রতটী-নামক একটি "মণ্ডল" ছিল, তদন্তর্গত "বিষয়"-সমূহের মধ্যে মহন্তাপ্রকাশ নামক একটি "বিষয় ছিল, ক্রৌঞ্চশ্বভ্র গ্রাম সেই "বিষয়ের" অন্তর্গত ছিল।

‖ এই সকল স্থানের মধ্যে "শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির" নাম "বরেন্দ্র" বলিয়া সুপরিচিত হইলেও, অনেক সময়ে

পশ্চিমে "গঙ্গিনিকা", * উত্তরে "কাদম্বরী-দেবকুলিকা" † ও খর্জ্জূরবৃক্ষ। পূর্ব্বোত্তরে রাজপুত্র দেবট কৃত "আলি", ‡ [এই আলি] "বীজপূরকে" § গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে বিটক-কৃত "আলি", তাহা || খাটক-যানিকাতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ¶ [তাহার পর] জম্বু-যানিকা $ আক্রমণ করিয়া [তন্নিকটবর্ত্তী হইয়া] জম্বু-যানক পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে নিঃসৃত হইয়া, পুণ্যারাম-বিল্বার্দ্ধস্রোতিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে নিঃসৃত হইয়া, নলচর্ম্মটের

"বরেন্দ্রের" বাহিরেও "শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি" বিস্তৃতি লাভ করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাঘ্রতটী, মহন্তাপ্রকাশ পালিতক এবং ক্রৌঞ্চশ্বভ্র কোথায় ছিল, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই বলিয়া, তৎসম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্ক প্রচলিত হইয়াছে।

* "গঙ্গিনিকা"-শব্দ এখনও "গাঙ্গিনা"-নামে বরেন্দ্র-মণ্ডলে প্রচলিত আছে। মরা নদীর পুরাতন খাত এই নামে কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং বরেন্দ্র-মণ্ডলের কোন স্থানেই "গঙ্গিনিকার" অসদ্ভাব নাই।

† "দেবকুল"-শব্দ হইতে "দেউল"-শব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। "দেবকুলিকা" শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র দেউল বা মন্দির"। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ "দেবকুলিকাকে" ক্ষুদ্র দেবমন্দির [Small temple] বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। নীলাম্বর বলরাম "কদম্বর" বলিয়া, তাঁহার স্ত্রী "কাদম্বরী" নামে পরিচিতা। সরস্বতীও "কাদম্বরী" নামে পরিচিতা ছিলেন। তাহার পরিচয় "মেদিনীকোষে" উল্লিখিত আছে। যথা,—

"কাদম্বরস্তু দধ্যগ্রে মদ্যভেদে নপুংসকং।
স্ত্রী বারুণি-পরভৃতা-ভারতী-সারিকাসু চ॥"

অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ বা বটব্যাল মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু এখানে "কাদম্বরী-দেবকুলিকা" একটি "সরস্বতী-মন্দিরের" পরিচয় প্রদান করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়।

‡ "আলিঃ সখী সেতুরালি বালি রাবলি বিষ্যতে।"

শাশ্বত-কোষের এই নির্দ্দেশে, "আলি"-শব্দের "সেতু"-অর্থ থাকিলেও, এখানে আদ্যন্তের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য না থাকায়, অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ ইহাকে dike বলিয়া, এবং বটব্যাল মহাশয় embankment বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বরেন্দ্র-মণ্ডলে প্রচলিত "বান্ধাইল"-শব্দে "আলির" স্মৃতি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কোন্ রাজপুত্র দেবট এই তাম্রশাসনোক্ত "আলি" বান্ধাইয়া দিয়া স্মরণীয় হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

§ অমরকোষে [২।৪।৭৮] "বীজপূরঃ"—শব্দই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামিকৃত টীকায় "বীজপূরক"-শব্দেরও উল্লেখ আছে। যথা,—

"ফলপূরো বীজপূরঃ কেসরী বীজপূরকঃ।
বীজকঃ কেসরাম্লশ্চ মাতুলুঙ্গশ্চ পূরকঃ॥"

শব্দকল্পদ্রুমে 'টাবা লেবু ইতি বঙ্গভাষা" এবং "বিজৌরা ইতি হিন্দীভাষা" বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা লিখিত আছে। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ [কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করিয়া] ইহাকে citron-grove, এবং বটব্যাল মহাশয় [নিঃসংশয়ে] grove of lemons বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

|| অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ সমগ্র বর্ণনাটির অনুবাদ সাধনে অসমর্থ হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—From here up to the end of the description of the boundaries of the village of Kraunchasvabhra I am unable to translate the text. গ্রামাদির চতুঃসীমার উল্লেখ করিতে গিয়া, কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়াপদের সুপরিচিত সমাবেশ-রীতি সুরক্ষিত হইতে পারে নাই, এবং সংজ্ঞাশব্দের বাহুল্যের সঙ্গে লিপিকর-প্রমাদের আতিশয্য মিলিত হইয়া, এই গদ্যাংশকে দুর্ব্বোধ করিয়া রাখিয়াছে!

¶ বটব্যাল মহাশয় "যানিকা"-শব্দের artificial water course বলিয়া অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

$ জম্বু-যানিকাও water-course lined with Jambu trees বলিয়া অনূদিত হইয়াছে।

উত্তর সীমা পর্য্যন্ত গিয়াছে। নলচর্ম্মটের দক্ষিণে নামুণ্ডি-কাম্বিকা···হইতে খণ্ডমুণ্ডমুখ পর্য্যন্ত, খণ্ডমুণ্ডমুখ হইতে বেদস-বিম্বিকা, তাহার পরে রোহিতবাটী-পিণ্ডারবিটি-জোটিকা সীমা, উক্তার-যোটের দক্ষিণ এবং গ্রামবিল্বের দক্ষিণ পর্য্যন্ত দেবিকা সীমাবিটি ধর্ম্মাযোজোটিকা। এই প্রকার মাঢ়াশাল্মলী নামক গ্রাম। তাহার উত্তরেও গঙ্গিনিকার সীমা; তাহার পূর্ব্বে অর্দ্ধস্রোতিকার সহিত [মিলিত হইয়া] আম্রষানকোলার্দ্ধযানিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার দক্ষিণে কালিকাশ্বভ্র, তথা হইতেও নিঃসৃত হইয়া, শ্রীফলভিষুক পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার পশ্চিমে [গিয়া] বিল্বগর্দ্ধ-স্রোতিকার গঙ্গিনিকায় গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পালিতকের সীমা দক্ষিণে কাণা-দ্বীপিকা, পূর্ব্বে কোষ্ঠিয়া-স্রোতঃ, উত্তরে গঙ্গিনিকা, পশ্চিমে জেনন্দায়িকা * এই গ্রামের শেষ সীমায় পরকর্ম্মকৃদ্বীপ † স্থালীকট-"বিষয়ের" অধীন আম্রষণ্ডিকা-"মণ্ডলের" অন্তর্গত গো-পিপ্পলীগ্রামের সীমা,—পূর্ব্বে উড্রগ্রামমণ্ডলের পশ্চিম সীমা, দক্ষিণে জোলক, পশ্চিমে বেসানিকা নামক খাটিকা, উত্তরে উড্রগ্রাম-মণ্ডলের সীমায় অবস্থিত গোপথ ‡ এই গ্রামচতুষ্টয়ে সুবিদিত [সমুপগত]রাজ-রাজনক,§ রাজপুত্র, রাজামাত্য, সেনাপতি, বিষয়পতি, ভোগপতি, ষষ্ঠাধিকৃত, দণ্ডশক্তি, দণ্ডপাশিক, চৌরোদ্ধরণিক, দৌঃসাধসাধনিক, দূতখোল-গমাগমিক, অভিত্বরমাণ, হস্ত্যধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, গবাধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, ছাগাধ্যক্ষ, মেষাধ্যক্ষ, নাকাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, তরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক, প্রভৃতি রাজপাদোপজীবিসকল,—এবং অকথিত আরও চাটভটজাতীয় যথাকালবাস্তব্য লোকসকল; জ্যেষ্ঠকায়স্থ মহামহত্তর দাশগ্রামিক প্রভৃতি বিষয়ব্যবহারী সকল; করণ ও প্রতিবাসী ক্ষেত্রকর-সকল,‖ ইহাদিগকে ব্রাহ্মণসম্মানপূর্ব্বক [অর্থাৎ অগ্রে ব্রাহ্মণের সম্মান করিয়া, পরে ইহা-দিগকে যথাযোগ্যভাবে সম্মান করিয়া,] জানাইতেছেন ও আজ্ঞা করিতেছেন যে,—আপনাদিগের সম্মতি হউক, মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্ম্মা দূতক যুবরাজ শ্রীত্রিভুবনপাল¶ দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে,—"মাতাপিতার ও নিজের পুণ্যাভিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমরা "শুভস্থলী"-নামক স্থানে দেবগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছি, সেই দেবগৃহ-রক্ষক লাটদেশীয় ব্রাহ্মণ $ ও দেবপূজক প্রভৃতি

---

* বটব্যাল মহাশয় "জৈনন্যায়িকা" পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন।

† পরকর্ম্মকৃদ্বীপ burning ground of the village বলিয়া বটব্যাল মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

‡ সংজ্ঞা শব্দগুলির অর্থবোধ করা কঠিন। সংস্কৃত ভাষা-নিবদ্ধ তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইলেও, সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষার সুপরিচিত শব্দ বলিয়া বোধ হয় না। অনেক "দেশজ"-শব্দকেও সংস্কৃতের আবরণ প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যথা,—"খাটিকা"-শব্দ "খাড়ি" হইতে পারে।

§ "রাজনক"-শব্দটি "রাজন্যক"-শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়।

‖ এই সকল রাজপুরুষাদির রাজপদের ও রাজকার্য্যের বিবরণ যথাযথভাবে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা "উপসংহারে" উল্লিখিত হইবে।

¶ এই তাম্রশাসনে "যুবরাজ ত্রিভুবন পালের" নাম উল্লিখিত আছে। ইহা দেবপালদেবের নামান্তর কিনা, জানা যায় নাই। তজ্জন্য অনেকে অনুমান করিয়াছেন,—ধর্ম্মপালদেব বর্ত্তমান থাকিতেই, ত্রিভুবনপাল পরলোক গমন করায়, দেবপালদেব পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন! ইহার কোনরূপ প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

$ লাটদেশ বর্ত্তমানে গুজরাট নামে পরিচিত।

পাদমূল-সমেত * [তাহাতে] প্রতিষ্ঠাপিত ভগবন্নন্ন-নারায়ণ † দেবের পূজোপস্থানাদি কর্ম্মের ‡ জন্য তত্রত্য হট্টিকা ও তলপাটকসমেত চারিটি গ্রাম আপনি দান করুন।" তদনন্তর আমি, তদীয় বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, তলপাটক ও হট্টিকাসমেত উপরিলিখিত এই চারিটি গ্রাম স্বসীমা পর্য্যন্ত যথোদ্দেশে দশাপচারের § সহিত, কোন কর ধার্য্য না করিয়া, [অর্থাৎ বিনা করে] সকল উৎপাত দূর করিয়া, "ভূমিচ্ছিদ্র-ন্যায়ানুসারে" চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর অবস্থানকাল পর্য্যন্ত [নারায়ণ বর্ম্মা যেরূপভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন] সেইরূপেই প্রতিষ্ঠাপন করিলাম। আপনারা সকলেই ভূমির দানফলগৌরব ও তদপহরণে মহানরকপাতাদি ভয় [স্মরণ করিয়া] এই দান অনুমোদন করিয়া পরিপালন করিবেন। প্রতিবাসী ক্ষেত্রকর সকল [এই রাজ] আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, সমুচিত কর-পিণ্ডকাদি|| সর্ব্বপ্রকার প্রদেয় বস্তু [পূর্ব্বোক্ত দেবসেবার্থ] প্রদান করুক।

সগর প্রভৃতি বহু রাজগণ ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন; যখন যে রাজা ভূমির অধিপতি হন, তখন তাঁহারই ফল হয়॥ ১৪ ॥¶

ভূমিদানকর্ত্তা ষষ্টিসহস্র বৎসর স্বর্গভোগ করেন। দত্তভূমির হরণকারী ও হরণ বিষয়ের অনুমোদনকারী তৎ[পরিমিত]কাল পর্য্যন্ত নরকভোগ করেন॥ ১৫ ॥

যিনি স্বদত্ত অথবা পরদত্ত ভূমি হরণ করেন, তিনি পিতৃগণের সহিত, বিষ্ঠার কৃমি হইয়া, নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন॥ ১৬ ॥

লক্ষ্মী ও মনুষ্যজীবন পদ্ম (কমল) পত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল;—ইহা এবং পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল স্মরণ করিয়া, পরকীর্ত্তির বিলোপসাধন করা কোন পুরুষেরই কর্ত্তব্য নহে॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মী বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চলা, মনুষ্যশরীর দীপশিখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, সংসার দুঃখবহুল,

---

* পাদমূলিক-শব্দ পালি সাহিত্যে ভৃত্যকে সূচিত করে, এবং এখানেও পাদমূল-শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

† "নন্ন-নারায়ণ"—শব্দ নন্ননামক কোনও ব্যক্তির নামানুসারে নারায়ণের নাম-করণের পরিচয় প্রদান করিতে পারে। এরূপ প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। পুরাকালেও যে ইহা প্রচলিত ছিল, তাম্রশাসনাদিতে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। **Epigraphia Indica**, Vol. IV., p. 247, Note 6 দ্রষ্টব্য।

‡ পূজা এবং উপস্থান।

§ দশাপচার-পাঠ সংশয়হীন বলিয়া বোধ হয় না।

|| অধ্যাপক কিলহর্ণ এই অংশের অনুবাদে লিখিয়া গিয়াছেন—

"Should make over (*to the donee*) the customary taxes, means of subsistence, and all other kinds of revenue."

¶ "যাহার যাহার যেমন ভূমিদান, তাহার তাহার তেমনি ফল" বলিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় [১৩০৫ সালের দ্বিতীয় সংখ্যার ১৫৭ পৃষ্ঠায়] ব্যাখ্যা করিয়াছেন কেন, তাহা বোধগম্য হয় না। এরূপ ব্যাখ্যায়, এই শ্লোকটির তাম্রশাসনে উদ্ধৃত হইবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। ভবিষ্যৎ ভূপালবর্গ যাহাতে কীর্ত্তিনাশ না করেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; এবং প্রথম শ্লোকেই বলা হইয়াছে,—যিনি যখন ভূমির অধিপতি হইবেন, তিনি নিজে দান করেন নাই বলিয়া ইহা যেন নষ্ট না করেন; কারণ যিনিই দান করুন না কেন, যিনি যখন ভূমির অধিপতি থাকেন, তিনিই তখন তাহার পুণ্যফল লাভ করেন।

পরকীর্ত্তি নষ্টকারীর অযশঃ ও নিয়ত পরকীর্ত্তি রক্ষাকারীর যশঃ, চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত স্থায়ী—এই সকল কথা মনে করিয়া, ভবিষ্যৎ রাজগণ যাহা অভিরুচি হয় করিবেন; অধিক বাক্যব্যয়ে ফল নাই ॥ ১৮ ॥

অভিবর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্য-সংবৎসর ৩২, অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশ দিবসে ॥ *

ভোগটের পৌত্র, সুভটের পুত্র, গুণশালী তাতটকর্ত্তৃক ইহা উৎকীর্ণ হইল ॥ ১৯ ॥

---

* তারানাথের গ্রন্থে ধর্ম্ম-পালদেব দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিবার যে কিংবদন্তী উল্লিখিত আছে, ইহাতে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২৩ পৃষ্ঠা।

কেশব-প্রশস্তি।

কেশব-প্রশস্তি।

[মহাবোধি-লিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে বুদ্ধ গয়াধামের সুবিখ্যাত মহাবোধি-মন্দিরের দক্ষিণে [স্যর আলেক্‌জণ্ডার] কনিংহাম একখানি প্রস্তর-ফলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার বামভাগে একটি লিপি এবং দক্ষিণ ভাগে [তিনটি পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে] তিনটি শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। প্রস্তর-ফলকখানি কলিকাতার যাদুঘরে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং কনিংহামের "মহাবোধি" নামক গ্রন্থে* প্রস্তর-লিপির একটি প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছিল।

আবিষ্কার-কাহিনী।

এই প্রস্তর-লিপি আবিষ্কৃত হইবার পর, ইহার পাঠোদ্ধারের ভার ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনিও সোসাইটির পত্রিকায়† ইহার পাঠ ও ইংরাজি অনুবাদ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত করিতে অসমর্থ হইয়া, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল এই প্রস্তর-লিপির বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রকটিত করিয়া যাইতে পারেন নাই! প্রস্তরফলকে যে তিনটি শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহারও প্রকৃত পরিচয় বহুকাল অপরিজ্ঞাত ছিল।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

কলিকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনসমূহের পরিচয়-বিজ্ঞাপক বিবরণ-পুস্তকে‡ ডাক্তার আণ্ডারসন্ এই প্রস্তর-লিপিকে বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক সুবিখ্যাত "যে ধর্ম্মা" মন্ত্র, এবং শ্রীমূর্ত্তিত্রয়কে "বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, ইহার সহিত বৌদ্ধমতের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, এম-এ, এই প্রস্তর-লিপির পাঠ ও ব্যাখ্যা মুদ্রিত করিয়া,§ তৎপ্রতি পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রস্তর-লিপি এখনও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত হইতে পারে নাই।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

---

* **Cunningham's Mahabodhi**, pl. XXVIII, 3.

† **Proceedings** of the Asiatic Society of Bengal, 1880, p. 80.

‡ A slab with three Bodhisattvas, each in a recess, the right side of this rudely carved stone being occupied with the inscription beginning "ye dhamma", etc., in nine lines.—**Catalogue of the Archeological Collections** in the Indian Museum, Vol. II., p. 48.

§ **Journal and Proceedings** of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV (New Series), p. 101-102.

এই প্রস্তর-ফলকে ৯ পংক্তিতে [সংস্কৃত ভাষা-নিবদ্ধ] চতুঃশ্লোকাত্মক একটি সংক্ষিপ্ত লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহার দুই একটি অক্ষর অস্পষ্ট হইলেও, অধিকাংশ অক্ষর এখনও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। প্রস্তর-ফলকের দক্ষিণভাগে যে তিনটি প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার বাম প্রকোষ্ঠে বিষ্ণুমূর্ত্তি, দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে সূর্য্যমূর্ত্তি ; এবং মধ্যস্থলের প্রকোষ্ঠে আর একটি [অস্পষ্ট] শ্রীমূর্ত্তি ; তাহা [চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে] "হয়ত ভৈরব মূর্ত্তি।"* যে অক্ষরে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ধর্ম্মপালদেবের শাসন-সময়ের বঙ্গাক্ষর ; ধর্ম্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের অক্ষরের অনুরূপ।

লিপি-পরিচয়।

এই প্রস্তর-লিপিতে লিখিত আছে,—ধর্ম্মপালের রাজ্যাব্দের ষড়্বিংশতিতম বর্ষে [৭পংক্তি] ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শনিবারে [৮-৯ পংক্তি] উজ্জল নামক ভাস্করের পুত্র কেশব-[১-২ পংক্তি] কর্ত্তৃক একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেব [৩ পংক্তি] প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, এবং [তৎকাল-প্রচলিত "দ্রম্ম" নামক মুদ্রার] তিন সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে [৬ পংক্তি] একটি "অতি অগাধা" পুষ্করিণী খানিত হইয়াছিল। এই প্রস্তর-লিপিতে কবির বা শিল্পীর নাম উল্লিখিত নাই ; ইহাতে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য শিল্প-কৌশলেরও সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

লিপি-বিবরণ।

যে "রম্য" স্থানে এই প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, প্রস্তর-ফলকটি সেই স্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা বুদ্ধগয়াধামের "চম্পশায়তন" নামে [১ পংক্তিতে] উল্লিখিত। এই নামটি সংশয়হীন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক,—এই শিলালিপিতে জগদ্বিখ্যাত মহাবোধি নামক বৌদ্ধ-তীর্থক্ষেত্রে শৈব-মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য। ধর্ম্মপালদেবের শাসন-নীতির সকল বর্ণকেই [শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট] স্ব স্ব "স্বধর্ম্মে" প্রতিষ্ঠাপিত করিবার কথা তৎপুত্র দেবপালদেবের [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৫ শ্লোকে] উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মপালদেবের শাসন-সময়ে মহাবোধি নামক বৌদ্ধতীর্থক্ষেত্রে এই শৈব-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। এই প্রস্তর-লিপিতে "দ্রম্ম" নামক যে মুদ্রার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা যে এক শ্রেণীর রৌপ্য-মুদ্রা ছিল, বিগ্রহপালদেবের শাসন সময়ের "দ্রম্ম" নামক রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া, তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছে।† ধর্ম্মপালদেবের শাসন-সময়েও "দ্রম্ম" প্রচলিত ছিল,—এই প্রস্তরলিপিই তাহার প্রমাণ। "দ্রম্ম" শব্দ-অমরকোষে দেখিতে পাওয়া যায় না ; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দ

ঐতিহাসিক তথ্য।

---

* "The figure in the middle is probably that of Bhairava."

† বিগ্রহপালদেবের দুইটি "দ্রম্ম" শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, লেখককে প্রদান করিয়াছিলেন। একটি মালদহের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে এবং একটি লেখকের নিকটে আছে।

একেবারে অপরিচিত নহে। ভাস্করাচার্য্যের * [লীলাবতী] গ্রন্থে ইহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

"বরাটকানাং দশকদ্বয়ং যত্ সা কাকিণী তা স্ব পণ স্বতস্র: ।
তে ষোড়শ দ্রম্ম ইহাবগম্যো দ্রম্মৈ স্তথা ষোড়শভিশ্চ নিষ্ক: ॥"

ইহা মুদ্রা-বিজ্ঞাপক পারিভাষিক শব্দ। কুড়ি কড়ায় এক "কাকিণী", চারি কাকিণীতে এক "পণ", ষোল পণে এক "দ্রম্ম", এবং ষোল দ্রম্মে এক "নিষ্ক",—এইরূপ নির্দ্দেশ অনুসারে বুঝিতে পারা যায়,—পাঁচ গণ্ডায় এক "পয়সা", চারি পয়সায় এক "আনা", ষোল আনায় এক "টাকা", এবং ষোল টাকায় এক "মোহর" নিতান্ত আধুনিক গণনা-রীতির পরিচয় প্রদান করে না। এই প্রস্তর-লিপির "মহাদেব শ্চতুর্ম্মুখ" আর একটি ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই মহাদেব লিঙ্গমূর্ত্তিবিশিষ্ট ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। বরেন্দ্র-মণ্ডলের নানাস্থানে "চতুর্ম্মুখ" শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীধামেও এরূপ শিবলিঙ্গের অসদ্ভাব নাই। এক্ষণে ইহার প্রতিষ্ঠা-প্রথা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। মহাদেব "পঞ্চমুখ", এবং ব্রহ্মা "চতুর্ম্মুখ" বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কোন্ সময়ে "চতুর্ম্মুখ" মহাদেবের প্রতিষ্ঠা-প্রথা কি কারণে প্রচলিত হইয়া, আবার কোন্ সময় হইতে কি কারণে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে নাই। কিন্তু "চতুর্ম্মুখ" শিবলিঙ্গ নিতান্ত আধুনিক বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কারণ, মহাভারতেও [অনুশাসনপর্ব্ব ১৭।৭৬] ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"চতুর্ম্মুখো মহালিঙ্গ শ্চারুলিঙ্গ স্তথৈব চ ॥"

প্রশস্তি-পাঠ।

ওঁ

১ চম্প (ম্পে) শায়তনে রম্যে উজ্জ্বলস্য শিলাভিদ:। কে-

২ শবাখ্যেন পুত্রেণ মহাদেব শ্চতুর্ম্মুখ: ॥ ১ ॥ স্থাপিতানা-

৩ মেব মল্লানাং মহাবোধি-নিবাসিনাং। স্নাতক-

---

* "গণক-তরঙ্গিণী" গ্রন্থে "রসগুণপূর্ণমহীসমশকনৃপ..." [১০৩৬ শক-১১১৪ খৃষ্টাব্দ] বলিয়া ভাস্করাচার্য্যের জন্মকাল উল্লিখিত হইয়াছে। তখনও "দ্রম্ম" নামক মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

(১) সকল শ্লোকই অনুষ্টুভ্। প্রথম শ্লোকের "চম্পশায়তনে" পাঠ চম্পেশ+আয়তন বলিয়া বোধ হয়।

(২) 'স্নাতক×প্রশ্রয়াস্ত্র' পাঠের অর্থ বোধগম্য হয় না।

৪ ম্মজয়াস্তু(?) শ্রেয়সে প্রতিষ্ঠাপিতঃ [॥] ২ ॥

পুষ্করি-

৫ ণ্যতগাধা চ পূতা বিষ্ণুপদীসমা।

ত্রিতয়ে-

৬ ন সহস্রেণ দ্রম্মাণাং খানিতা সতাং ॥ ৩ ॥

৭ ষড়্বিংশতিতমে বর্ষে ধর্ম্মপালে মহীভুজি [।]

৮ ভাদ্রবহুলপঞ্চম্যাং সূনৌ ভাস্ক-

৯ রস্যাহনি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

(১)

সুরম্য চম্পেশ* নামক "আয়তনে" [শিলাভিৎ] উজ্জ্বল নামক ভাস্করের কেশব নামক পুত্র কর্ত্তৃক চতুর্ম্মুখ মহাদেব,—

(২)

মহাবোধি-নিবাসী শ্রেষ্ঠ মল্লগণের† স্নাতক...মঙ্গলার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩)

সাধুগণের [মঙ্গলার্থে] তিন সহস্র দ্রম্ম [মুদ্রা] ব্যয়ে [উক্ত কেশব নামক ব্যক্তি কর্ত্তৃক] সুপবিত্রা গঙ্গাতুল্যা‡ একটি অতি সুগভীরা [অগাধা] পুষ্করিণীও খানিত হইয়াছে।

(৪)

ধর্ম্মপাল নামক মহীপতির রাজ্যাঙ্কের ষড়্বিংশতিতমবর্ষে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শনিবারে [এই পুণ্যকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।]

---

* প্রস্তর-লিপিতে "চম্পশায়তনে" উৎকীর্ণ রহিয়াছে। "আয়তন"-শব্দ অমরকোষে [২;২।৭] "চৈত্যমায়তনং তুল্যে" বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাহা হইতে "আয়তন" শব্দ ক্রমে দেবমন্দিরও সূচিত করিয়াছে। এই শব্দ পৃথক করিয়া লইলে, "চম্পশ" শব্দের অর্থ হয় না; তাহাকে সংজ্ঞা শব্দরূপেই গ্রহণ করিতে হয়। "চম্পেশ" পাঠ অভিপ্রেত হইয়া থাকিলে, যে স্থানে চতুর্ম্মুখ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা "চম্পেশায়তন" নামে প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া, ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

† মল্লগণ বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপরিচিত।

‡ 'বিষ্ণুপদী' গঙ্গার একটি নাম বলিয়া অমরকোষে [১।১০।৩১] উল্লিখিত আছে।

দেবপালদেবের তাম্রশাসন।

[মুঙ্গের-লিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গের-নগরে কর্ণেল ওয়াট্সন্ কর্তৃক এই তাম্রপট্টলিপি আবিষ্কৃত হয়। তৎকালে এরূপ প্রাচীন লিপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের নিকট সুপরিচিত না থাকায়, ইহাতে এক নূতন কৌতূহল সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ইহা পালবংশীয় তৃতীয় নরপাল **দেবপাল দেবের** ভূমিদানপত্র; মুঙ্গের-নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, এক্ষণে "মুঙ্গের-লিপি" নামে সুধী-সমাজে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায়* [১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে] এই তাম্রপট্টলিপির একটি লিথোগ্রাফ মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে লিপিকর-প্রমাদের অভাব ছিল না। কিন্তু তাহাই এখন একমাত্র অবলম্বন। কারণ, মূল তাম্রপট্টখানি হারাইয়া গিয়াছে। কিরূপে কাহার নিকট হইতে হারাইয়া গেল, তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আবিষ্কার-কাহিনী।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ উইল্কিন্স্ এই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ মুদ্রিত হয় নাই। সুতরাং কিরূপ পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। এসিয়াটিক্ সোসাইটি যে লিথোগ্রাফটি মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তদবলম্বনে [অশেষ অধ্যবসায়-বলে] অধ্যাপক কিল্হর্ণ যে পাঠ উদ্ধৃত ও মুদ্রিত† করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখন এই প্রাচীন লিপির মূলানুগত প্রকৃত পাঠ বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহার জন্য অধ্যাপক কিল্হর্ণকে কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অন্যান্য প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার-সাধনে অধ্যাপক কিল্হর্ণ যেরূপ জগদ্বিখ্যাত খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গৃহীত পাঠ মূলানুগত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে।‡

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

---

* **Asiatic Researches**, Vol. I, pp. 123-130 and 142.

† **Indian Antiquary**, Vol. XXI, pp. 254—257.

‡ অধ্যাপক কিল্হর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন,—The only passages about which I am at all doubtful and in which the re-discovery of the plate may prove me to have gone wrong, are the words *Suvinayinám* in line 5, *Ráj-kuliya-samasta* in line 40, and *Kara-hiranya* in line 45. For the rest, my text will, I trust, speak for itself—**Indian Antiquary**, Vol. XXI, p. 253.

পাঠোদ্ধার করিয়া, চার্লস্ উইল্‌কিন্স্ তাহার মর্ম্ম ইংরাজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা সুপণ্ডিত স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের টিপ্পনীসহ সোসাইটির পত্রিকায় [১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে] মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু পাঠোদ্ধার-শৈথিল্যে এবং ব্যাখ্যা-বিভ্রাটে দেবপাল দেব [ধর্ম্মপালের ভ্রাতা] বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখনও অনেকের প্রবন্ধে ও গ্রন্থে এই ভ্রম সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ যেরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে দেবপালদেব এই তাম্রশাসনে আপনাকে ধর্ম্মপালদেবের পুত্র বলিয়াই [একাদশ শ্লোকে] আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এই পুরাতন লিপির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় নাই; কোন কোন গ্রন্থে এবং প্রবন্ধে এই লিপির মর্ম্মমাত্রই আলোচিত হইয়াছে।

ভ্রান্ত কাহিনী।

লিপি পরিচয়।

এই তাম্রশাসনখানি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। কিন্তু লিথোগ্রাফ করিবার সময়ে “যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং” করিতে গিয়া, লিপিকর অনেক স্থলেই সকল অক্ষর ও চিহ্ন যথাযথরূপে উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে লিপি-প্রমাদগুলি সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের নিকটে অক্লেশেই প্রতিভাত হয়। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ সে সকল স্থলে বিশুদ্ধ পাঠই উদ্ধৃত ও মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। তাম্রফলকখানির আয়তন কিরূপ ছিল, এখন আর তাহা জানিবার উপায় নাই। লিথোগ্রাফ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়,—ইহাতে একটি রাজমুদ্রা সংযুক্ত ছিল, এবং তন্মধ্যে “শ্রীদেবপালদেবস্য” এই কয়টি অক্ষর খোদিত ছিল। তাম্রপট্টের প্রথম পৃষ্ঠে ৩৩ পংক্তি এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি (সংস্কৃত ভাষানিবদ্ধ পদ্যগদ্যময়) লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

লিপি বিবরণ।

এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করাইয়া, “শ্রীমুদ্গগিরি-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার” [২৭-২৮ পংক্তি] হইতে, “পরমসৌগত-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মপালদেব-পাদানুধ্যাত” (২৮-২৯ পংক্তি) “পরমসৌগত-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ দেবপালদেব” (২৯ পংক্তি) ঔপমন্যব-গোত্রীয় আশ্বলায়ন-শাখার ব্রহ্মচারী বিশ্বরাতের পৌত্র, বরাহরাতের পুত্র, বীহেকরাত মিশ্রকে (৪২-৪৩ পংক্তি) শ্রীনগর-ভুক্তির অন্তঃপাতি ক্রিমিল-বিষয়ের অন্তর্গত মেষিকা গ্রাম ([illegible] পংক্তি) স্বকীয় বিজয়-রাজ্যের ৩৩ সংবৎসরে, ২১ মার্গ দিনে (৪৬ পংক্তি) দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনে কবির বা শিল্পীর নাম উল্লিখিত নাই। স্যার চার্লস্ উইল্‌কিন্স “মুদ্গগিরিকে” মুঙ্গের এবং “শ্রীনগরকে” পাটনা বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু “ক্রিমিল-বিষয়” এবং “মেষিকা” গ্রাম কোথায় ছিল, তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই।

প্রশস্তি-পাঠ।

১ ওঁ স্বস्ति ॥

सिद्धार्थस्य परा[र्थ]-सुस्थिर-

২ मतेः सन्मार्गमभ्यस्यतः

सिद्धिः सिद्धिम-

৩ नुत्तरा भगवत स्तस्य प्रजासु क्रियात्।

य स्त्रैधातुक-सत्व-सिद्धिपदवी रत्युग्र-वीर्य्योदया-

ज्जित्वा निर्वृति-

৪ माससाद सुगतः सर्व्वार्थ-भूमीश्वरः ॥ (১)

सौभाग्यन्दधदतुलं श्रियः सपत्न्या

गोपालः पति रभवद्वसु-

৫ न्धरायाः।

दृष्टान्ते [सुविनयिनां ?] सुराज्ञि यस्मिन्

श्रद्धेयाः पृथुसगरा [दयो] प्यभूवन् ॥ (২)

विजित्य येनाजलधे र्वसुन्ध-

৬ रां

विमोचिता मोघ-परिग्रहा इति।

सवाष्प मुद्वाष्प-विलोचनान् पुन-

र्व्वनेषु बन्धून् दद्द [शु] र्मतङ्गजाः ॥ (৩)

च-

৭ लत्स्वनन्तेषु बलेषु यस्य

विश्वम्भराया निचितं रजोभिः।

---

(১) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

(২) প্রহর্ষিণী। এই শ্লোকের "সুবিনয়িনা" শব্দটি যথাযথভাবে পঠিত হইয়াছে কিনা, তৎসম্বন্ধে অধ্যাপক কিলহর্ণ নিজেই সংশয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। লিখোগ্রাফে "সদিনলিনা" এইরূপ অক্ষর-বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক কিলহর্ণ তাহাকে "সুবিনয়িনা" বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

(৩) বংশস্থবিল।

पादप्रचार-क्षम मन्तरीक्षं
विहङ्गमानां सुचिरं बभूव ॥ (४)

८ शास्त्रार्थभाजा चलतोऽनुशास्य
वर्णान् प्रतिष्ठापयता स्वधर्म्मे।
श्रीधर्म्मपालेन सुतेन सोऽभूत्
स्वर्गस्थितानामनृणः

९ पितॄणाम् ॥ (५)
अचले रिव जङ्गमै र्यदीयै र्विचलद्भि र्द्विरदैः कदर्थ्यमाना।
निरुपप्लव मम्बरं प्रपेदे प्र-

१० रणं रेणुनिभेन भूतधात्री ॥ (৬)
केदारे विधिनोपयुक्त-पयसां गङ्गासमेताम्बुधौ
गोकर्णादिषु चाप्यनु-

११ ष्ठितवतां तीर्थेषु धर्म्म्याः क्रियाः।
भृत्यानां सुखमेव यस्य सकलानुद्धृत्य दुष्टानिमान्
लोकान् सा-

१२ धयतोनुषङ्ग-जनिता सिद्धिः परत्राप्यभूत् ॥ (৭)
तै स्तै र्दिग्विजयावसान-समये सम्प्रेषितानां परैः
स-

१३ त्कारै रपनीय खेदमखिलं स्वां स्वां गतानां भुवम्।
कृत्यम्भावयतां यदीय मुचितं प्रीत्या नृपाणा मभूत्
मो-

१४ त्कण्ठं हृदयं दिवश्च्युतवतां जातिस्मराणामिव ॥ (৮)
श्रीपरबलस्य दुहितुः क्षितिपतिना राष्ट्रकूट-तिलकस्य।

---

(৪) উপজাতি।

(৫) ইন্দ্রবজ্রা। লিথোগ্রাফে "অনুশাস্যং" আছে; অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ "অনুশাস্য" পাঠ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

(৬) ঔপচ্ছন্দসিক।

(৭) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

(৮) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। "তৈ স্তৈ" স্থলে, লিথোগ্রাফে "তৈ তৈ" আছে।

১৫ রণ্নাদেব্যাঃ পাণি র্জগৃহে গৃহমেধিনা তেন ॥ (৯)
ধৃততনু রিয়ং লক্ষ্মীঃ সাক্ষাৎ ক্ষিতি র্নু শরীরিণী
কিমবনিপতেঃ

১৬ कीर्त्ति मूर्त्ताऽथवा गृहदेवता।
इति विदधती शुद्धाचारा वितर्कवतीः प्रजाः
प्रकृति-गुरुभि र्या शुद्धान्तं गुणै-

১৭ रकरोदधः ॥ (১০)
श्लाघ्या पतिव्रतासौ मुक्ता-रत्नं समुद्र-शुक्तिरिव।
श्रीदेवपालदेवं प्रसन्न-वक्त्रं सुत मसूत ॥ (১১)

১৮ निर्म्मलो मनसि वाचि संयतः काय-कर्म्मणि च यः स्थितः शुचौ।
राज्य माप निरुपप्लवं पितु र्बोधिसत्त्व इव

১৯ सौगतं पदम् ॥ (১২)
भ्राम्यद्भि र्विजय-क्रमेण करिभि [: स्वा] मेव विन्ध्याटवी-
मुद्दाम-प्लवमान-वाष्पपयसो दृष्टाः पुन र्बान्ध-

২০ वाः।
काम्बोजेषु च यस्य वाजि-युवभि र्ध्वस्तान्य-राजौजसो
हेषामिश्रित-हारि-हेषितरवाः कान्ता श्चिरं वीक्षिताः ॥ (১৩)

২১ यः पूर्व्वं बलिना कृतः कृत-युगे येनागमद्भार्गव-
स्त्रेतायां प्रहृतः प्रिय-प्रणयिना कर्णेन यो द्वापरे।
विच्छिन्नः कलि-

২২ ना शक-द्विषि गते कालेन लोकान्तरं
येन त्यागपथः स एव हि पुन र्विस्पष्ट मुन्मीलितः ॥ (১৪)

---

(৯) আর্য্যা।
(১০) হরিণী।
(১১) আর্য্যা।
(১২) রথোদ্ধতা।
(১৩) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।
(১৪) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

आ-गङ्गागम-महितात्-

२३ सपत्न-शून्या-

मासेतोः प्रथित-दशास्यकेतु-कीर्त्तेः।

उर्व्वी मावरुण-निके[त]नाच्च सिन्धो-

रालक्ष्मी-कुलभवनाच्च यो

२४ बुभोज ॥ (১৫)

स खलु भागीरथी-पथ-प्रवर्त्तमान-नानाविध-नौवाटक-सम्पादित-

सेतुबन्ध[नि]हित-शैलशिखर-श्रे-

२५ णी-विभ्रमात् निरतिशय-घन-घनाघन-घटा(टा)-श्यामायमान-

वासरलक्ष्मी-समारब्ध-सन्तत-जलदसमय-स-

२६ न्देहात्। उदीचीनानेक-नरपति-प्राभृतीकृता-प्रमेय-हय-

वाहिनी-खरखुरोत्खात-धूलीधूसरित-दि-

२७ गन्तरालात्। परमेश्वर-सेवा-समायाता-शेष-जम्बूद्वीप-भूपाल-*

पादात-भर-नमदवनेः। श्रीमुद्गगिरि-समावा-

२८ सित-श्रीमज्जयस्कन्धावारात् परमसौगत-परमेश्वर-परम-

भट्टारक-महाराजाधिराज-श्रीधर्म्मपालदेव-

२९ पादानुध्यातः परमसौगतः परमेश्वर[:] परम भट्टारको

महाराजाधिराजः श्रीमान् देवपालदेव [:] कुशली

३० श्रीनगरभुक्तौ क्रिमिला-विषयान्तःपाति स्वसम्बन्धाविच्छिन्न-

तलोपेत-मेषिका-ग्रामे समुपगता-

३१ न् सर्व्वानेव राणक। राजपुत्र। अमात्य। महाकार्त्ताकृ-तिक।

महादण्डनायक। महाप्रतीहार। महासा-

---

(১৪) রথোদ্ধতা। "নিকেতনাচ্চ" পাঠ লিথোগ্রাফে নাই; অধ্যাপক কিলহর্ণ তাহার সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

* ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে "ভূপাল" শব্দের পর "অনন্ত" শব্দটি সংযুক্ত ছিল; এখানে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৩২ মন্ত। মহাদীঃসাধ। সাধনিক। মহাকুমারামাত্য। প্রমাতৃ।
মরভঙ্ক। রাজস্থানীয়। উপরিক। দাশা-

৩৩ পরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিক। দাণ্ডপাশিক। শৌল্কিক।
গৌল্মিক। [ক্ষে]ত্রপ। প্রান্তপাল। কোট্টপাল [।]

৩৪ খণ্ডর[ক্ষ]। তদায়ুক্তক। বিনিযুক্তক। হস্ত্যশ্বোষ্ট্র[ব]ল-
ব্যাপৃতক[।]কিশোর-ব[ড]বা গোমহিষাজাবিকাধ্যক্ষ।
দূতপ্রৈষণি-

৩৫ ক। গমাগমিক। অভিত্বরমাণ। বিষয়পতি। তরপতি। তরিক
গৌড়-মালব-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লা[টচা]ট-ভাট-

৩৬ সেবকাদীন্ অন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্ স্বপাদপদ্মোপজীবিনঃ
প্রতিবাসিনশ্চ ব্রাহ্মণোত্তরান্ মহত্তর-কুটুম্বি-পুরোগমেদা-

৩৭ ন্ধ্রক-চণ্ডাল-পর্য্যন্তান্ [স-] মাজ্ঞাপয়তি। বিদিতম-

৩৮ স্তু ভবতাং যথোপরিলিখিত-মেষিকাগ্রামঃ স্বসী-

৩৯ মা-তৃণয়ূতি-গোচরপর্য্যন্তঃ সতলঃ সোদ্দেশঃ সাম্রমধূকঃ
সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ সতৃণঃ সোপরিকরঃ সদশা-

৪০ পরাধঃ(?) সচৌরোদ্ধরণঃ পরিহৃত-সর্ব্বপীড়ঃ। অচাটভট-
প্রবেশোঽকিঞ্চিৎ-প্রগ্রাহ্যো রাজকুলীয়-[সমস্ত]-প্রত্যায়সমে-

৪১ তো ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েনাচন্দ্রার্ক-ক্ষিতি-সমকালঃ পূর্ব্বদত্ত-
ভুক্ত-ভুজ্যমান-দেবব্রহ্ম-দেয়বর্জিতো ময়া মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পু-

৪২ ণ্য-যশোভিবৃদ্ধয়ে বেদার্থবিদো যজ্বনো ভট্টবিশ্বরাতস্য
পৌত্রায় বিদ্যাবদাত-চেতসো ভট্ট-শ্রীবরাহরাতস্য পুত্রায়।

৪৩ পদবাক্য-প্রমাণ-বিদ্যা-পারঙ্গতায়। ঔপমন্যব-সগোত্রায়।
আশ্বায়ন সব্রহ্মচারিণে ভট্টপ্রবর-বী[হে] করাত-মিশ্রায়

৪৪ শাসনীকৃত্য প্রতিপাদিতঃ [।] যতো ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈ রেব
ভূমে র্দানফল-গৌরবাদপহরণে মহানরকপাত-ভয়াচ্চ দানমি-

৪৫ দমনুমোদ্য পালনীয়ম্ প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈ শ্চাজ্ঞা-
শ্রবণ-বিধেয়ৈর্ভূত্বা সমু[চি]ত[করহিরণ্য]া-দেয়াদি-সর্ব্ব-
প্রত্যায়োপন-

৪৬ यः कार्य्य इति [।] सम्वत् ३३ मार्ग-दिने २१।

तथा च धर्म्मानुशासन-श्लोकाः।

सर्व्वानेतान् भाविनः पार्थिवेन्द्रान्

৪৭ भूयोभूयः प्रार्थयत्येष रामः।

सामान्योयं धर्म्मसेतु र्नृपाणां

काले काले पालनीयः क्रमेण ॥

बहुभि र्वसुधा

৪৮ दत्ता राजभिः सगरादिभिः [।]

यस्य यस्य यदा भूमिः तस्य तस्य तदा फलं ॥

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसु-

৪৯ न्धराम् [।]

स विष्ठायां कृमि र्भूत्वा पितृभिः सह पच्यते [॥]

इति कमलदलाम्बु-विन्दुलोलां

श्रियमनुचिन्त्य मनुष्य-

৫০ जीवितञ्च।

सकलमिदमुदाहृतञ्च वुद्ध्वा

न हि पुरुषैः परकीर्त्तयो विलोप्या[ः] ॥

श्रेयोविधावुभय [व]ंश-वि-

৫১ शुद्धिभाजं

राजाकरोदधिगतात्मगुणं गुणज्ञः।

आत्मानुरूप-चरितं स्थिरयौवराज्यं

श्रीराज्यपाल मि-

৫২ ह दूतक मात्मपुत्रं ॥*॥

---

* এই শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়,—"গুণজ্ঞ রাজা [শ্রীদেবপালদেব] মাতাপিতা উভয় বংশের বিশুদ্ধিভাক্ আত্মানুরূপ-গুণসম্পন্ন ও চরিত্রবান্ যৌবরাজ্যাভিষিক্ত আত্মপুত্র শ্রীরাজ্যপালকে [ইহ] এই তাম্রশাসনের দূতক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" কিন্তু দেবপালের দেহাবসানের পর, রাজ্যপাল নামধেয় কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ না পাইয়া, সুধীগণ স্থির করিয়াছেন,—পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই, রাজ্যপাল পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন। প্রকৃত পক্ষে, যুবরাজ রাজ্যপালই সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, প্রথম বিগ্রহপাল নাম ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা সহজ।

বঙ্গানুবাদ।

ওঁ স্বস্তি ॥

(১)

যে সর্ব্বার্থভূমীশ্বর সুগত [বুদ্ধদেব] প্রবল [অধ্যাত্ম] শক্তিসমূহের আবির্ভাব-প্রভাবে ত্রিলোকনিবাসী* প্রাণিবর্গের [সুপরিচিত] সিদ্ধিপথ অতিক্রম করিয়া [নির্বৃতি] নির্ব্বাণ-লোক লাভ করিয়াছিলেন, সেই পরপ্রয়োজন-সম্পাদন-স্থিরচেতা সৎপথ-প্রবর্ত্তক ভগবান্ সিদ্ধার্থদেবের সিদ্ধি প্রজাবর্গের সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিবিধান করুক্। †

(২)

অনুপম সৌভাগ্যশালী গোপাল [দেব] লক্ষ্মীর সপত্নী পৃথিবী [দেবীর] পতি হইয়াছিলেন, বিনয়িবর্গের দৃষ্টান্তস্থল সেই রাজার শাসন-সময়ে পৃথু সগর প্রভৃতি [পুরাণ-প্রসিদ্ধ] নৃপতিবৃন্দ শ্রদ্ধেয় [বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি] বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ‡

(৩)

তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিবার পর, আর [যুদ্ধোদ্যমের] প্রয়োজন নাই বলিয়া, মদমত্ত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিলে, তাহারা স্বাধীনভাবে বনগমন করিয়া, আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচনে আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচন বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল।

---

* বৌদ্ধমতে লোকত্রয়ের নাম কামধাতু, রূপধাতু ও অরূপধাতু ;—তদূর্দ্ধে নির্ব্বাণ-লোক। তজ্জন্য এই শ্লোকে ত্রৈলোক্য-শব্দের পরিবর্ত্তে "ত্রৈধাতুক" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাক্তার ওয়াডেল্ তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে [**Buddhism of Tibet** pp. 84-85] এই ত্রিলোক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"The Buddhists divide every universe into three regions,in imitation, apparently, of the Brahmanic *Bhuvana-traya*, substituting for the *physical* categories (*Bhu* earth, *Bhuva* heaven, and *Svar* space) of the Brahmans, *ethical* categories of Desire (*Káma*), Form (*Rupa*), and Form-lessness (*Arupa*) which collectively are known as the "Three Regions".
এই ত্রিলোক "ত্রিধাতু"-নামে কথিত। তন্মধ্যে কাম-লোক [কামধাতু] সর্ব্বনিম্নে অধিষ্ঠিত ; এবং পৃথিবী ও ছয়টি দেব-লোক তাহার অন্তর্গত। ইহার উপরে ব্রহ্মলোক, তাহার নাম "রূপধাতু" ;—তাহা চারিটি ধ্যান-লোকে বিভক্ত ; এবং তাহাই ষোড়শ ব্রহ্ম-লোক নামে কথিত। নির্ব্বাণ-লোকের নিম্নে এবং পূর্ব্বোক্ত লোকদ্বয়ের ঊর্দ্ধে "অরূপধাতু" নামক চারিটি সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্ম-লোক। প্রবল অধ্যাত্মশক্তি সমূহের আবির্ভাব-প্রভাবে শাক্যসিংহ এই ত্রিলোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিত নির্ব্বাণ-লোক অধিকার করিয়াছিলেন।

† অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ এই শ্লোকের দুইটি অর্থের সন্ধান করিয়া, রাজার পক্ষেও একটি অর্থ প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে লিখিয়া গিয়াছেন,—Like the verses at the commencement of the Dinájpur, Bhágulpur and A´mgáchi plates, this verse is applicable both to the founder of the Buddhist religion *Sidhártha, Sugata, Sarvárthasiddha*) and the king, in this case Devapáladeva, who issued this grant. এই শ্লোকটি সুকৌশলে রচিত ও শ্লেষাত্মক। ইহাতে বৌদ্ধমতের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

‡ পৃথু, সগর প্রভৃতি পুরাণ-প্রসিদ্ধ নরপালগণের যে সকল অলৌকিক গুণাবলী চিরপরিচিত, তাহা কাল্প-

(৪)

তাঁহার অসংখ্য সেনাদল [যুদ্ধার্থ] প্রচলিত হইলে, সেনাপদাঘাতোত্থিত ধূলিপটলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, গগনমণ্ডল দীর্ঘকালের জন্য বিহঙ্গমগণের [বিচরণোপযোগী] পদ-প্রচারক্ষম [অবস্থা-প্রাপ্ত] হইত [বলিয়া প্রতিভাত হইত]।*

(৫)

যে রাজা শাস্ত্রার্থের অনুবর্ত্তী শাসনকৌশলে [শাস্ত্রশাসন হইতে] বিচলিত [ব্রাহ্মণাদি] বর্ণসমূহকে স্ব স্ব [শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট] ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপাল নামক সেই রাজাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া, গোপালদেব পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

(৬)

তাঁহার রণকুঞ্জরগণ যখন গতিশীল পর্ব্বতমালার ন্যায় [যুদ্ধার্থ] প্রচলিত হইত, তখন তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ধরণী যেন ধূলিরূপ ধারণ করিয়া, [আশ্রয় লাভের আশায়] নিরুপদ্রব আকাশ-মণ্ডলের শরণাপন্ন হইত।

(৭)

দিগ্বিজয়-প্রবৃত্ত সেই নরপতির ভৃত্যবর্গ কেদার-তীর্থে † যথাবিধি জলক্রিয়া [স্নান-তর্পনাদি] সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে তথা গোকর্ণ ‡ প্রভৃতি তীর্থেও ধর্ম্মাকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; এইরূপে এই রাজার দুষ্টদলন-শিষ্টপালন-বিষয়ক আনুসঙ্গিক সঙ্গিও ভৃত্যবর্গের পারলৌকিক সিদ্ধিলাভের হেতুভূত হইয়াছিল।

(৮)

সেই নরপতি, দিগ্বিজয়-ব্যাপারের অবসানে, [তৎকাল-প্রসিদ্ধ] উৎকৃষ্ট পুরস্কার [বিতরণের] দ্বারা [পরাজিত] ভূপালবৃন্দের [পরাজয়-জনিত] চিত্তক্ষোভ বিদূরিত করিয়া, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব

নিক বলিয়া মনে হইত। গোপালদেবকে দেখিয়া লোকের সংশয় বিদূরিত হইয়াছিল,—পৃথু সগরাদিও যে সত্য সত্যই তদ্রূপ গুণশালী ছিলেন, গোপালদেবের গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া লোকে তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিল। সমসাময়িক প্রকৃতিপুঞ্জ "মাৎস্য ন্যায়" বিদূরিত করিবার আশায়, কিরূপ ব্যক্তিকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল, এই বর্ণনায় তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* নিরন্তর যুদ্ধযাত্রায় নিরন্তর ধূলিপটল ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইত বলিয়া, ভূপতিত হইবার অবসর না পাইয়া, এমন জমাট বাঁধিয়া থাকিত যে তাহার উপর পক্ষিগণ পদভরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে পারিত।

† হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী কেদার-তীর্থ ভিন্ন, এই নামের আর কোনও তীর্থের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়া, এতদ্দ্বারা দিগ্বিজয়ের উত্তরসীমা সূচিত হইয়াছে।

‡ গোকর্ণ বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ তদ্দেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—It is even now a place of pilgrimage frequented by Hindu devotees from all parts of India, এতদ্দ্বারা দিগ্বিজয়ের পশ্চিমসীমা সূচিত হইয়াছে।

ভবনে গমন করিবার জন্য অনুজ্ঞা-প্রচার করিলে, ভূপালবৃন্দ স্ব স্ব রাজ্য [পুনঃ] প্রাপ্ত হইয়া, যে সময়ে [রাজাধিরাজের] সমুচিত কার্য্যকলাপের চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়, পুণ্য-ক্ষয়ে স্বর্গভ্রষ্ট জাতিস্মর মানবের হৃদয়ের ন্যায়, প্রীতিভরে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিত।*

(৯)

গার্হস্থ্য-ধর্ম্মাবলম্বী সেই নরপাল রাষ্ট্রকূটরাজ্য-ভূষণ শ্রীপরবল নামক নরপালের কন্যা রণ্ণা-দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১০)

সেই রাজ্ঞী স্বভাবগম্ভীর গুণরাশির আতিশয্যে অন্তঃপুরকে [অন্তঃপুরবাসি-মহিলাবৃন্দকে] পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই পবিত্রাচারসম্পন্না রাজ্ঞী তাঁহার প্রজাবর্গের মনে বিতর্কের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন বলিয়া তাহারা মনে করিত,—ইনি মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী, অথবা শরীরধারিণী পৃথিবী দেবী, অথবা [রাজার] মূর্ত্তিমতী কীর্ত্তি, অথবা রাজগৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা!

(১১)

সমুদ্রের শুক্তি যেমন মুক্তারত্ন প্রসব করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রশংসনীয়া পতিব্রতা সেই রণ্ণাদেবীও প্রসন্নবদন **দেবপালদেবকে** প্রসব করিয়াছিলেন।

(১২)

নির্ম্মলচেতা সংযতবাক্ পবিত্র-কায়-কর্ম্ম-নিরত বোধিসত্ত্ব যেমন নিরুপদ্রব বুদ্ধপদ লাভ করেন, নির্ম্মলচেতা সংযতবাক্ পবিত্র-কায়-কর্ম্ম-নিরত দেবপালদেবও সেইরূপ নিরুপদ্রব পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।†

(১৩)

অপর [প্রতিকূলাচরণপরায়ণ] নৃপতিবৃন্দের গর্ব্বখর্ব্বকারক সেই রাজার দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে

---

* এই শ্লোকে রাজকবি কৌশলক্রমে ধর্ম্মপালের রাজনীতি কিরূপ ছিল, তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

† ধর্ম্মপালের সুদীর্ঘ শাসনকালে তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য সকল সময়ে সম্যক্ নিরুপদ্রব ছিল বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই শ্লোকের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, তাঁহার দেহাবসান-সময়ে রাজ্যমধ্যে কোনরূপ উপদ্রব বর্ত্তমান ছিল না। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর, দেবপালদেবকেও অনেক যুদ্ধ-কলহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। তাহার কথা এই তাম্রশাসনে এবং ভট্টগুরবের গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে উল্লিখিত আছে। সুতরাং এই শ্লোকে কেবল সিংহাসনারোহণকালের কথাই বিবৃত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

রণকুঞ্জরগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যগিরিতে * উপনীত হইয়া, আনন্দাশ্রু-প্রবাহ-প্লাবিত বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল ; এবং যুবক অশ্বগণও কাম্বোজ দেশে উপনীত হইয়া দীর্ঘকালের পর স্বকীয়-হর্ষসম্ভূত-হ্রেষারবমিশ্রিত-হ্রেষারবকারী প্রিয়তমাবৃন্দের দর্শন লাভ করিয়াছিল।

(১৪)

সত্য যুগে যে দানপথ বলিরাজা কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ত্রেতাযুগে যে দানপথে ভার্গব অগ্রসর হইয়াছিলেন, দ্বাপরে কর্ণ যাহার অনুসরণ করিতেন, † কালক্রমে বিক্রমাদিত্যের ‡ তিরোভাবে যে দানপথ কলি-তাড়নে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এই রাজা কর্তৃক সেই [পুরাতন] দানপথ পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৫)

একদিকে হিমালয়, অপরদিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ,—একদিকে বরুণ-নিকেতন অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন [ক্ষীরোদ-সমুদ্র,]—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল সেই রাজা নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছেন।

---

* বিন্ধ্যগিরি এক সময়ে গজেন্দ্রগণের বিহার-ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। চাঁদকবির "পৃথ্বীরাজ রাসো" গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "ঐতিহাসিক চিত্রের" প্রথম পর্য্যায়ের প্রথম বর্ষের পত্রিকার ১৩১ পৃষ্ঠায় অনুবাদ সহ এতদ্বিষয়ক চাঁদকবির শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

† পৌরাণিক আখ্যানগুলি সূচিত হইয়াছে। ভার্গবের [পরশুরামের] দানশীলতার উল্লেখ করিতে গিয়া, মহাকবি ভবভূতি "মহাবীর চরিতে" [দ্বিতীয় অঙ্কে] তাহাকে অলৌকিক বলিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন,—

"উৎপত্তির্জমদগ্নিতঃ স ভগবান্ দেবঃ পিনাকী গুরুঃ
বীর্য্যং যত্তু ন তদ্গিরাং পথি ননু ব্যক্তং হি তৎ কর্ম্মভিঃ।
ত্যাগঃ সপ্ত-সমুদ্র-মুদ্রিত-মহী-নির্ব্যাজ-দানাবধিঃ
সত্যব্রহ্ম তপোনিধে র্ভগবতঃ কিং বা ন লোকোত্তরম্ ॥"

‡ মূল শ্লোকে বিক্রমাদিত্যের নাম নাই,—"শকদ্বিষ" বলিয়া পরিচয় আছে।

৪৫ পৃষ্ঠা]

ঘোষরাঁবা-লিপি।

বীরদেব-প্রশস্তি।

[ঘোষরাবাঁ-লিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে কাপ্তেন কিট্টো বিহার নগরের ৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে [ঘোষরাবাঁ নামক গ্রামে] এই প্রস্তর-লিপিটি প্রাপ্ত হইয়া, লিপির নিম্নে [ইংরাজি ভাষায়] তাহার আবিষ্কার-কাহিনী উৎকীর্ণ করাইয়া দিয়াছিলেন।* এক্ষণে ইংরাজি অক্ষরগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তথাপি কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বীরদেব নামক জনৈক বৌদ্ধ যতির প্রশস্তি;—ঘোষরাবাঁ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, "ঘোষরাবাঁ-লিপি" নামে পরিচিত। ইহার সহিত ইতিহাসের নানারূপ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকায়, ইহা বহুবার মুদ্রিত ও আলোচিত হইয়াছে।

আবিষ্কার-কাহিনী।

প্রথমে ডাক্তার ব্যালান্টাইন্ এই প্রস্তর-লিপির পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ এবং কাপ্তেন কিট্টোর এবং লেড্‌লে সাহেবের বিবিধ মন্তব্য এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় † প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে [জেনারেল্] কনিংহাম একাধিকবার এই শিলা-লিপির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ‡ এক্ষণে অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত § পাঠই ইহার প্রকৃত পাঠ বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছে। কিন্তু এই লিপি এখনও বঙ্গ-সাহিত্যে যথাযোগ্যভাবে আলোচিত হয় নাই। ইহার সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায়, ইহা "লেখমালার" অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

ডাক্তার ব্যালান্টাইন্‌ই সর্ব্ব প্রথমে এই প্রস্তর-লিপির ব্যাখ্যা-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে, এই সকল কথার কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া, ব্রোড্‌লে সাহেব ইহাকে একখানি নবাবিষ্কৃত প্রস্তর-লিপিরূপে [ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল ও ডাক্তার ভাণ্ডারকার-কৃত দুইটি ব্যাখ্যা সহ] সোসাইটির পত্রিকায় ¶ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহা একটি বৌদ্ধ-লিপি। দেবপালদেবের শাসন-সময়ে বৌদ্ধ-শিক্ষার অবস্থা

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

---

* ইংরাজি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপিটি এইরূপ ছিল—"Recovered and placed here by Captain M. Kittoe on part of Government, March 30, A. D. 1848."

† **J. A. S. B.**, Vol. XVII, Part 1, pp. 492-501.

‡ **Archeological Survey Reports** Vol. I. p. 38; vol. III, p. 120; and **Ancient Geography of India,** Vol. I. p. 44.

§ **Indian Antiquary** Vol. XVII. pp. 307-312.

¶ **J. A. S. B.** Vol. XII. pp. 268-274.

কিরূপ ছিল, ইহাতে তাহার কিছু কিছু পরিচয় লাভের সম্ভাবনা আছে। তজ্জন্য ইহা সমাদর লাভের যোগ্য।

এই শিলা-লিপির পংক্তি-সংখ্যা ১৯; তাহাতে সংস্কৃত ভাষা-নিবদ্ধ ১৬টি শ্লোক উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহা প্রস্তর-ফলকের ১ ফুট ১১ ইঞ্চ × ১ ফুট ২ ইঞ্চ পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। অক্ষরগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট হইলেও, অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

লিপি-পরিচয়।

লিপিটি যে বহুযত্নে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। ইহা বিহার-প্রদেশে উৎকীর্ণ হইলেও, অক্ষরগুলির মধ্যে অনেক প্রাচীন বঙ্গাক্ষর বর্ত্তমান আছে। এক সময়ে এই অক্ষর যে বঙ্গদেশের চতুঃসীমার বাহিরেও ব্যবহৃত হইত, ইহাতে তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। এই লিপিকে পাল-সাম্রাজ্যের প্রথম শতাব্দীর শেষভাগের উত্তর ভারতীয় লিপির আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ইহাতে [১৪ পংক্তিতে] একটি বজ্রাসন-প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত আছে। প্রতিষ্ঠাতার নাম বীরদেব। তাঁহারই জীবন-কাহিনীর বর্ণনা করিতে গিয়া, কবি প্রসঙ্গক্রমে নানা ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য তথ্যগুলি এই ;—

লিপি-বিবরণ।

(১) ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব (জালালাবাদ-উপত্যকার) নগরহার নামক স্থানের ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (২) তিনি বেদাদিশাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছিলেন; বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া [অধ্যয়নার্থ] কণিষ্ক-বিহারে গমন করিয়াছিলেন। (৩) তথায় সর্ব্বজ্ঞশান্তি নামক আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া এবং বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইয়া, বীরদেব (বুদ্ধগয়াধামের) মহাবোধি দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে, প্রাচ্য-ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। (৪) তথায় দীর্ঘকাল যশোবর্ম্মপুর নামক [তৎকাল-প্রসিদ্ধ] বৌদ্ধ-বিহারে অবস্থিতি করিয়া, তিনি দেবপাল নামক ভুবনপালের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৫) এই বৌদ্ধযতি দুইটি চৈত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রশস্তিতে কবির বা শিল্পীর পরিচয় উল্লিখিত নাই। প্রস্তর-ফলকটি এক্ষণে বিহার-নগরের যাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে।

প্রশস্তি-পাঠ।

ওঁ

১ শ্রীমানসৌ জয়তি সত্ত্বহিত-প্রবৃত্ত-
সম্যানসাধিগত-তত্ত্বনয়ো মুনীন্দ্রঃ।
ক্লেশাত্মনাং দুরিত-নক্র-দুরাসদান্তঃ

संसार-सागर-समुत्त-

रणैकसेतुः ॥ (১)

২ यस्यास्मद् गुरवो बभूव् रबलाः सभूय इन्दूं मनः

का लज्जा यदि केवलो न बलवानस्मि त्रिलोकप्रभो।

इत्यालोचयतं-

३ व मानसभुवा यो दूरतो वर्ज्जितः

श्रीमान् विश्व मयीष मेतदवताबोधी स वज्रासनः ॥ (২)

अस्त्युत्तरापथ-विभूषण-भूतभूमि-

र्ग्रामोत्तमो न-

४ गरहार इति प्रतीतः।

तत्र द्विजाति रुदितोदित-वंशजन्मा

नाम्नेन्द्रगुप्त इति राजसखो बभूव ॥ (৩)

रज्जकया द्विजवरः स गुणो गृ-

५ हिण्या

युक्तो रराज कलया[ऽ]मलया यथेन्दुः।

लोकः पतिव्रतकथा-परिभावनासु

संकीर्त्तनं प्रथममेव करोति यस्याः ॥ (৪)

ताभ्यामजा-

६ यत सुतः सुतरां विवेकी

यो बाल एव कलितः परलोक-बुद्ध्या।

स·र्वोपभोग सुभगोपि गृहे विरक्तः

प्रव्रज्यया सुगत शासनमभ्युप(पै)-

৭ तुम् ॥ (৫)

---

(১) বসন্ততিলক।

(২) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

(৩) বসন্ততিলক।

(৪) বসন্ততিলক।

(৫) বসন্ততিলক। এই শ্লোকের শেষ শব্দ [অভ্যুপৈতুম্] "অভ্যুপেতুম্" রূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

वेदानधीत्य सकलान् कृतशास्त्रचिन्तः
श्रीमत् कणिष्क मुपगम्य महाविहारम्।
आचार्य्यवर्य्य मथ स प्रशम-प्रशस्यं
सर्व्वज्ञशान्ति मनुगम्य

८ तप श्चचार ॥ (৬)

सोयं विशुद्धगुण-सम्भृत-भूरिकीर्त्तिः
शिष्योऽनुरूप-गुणशील-यशोभिरामः।
बालेन्दुवत् कलिकलङ्क-विमुक्त-कान्ति
र्वन्द्यः

९ सदा मुनिजनै रपि वीरदेवः ॥ (৭)

वज्रासनं वन्दितु मेकदाऽथ
श्रीमन्महाबोधि मुपागतोऽसौ।
द्रष्टुं ततोऽगात् सहदेशि-भिक्षून्
श्रीमत् यशोवर्म्म-

१० पुरं विहारम् ॥ (৮)

तिष्ठन्नथेह सुचिरं प्रतिपत्तिसारः
श्रीदेवपाल-भुवनाधिपलब्ध-पूजः।
प्राप्त-प्रभः प्रतिदिनोदय-पूरिताशः
पूषेव दारित-

११ तमःप्रसरो रराज ॥ (৯)

भिक्षोरात्मसमः सुहृद्भुज इव श्रीसत्यबोधे र्निजो
नालन्दा-परिपालनाय नियतः संघस्थितै र्ये स्थित।
येनैतौ स्फुटमिन्द्रशैल-मुकुट-श्रीचैत्य-चूड़ामणी

---

(৬) বসন্ততিলক। 'মহাবিহার' প্রথমে 'মহার' রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছিল; পরে 'বিহা' এই দুইটি অক্ষর দিয়ে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

(৭) বসন্ততিলক।

(৮) ইন্দ্রবজ্রা।

(৯) বসন্ততিলক।

শ্রামণ্যব্রত-সম্বৃতেন জগতঃ শ্রেয়োঽর্থে মুত্থাপিতো ॥ (১০)
নালন্দ্যা চ পরিপালিতয়ৈষ সত্যা
শ্রীম-

১৩ দ্বিহার-পরিহার-বিভূষিতাঙ্গ্যা।
উদ্ভাসিতোপি বহু-কীর্ত্তিবধূ-পতিত্বে
যঃ সাধু সাধুরিতি সাধুজনৈঃ প্রশস্তঃ ॥ (১১)
চিন্তাজ্বরং শময়তাঽর্ত্তজন-

১৪ স্য দৃষ্ট্যা
ধন্বন্তরেরপি হি যেন হৃতঃ প্রভাবঃ।
যস্যেপ্সিতার্থ-পরিপূর্ণ-মনোরথেন
লোকেন কল্পতরু-তুল্যতনা গৃহীতঃ ॥ (১২)
তেনৈতদ-

১৫ ত্র কৃত মাত্মমনোবদুচ্চৈ-
র্বজ্রাসনস্য ভবনং ভুবনোত্তমস্য।
সঞ্জায়তে যদভিবীক্ষ্য বিমানগানাং
কৈলাসমন্দর-মহীধরশৃঙ্গ-শঙ্কা ॥ (১৩)
সর্ব্ব-

১৬ স্বোপনয়েন সত্ত্বমুহৃদা সৌদার্য্য মভ্যস্যতা
সম্বোধৌ বিহিতস্পৃহং সহগুণৈ বিস্ফূর্জ্জি বীর্য্যন্তথা।
অশ্বস্যেন নিজে নিজাবিহ বৃহত্ পুণ্যাধিকারে-

১৭ স্থিতে
যেন স্বেন যশোধ্বজেন ঘটিতৌ বংশাবুদীচীপথে ॥ (১৪)
সোপানমার্গমিব মুক্তিপুরস্য কীর্ত্তি-
মেতাং বিধায় কুশলং যদুপাত্ত মস্মাৎ।

---

(১০) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।
(১১) বসন্ততিলক।
(১২) বসন্ততিলক।
(১৩) বসন্ততিলক।
(১৪) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

१८ ज्ञात्वादितः सपितरं गुरुवर्गमस्य
सम्बोधि मेतु जनराशि रशेष एव ॥ (১৫)
यावत् कूर्म्मो जलधिवलयां भूतधात्रीं बिभर्त्ति
ध्वान्तध्वंसी
१९ तपति तपनो यावदेवोग्ररश्मिः ।
स्निग्धालोकाः शिशिरमहसा यामवत्यश्च यावत्
तावत् कीर्त्ति र्जयतु भुवने वीरदेवस्य शुभ्रा ॥ (১৬)

বঙ্গানুবাদ।

(১)

যে মুনীন্দ্র ধ্যানাদি-প্রসাদ-সাধু-চিত্তবৃত্তি-প্রভাবে ধর্ম্ম-তত্ত্ব অধিগত করিয়াছেন, ক্লেশ-নিপীড়িত * জনসাধারণের পক্ষে পাপ-কুম্ভীরসমাকুল দুরতিক্রমনীয় সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র সেতুরূপে বর্ত্তমান সেই শ্রীমান্ [বুদ্ধদেব] জয় লাভ করুন্।

(২)

তাঁহার মনোহরণ করিবার অভিপ্রায়ে সমুদ্ভূত হইয়া, আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগণ বলহীন হইয়া গিয়াছেন, আমি যদি একাকী সেই ত্রিলোকপ্রভুর নিকটে বলবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে না পারি, তাহাতে লজ্জা কি,—এইরূপ আলোচনা-পরায়ণ মনোভব [কামদেব] যাহাকে দূর হইতে বর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, বোধিদ্রুম-মূলাসীন সেই শ্রীমান্ "বজ্রাসন" অশেষ বিশ্বকে রক্ষা করুন।†

(৩)

উত্তরাপথের অলংকার ন গ র হা র ‡ নামে সুবিখ্যাত যে উত্তম দেশ [বর্ত্তমান], তথায় অত্যুন্নত দ্বিজাতি-বংশে ইন্দ্রগুপ্ত নামক রাজসুহৃৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

(১৫) বসন্ততিলক।

(১৬) মন্দাক্রান্তা।

* এই শ্লোকের "ক্লেশাপ্লুতানাং"-শব্দে পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত [২ পাদ ৩ সূত্র] "পঞ্চক্লেশ" সূচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যথা,—

अविद्याऽस्मिता-रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ।

অবিদ্যাদি-পঞ্চক্লেশ-নিপীড়িত জনগণের পক্ষে সংসার-সাগর সমুত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই ; তাহাদের পক্ষে বুদ্ধদেবকে সেতুরূপে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য,—এইরূপ গুরুবাদমূলক মত এই শ্লোকে প্রকটিত হইয়াছে।

† নাগানন্দের নান্দী স্মরণীয়।

‡ কাবুলের অন্তর্গত জালালাবাদের নিকটে 'নগরহার' অবস্থিত ছিল। **Cunningham's Ancient Geography of India** Vol. I, p. 45 ; and **Beal's Si-yu-ki**, Vol. I, p. 91.

(৪)

সেই গুণশালী দ্বিজবর, রজ্জেকা নাম্নী গৃহিণীর সহিত সংযুক্ত হইয়া, অমলকলা-সংযুক্ত [পূর্ণ] চন্দ্রের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতেন। পতিব্রতাগণের কথা চিন্তা করিবার সময়ে, লোকে সর্ব্বাগ্রে সেই [রজ্জেকা দেবীর] নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকে।

(৫)

তাঁহাদিগের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [তাঁহাদের ন্যায় দম্পতীর পুত্র বলিয়া] অতিশয় * বিবেকী [সেই পুত্র], পরলোক-বুদ্ধিতে [পরিচালিত হইয়া] সকল ভোগসুখ-মনোজ্ঞ পিতৃগৃহে আসক্তিশূন্য হইয়া, সন্ন্যাসাবলম্বনে সুগত-শাসন স্বীকার করিবার জন্য, বাল্যকাল হইতেই, [তাহা] জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

(৬)

সমগ্র বেদের অধ্যয়ন এবং শাস্ত্রচিন্তা সমাপ্ত করিয়া, সেই শ্রীমান্ কনিষ্ক-মহাবিহারে † উপনীত হইয়া, ক্রোধোপশান্তিসাধনে ‡ প্রশংসাপ্রাপ্ত সর্ব্বজ্ঞশান্তি নামক আচার্য্যবরের [উপদেশের] অনুসরণ করিয়া, তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

(৭)

বিশুদ্ধগুণসঞ্জাত-বহুকীর্ত্তিবিভূষিত [সেই] সর্ব্বজ্ঞশান্তির অনুরূপ গুণ-শীল-যশঃ উপার্জ্জন করিয়া, বীরদেব নামক তাঁহার কলিকলঙ্ক-বিমুক্তকান্তি সেই নয়নাভিরাম শিষ্য বালেন্দুবৎ সর্ব্বদা মুনিজনগণের বন্দনা লাভ করিয়াছিলেন।

(৮)

অনন্তর সেই শ্রীমান্ একদা বজ্রাসন § বন্দনা করিবার অভিপ্রায়ে, মহাবোধিতে [বুদ্ধগয়া-

---

* "সুতরাং"-শব্দ অনপায়িতার্থ-প্রতিপাদক (সু+তরপ) এবং "কলিত"-শব্দ প্রাপ্ত বা বিদিত অর্থ-প্রতিপাদক। মূল প্রশস্তির "অভ্যাপেতুম্"-শব্দ "অভ্যুপৈতুম্" শব্দের লিপিকর-প্রমাদ; অঙ্গীকার বা স্বীকার অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

† আধুনিক পেশোয়ার-নগরের উপকণ্ঠে যে কণিষ্ক-স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, [ইউয়ান্ চোয়াং-এর মতে] তাহার পশ্চিমে মহারাজ কণিষ্ক-নির্ম্মিত মহাবিহার অবস্থিত ছিল। আল্‌বেরুণী "কণিক-চৈত্য" বলিয়া ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। **Watter's Vol.** I, p. 208.

‡ এই শ্লোকের **"প্রশম-প্রশস্য"** পদটি গভীরার্থ-বিজ্ঞাপক। মল্লিনাথ [কিরাতার্জ্জুনীয়ে দ্বিতীয় সর্গে ৩২ শ্লোকে] "**প্রশম**"-শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"**প্রশমঃ** ক্রোধোপশান্তিরিতি।" এই অর্থেই যে "**প্রশম**"-শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত, "মহাবীর-চরিতে" [দ্বিতীয় অঙ্কে] তাহার একটি সুপরিচিত উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"এষ কি প্রশমস্য কর্কশঃ পরিণামঃ।"

বুদ্ধশান্তি, রত্নাকরশান্তি প্রভৃতি যতিগণের নাম সুবিদিত। সর্ব্বজ্ঞশান্তিও তদ্রূপ একজন যতির নাম।

§ The platform or terrace which supported the holy *pippal* tree was called *Bodhimanda*, or "the ornament of the Bodhi tree", and on it was raised the famous *Vajrásana* or dia-

ধামে] উপনীত হইয়াছিলেন ; এবং তথা হইতে "সহদেশি" * ভিক্ষুগণকে দর্শন করিবার অভি-প্রায়ে, যশোবর্ম্মপুরের † বিহারে গমন করিয়াছিলেন।

(৯)

তিনি তথায় প্রতিপত্তি লাভ ও দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া, **দেবপাল** নামক ভুবনাধিপতির নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সূর্য্যদেব যেমন প্রতিদিন প্রভাতসময়ে দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত ও প্রভাবিস্তারে অন্ধকারের প্রসার বিদীর্ণ করিয়া শোভা পাইয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপ প্রতিদিন প্রভাত-সময়ে আশানুরূপ চরিতার্থতা লাভে তপঃপ্রভাবে তমোগুণকে বিদীর্ণ করিয়া, শোভা প্রাপ্ত হইতেন। ‡

(১০)

শ্রীসত্যবোধির § আপন বাহুর ন্যায় সুহৃৎ, ভিক্ষুগণের আপন আত্মার ন্যায় [প্রিয়তম] সেই বীরদেব সংঘস্থিতির জন্য নালন্দার ‖ পরিপালন-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রামণ্য-ব্রতধারী [সেই বীরদেব] জগতের হিত-কামনায় ইন্দ্রশিলা-পর্ব্বতের ¶ উপর, তাহার মুকুটস্বরূপ, দুইটি চৈত্যচূড়ামণি উত্থাপিত করাইয়াছিলেন।

(১১)

তিনি বিহার-পরিহার-বিভূষিতাঙ্গী নালন্দার প্রতিপালন-কার্য্যে [নিযুক্ত হইয়া] বহুকীর্ত্তি-বধূ-পতিরূপে উদ্ভাসিত হইলেও, [সকল কীর্ত্তিবধূকেই সমভাবে ভাল বাসিবার জন্য] সাধুজনকর্ত্তৃক সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসিত।

---

mond throne, in commemoration of the spot on which Sákya Sinha had obtained Buddha-hood after sitting in meditation for six years—**Cunningham's Archeological Survey Report,** Vol. *III*, p. 80.

* "**স্বদৃষ্টিমিক্ষুন্**" ডাক্তার হুলজ্‌ কর্ত্তৃক "monks of his native country" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু এখানে কোনরূপ সম্প্রদায়বিশেষই সূচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

† যশোবর্ম্মপুর কোথায় ছিল, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, ডাক্তার হুলজ্‌ ঘোসরাবাঁকেই যশোবর্ম্মপুর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কনিংহাম বিহার-নগরকে যশোবর্ম্মপুর বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন—(**Archeological Survey Report** Vol. III, 120, 135 and Vol. VIII, p. 76).

‡ এই শ্লোকে দেবপালদেব 'ভুবনাধিপ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বিহার-প্রদেশ যে তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাঁহার মুদ্গগিরি-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনই তাহার প্রমাণ। এই শ্লোকের "দারিত-তমপ্রসর্বা" দুইটি অর্থ ধ্বনিত করিয়া, রচনাকৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

§ শ্রীসত্যবোধি নামক স্থবির বীরদেবের পূর্ব্বে নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া অনুমান করিয়া, ডাক্তার হুলজ্‌ লিখিয়া গিয়াছেন,—"Satyabodhi may have been Víradeva's predecessor at Nálandá." কিন্তু এই শব্দে পবিত্র বোধিবৃক্ষ সূচিত হইয়াছে কিনা, তাহা চিন্তনীয়।

‖ বড়গাঁও নামক বিহার-নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া কনিংহাম সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।—**Ancient Geography of India**, Vol. I, p. 469.

¶ ইন্দ্রশিলা-পর্ব্বত বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপরিচিত। ইহা গিরিয়েক পর্ব্বতের প্রাচীন নাম বলিয়া কনিংহাম সিদ্ধান্ত

(১২)

তিনি ধন্বন্তরীর প্রভাব প্রতিহত করিয়া, দৃষ্টিপাতমাত্রে, আর্ত্তজনের চিন্তাজ্বর প্রশমিত করিয়া থাকেন। [তাঁহার নিকটে আসিলে] সকল মনোরথ পূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া, লোকে তাঁহাকে কল্পতরুতুল্য বলিয়াই মনে করিয়া থাকে।

(১৩)

তিনি এখানে, "বজ্রাসনের" জন্য, আত্ম-মনের ন্যায় সমুন্নত ভুবনোত্তম [এমন] একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন [যে] তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বিমানচারিগণের মনে কৈলাস-মন্দর-মহীধরশৃঙ্গ বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে।

(১৪)

সর্ব্বস্বের উপনয়ের * দ্বারা [সর্ব্ব] প্রাণি-হিতার্থিগণের ঔদার্য্য এবং সম্বোধি [তত্ত্বজ্ঞান] লাভার্থ, স্পৃহনীয় গুণ ও বীর্য্য [অধ্যাত্মশক্তি] অভ্যাস করিয়া, তিনি এখানকার পুণ্যাধিকারে অবস্থিত থাকিবার সময়ে, উত্তরাপথ-সংস্থিত আপন [মাতৃ-পিতৃ] দুইটি বংশে † নিজের যশো-ধ্বজ সংবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

(১৫)

মুক্তি-পুরীর সোপান-পথের ন্যায় এই কীর্ত্তি ‡ সংস্থাপিত হওয়ায়, ইহাতে যে পুণ্য সঞ্জাত হইল,

---

করিয়া গিয়াছেন। কাপ্তান কিট্টো, এবং তাঁহার পদাঙ্কানুসরণকারী ব্রোডলে সাহেব, বিহার-নগরকেই ইন্দ্রশিলা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ইহার বাদানুবাদ **Cunningham's Archeological Survey Report** Vol. I, pp. 145—151 দ্রষ্টব্য।

ডাক্তার হল্‌জ্‌ একাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, "পরিহার" শব্দে "an arm-ring" কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। পরিহার-শব্দের এরূপ অর্থ যে কোনও অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার উল্লেখ করিয়াও, ডাক্তার হল্‌জ্‌ কেন এরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বোধগম্য হয় না। পরিহার-শব্দের সাধারণ অর্থ [অবজ্ঞা বা অনাদর বা ত্যাগ] অবশ্যই এখানে সূচিত হয় নাই।

মনুসংহিতায় [৮।২৩৭] আরও একটি অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ধনুঃ শতং পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ ॥"

ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কুল্লুকভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন,—"**গ্রামসমীপে সর্ব্বাসু দিক্ষু চত্বারি হস্তশতানি ত্রীন্ বা যষ্টিপ্রক্ষেপান্ যাবৎ পশুপ্রচারার্থং শস্যবপনাদি-সংরোধ-পরিহারঃ কার্য্যঃ।**" এখানেও 'পরিহার'-শব্দে এইরূপ সীমা উল্লিখিত হইয়াছে। বিহারই নালন্দার 'পরিহার', তাহাতেই নালন্দা 'বিভূষিতাঙ্গী' ছিল।

* "উপনয়"-শব্দের সুপরিচিত অর্থ—উপনয়ন—"**উপ সমীপে নীয়তে যেন কর্ম্মণা**"। তাম্রশাসনাদিতে এই শব্দ আরও একটি অর্থে ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা "প্রদান" বলিয়া কথিত হইতে পারে। এখানে সেই অর্থই সূচিত হইয়াছে।

† "বংশ"-শব্দটি শ্লিষ্টার্থ-জ্ঞাপকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বংশ-দণ্ডে ধ্বজা বন্ধন করিবার রীতি আছে। এখানে "বংশ" [মাতৃপিতৃকুল] যেন বীরদেবের যশোধ্বজ বন্ধনের বংশদণ্ড—এইরূপ ভাব ধ্বনিত হইয়াছে।

‡ "কীর্ত্তি" শব্দের সাধারণ অর্থ সুপরিচিত, "**দানাদিপ্রভবা কীর্ত্তিঃ শৌর্য্যাদিপ্রভবং যশঃ**"। কিন্তু মন্দিরাদিও "কীর্ত্তি" নামে কথিত হইয়া থাকে। "কীর্ত্তি"—শব্দের এই অর্থ হেমচন্দ্রের "অভিধান-চিন্তামণিতে" দ্রষ্টব্য।

লেখমালা।

তাহাতে প্রথমে * [:বীরদেবের] পিত্রাদি গুরুবর্গ ও পরে অশেষ জনরাশি সম্বোধি লাভ করুক।

(১৬)

যে পর্য্যন্ত কূর্ম্মদেব জলধিবলয়া ভূতধাত্রী [বসুন্ধরা]কে ধারণ করিয়া রহিবেন,—যে পর্য্যন্ত অন্ধকার-বিধ্বংসী উগ্ররশ্মি তপনদেব তাপ বিকীরণ করিবেন,—যে পর্য্যন্ত [যামবতী] রজনী [শীতরশ্মি] চন্দ্রকিরণে স্নিগ্ধ আলোক বিতরণ করিতে থাকিবেন,—তৎকাল পর্য্যন্ত বীরদেবের [এই] শুভ্রকীর্ত্তি পৃথিবীতে জয়লাভ করুক।

এখানে এই অর্থই সূচিত হইয়াছে। রাজসাহীর অন্তর্গত মান্দায় আবিষ্কৃত [লেখক কর্তৃক কলিকাতা যাদুঘরে প্রেরিত] গোপালদেবের নামাঙ্কিত একখানি প্রস্তর-লিপিতে এই অর্থে "কৃত্বা কীর্ত্তিং বিরাজিন" লিখিত আছে।

* এই শ্লোকের "কৃত্বাদিতঃ" একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ,—"আদিতঃ কৃত্বা।"

নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন।

[ভাগলপুর-লিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

এই তাম্রশাসনখানি ভাগলপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, "ভাগলপুর-লিপি" নামে সুপরিচিত। ইহা নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন। এই শাসনখানি এক্ষণে কলিকাতা-নগরে এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত হইতেছে। ইহা কিরূপে ভাগলপুরে আসিয়াছিল, তাহা বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আবিষ্কৃত হইবার পর, পাঠোদ্ধারের জন্য, এই শাসনলিপি ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল।

আবিষ্কার-কাহিনী।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল যেরূপ পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার একখানি গ্রন্থে * এবং সোসাইটির পত্রিকায় † মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে ভ্রমপ্রমাদের অভাব ছিল না; অনেকস্থলে অনেক মনঃকল্পিত পাঠও মুদ্রিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। উত্তরকালে ভিয়েনা-নিবাসী ডাক্তার হুল্জ্, তাম্রপট্ট হইতে প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়া, এই শাসন-লিপির পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্ধৃত পাঠই ‡ এক্ষণে এই তাম্রশাসনের মূলানুগত পাঠ বলিয়া সুপরিচিত।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

পাঠোদ্ধারের পর ব্যাখ্যাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল এই শাসন-লিপির প্রকৃত ব্যাখ্যা উদ্ঘাটিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যা যে কি জন্য মূলানুগত হইতে পারে নাই, তাহা "ঐতিহাসিক চিত্রে" § প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাক্তার হুল্জের ব্যাখ্যাও সকল স্থলে মূলানুগত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। কারণ, তিনিও অনেক কষ্টকল্পনার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ‖

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

---

* Indo-Aryans,

† **J. A. S. B.** Vol. XLVII, p. 584.

‡ **Indian Antiquary**, Vol. XV, p. 304.

§ ঐতিহাসিক চিত্র [প্রথম পর্য্যায়] প্রথম বর্ষ।

‖ ডাক্তার হুল্জ্ দেবপালকে এবং জয়পালকে বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাহার সহিত দেবপালদেবের [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের উক্তির সামঞ্জস্য নাই। দূতকের প্রকৃত নাম কি, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ডাক্তার হুল্জ্ তাঁহার নাম "পুণ্যকীর্ত্তি" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তথাপি ডাক্তার হুল্জ্ এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে ও ব্যাখ্যা-কার্য্যে যেরূপ অধ্যবসায়ের এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রশংসার্হ।

লেখমালা।

এই তাম্রশাসন খানির প্রথম পৃষ্ঠে ২৯ পংক্তি এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৫ পংক্তি [সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ] পদ্যগদ্যাত্মক লিপি এবং রাজমুদ্রায় "শ্রীনারায়ণপালদেব" এই কয়টি অক্ষর উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

লিপি-পরিচয়। মঙ্গলাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, বংশবিবৃতিমূলক বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য, রাজকবি যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন কোন শ্লোক পরবর্ত্তী পাল-নরপালগনের তাম্রশাসনে উদ্ধৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহার দূতক [ভট্ট গুরব] এক জন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া [৫২-৫৩ পংক্তিতে] উল্লিখিত।

তীরভুক্তির অন্তর্গত [২৯ পংক্তি] কক্ষ নামক বিষয়ান্তর্গত মকুতিকা গ্রাম [৩০ পংক্তি] শ্রীমুদ্গগিরি-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে [২৮ পংক্তি] পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ

লিপি-বিবরণ। **শ্রীবিগ্রহপালদেবের** পাদানুধ্যানপরায়ণ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ **শ্রীমন্নারায়ণপালদেব** কর্ত্তৃক [২৮-২৯ পংক্তি] তদীয় বিজয়-রাজ্যের সপ্তদশ বর্ষের "৯ বৈশাখ দিনে" [৪৭ পংক্তি] "কলসপোত" নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দিরের এবং পাশুপতাচার্য্য-পরিষদের [৩৯ পংক্তি] ব্যবহারার্থ প্রদত্ত হইবার কথা এই তাম্র-শাসনে উল্লিখিত আছে। ইহা "সৎসমতট-জন্মা শুভদাস-পুত্র শ্রীমান্ মংখদাস" নামক শিল্পি-কর্ত্তৃক [৫০-৫৪ পংক্তি] উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

প্রশস্তি-পাঠ।

১ ওঁ স্বস্তি ॥

মৈত্রীং কারুণ্যরত্ন-প্রমুদিতহৃদয়ঃ
প্রেয়সীং সন্দধানঃ

২ সম্যক্-সম্বোধিবিদ্যা-সরিদম-
লজল-ক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।

৩ জিত্বা যঃ কাম-
কারি-প্রভব মভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং

৪ স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়-
তি দশবলোঽন্যশ্চ **গোপালদেবঃ** ॥(১)

৫

लक्ष्मी-जन्मनिकेतनं समकरो वोढ़ुं क्षमः क्ष्मा-भरं
पक्षच्छेदभयादु-
पस्थितवता मेकाश्रयो भूभृतां ।
मर्य्यादा-परिपालनैकनिरतः शौर्य्यालयो ऽस्मादभू-
द्दुग्धाम्भोधि-विलास-
७ हासि-महिमा श्रीधर्म्मपालो नृपः ॥ (२)

जित्वेन्द्रराज-प्रभृती-नराती-
नुपार्जिता येन महोदय-श्रीः ।
दत्ता पुनः
८ सा बलिनार्थयित्रे
चक्रायुधायानति-वामनाय ॥ (३)
रामस्येव गृहीत-सत्यतपस स्तस्यानुरूपो गुणैः
सौमित्रे रुदपा-
९ दि तुल्य-महिमा वाक्पालनामानुजः ।
यः श्रीमानय-विक्रमैक-वसति र्भ्रातुः स्थितः शासने
शून्याः शत्रु-पताकिनी-
१० भि रकरो देकातपत्रा दिशः ॥ (४)
तस्मादुपेन्द्रचरितै र्ज्जगतीं पुनानः
पुत्रो बभूव विजयी जयपालनामा ।
धर्म्मद्वि-
११ षां शमयिता युधि देवपाले
यः पूर्व्वजे भुवनराज्य-सुखान्यनैषीत् ॥ (५)

---

(১) স্রগ্ধরা।
(২) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।
(৩) ইন্দ্রবজ্রা।
(৪) বসন্ততিলক।

লেখমালা।

यस्मिन् भ्रातु र्निदेशाद्बलवति परितः प्रस्थिते

१२ जेतु माशाः

सीदन्नाम्नैव दूरान्निजपुर मजहादुत्कलानामधीशः।

आसाञ्चक्रे चिराय प्रणयि-परिवृतो बिभ्रदु-

१३ च्चेन मूर्ध्ना

राजा प्राग्ज्योतिषाणा मुपशमित-समित्-संकथां यस्य चाज्ञां ॥ (৬)

श्रीमान् विग्रहपाल स्तत्सूनु रजातशत्रु रि-

१४ व जातः।

शत्रुवनिता-प्रसाधन-विलोपि-विमलासि-जलधारः ॥ (৭)

रिपवो येन गुर्व्वीणां विपदा मास्पदीकृताः।

पुरुषायु-

१५ ष-दीर्घाणां सुहृदः सम्पदामपि ॥ (৮)

लज्जेति तस्य जलधे रिव जह्नु-कन्या

पत्नी बभूव कृत-हैहय-वंशभूषा।

यस्याः शुची-

१६ नि चरितानि पितुश्च वंशे

पत्युश्च पावन-विधिः परमो बभूव ॥ (৯)

दिक्पालैः क्षितिपालनाय दधतं देहे विभक्ताः

१७ श्रियः

श्रीनारायणपालदेव मसृजत्तस्यां स पुण्योत्तरं।

यः क्षोणीपतिभिः शिरोमणिरुचा-श्लिष्टाङ्घ्रि-पीठोपलं

न्यायोपा-

१८ त्त मलञ्चकार चरितैः स्वैरेव धर्म्मासनं ॥ (১০)

---

(৬) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।
(৭) আর্য্যা।
(৮) অনুষ্ঠুভ্।
(৯) বসন্ততিলক।
(১০) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

येतः पुराण-लेख्यानि चतुर्व्वर्ग-निधीनि च ।
आरिप्सन्ते यतस्त्यानि चरितानि महीभृतः ॥ (১১)

१८ स्वीकृत-सुजन-मनोभिः सत्यापित-सातिवाहनः सूक्तैः ।
त्यागेन यो व्यधत्त त्रपया मङ्गराज-कथां ॥ (১২)
भयादरातिभि र्यस्य रण-

२० मूर्द्धनि विस्फुरन् ।
असिरिन्दीवर-श्यामो ददृशे पीत-लोहितः ॥ (১৩)
यः प्रज्ञया च धनुषा च जगद्विनीय
नित्यं न्यवीविशद-

२१ नाकुल मात्म-धर्म्मे ।
यस्यार्थिनो सविध मेत्य भृशं कृतार्था
नैवार्थितां प्रति पुन र्व्विदधु र्म्मनीषां ॥ (১৪)
श्रीपति रकृपण-कर्म्मा विद्या-

२२ धरनायको महाभोगी ।
अनल-सदृशोपि धाम्ना य स्तिलमलसम श्चरितैः ॥ (১৫)
व्याप्ते यस्य त्रिजगति शरच्चन्द्र-गौरै र्यशो-

२३ भि-
र्म्मन्ये शोभाञ्च खलु विभरामास रुद्राट्टहासः ।
सिद्धस्त्रीणा मपि शिरसिजेष्वर्प्पिताः केतकीनां
पत्रापीड़ाः सुचिर म-

२४ भवन् भृङ्ग-शब्दानुमेयाः ॥ (১৬)

---

(১১) অনুষ্টুভ্ ।
(১২) আর্য্যা ।
(১৩) অনুষ্টুভ্ ।
(১৪) বসন্ততিলক ।
(১৫) আর্য্যা ।
(১৬) মন্দাক্রান্তা ।

तपो ममास्तु राज्यं ते द्वाभ्यामुक्तमिदं द्वयोः ।
यस्मिन् विग्रहपालेन सगरेण भगीरथे ॥ (১৭)
स खलु भा-

२५ गीरथीपथ-प्रवर्त्तमान-नानाविध-नौवाट-सम्पादित-
सेतुबन्धनिहित-शैलशिखरश्रेणी-विभ्रमात्, निरतिशय-घन-घनाघन-घटा-
२६ श्यामायमान-वासरलक्ष्मी-समारब्ध-सन्तत-जलदसमय-सन्देहात्,
उदीचीनानेकनरपति-प्राभृतीकृता-प्रमेय-हयवाहिनी-खर-
२७ खुरोत्खात-धूलीधूसरित-दिगन्तरालात्, परमेश्वर-सेवा-समायाता-
शेष-जम्बूद्वीप-भूपालानन्त-पादात-भरनमदवनेः। श्रीमु-
२८ द्गगिरि-समावासित-श्रीमज्जयस्कन्धावारात्, परमसौगतो
महाराजाधिराज-श्रीविग्रहपालदेव-पादानुध्यातः परमेश्वरः पर-
२९ मभट्टारको महाराजाधिराजः श्रीमन्नारायणपालदेवः कुशली।
तीरभुक्तौ। कक्षवैषयिक-स्वसम्बद्धाविच्छिन्न-तलो-
३० पेत-मकुतिका-ग्रामे। समुपगताशेष-राजपुरुषान्। राज-
३१ राजनक। राजपुत्र। राजामात्य। महासान्धिविग्रहिक।
महाक्षपटलिक। म-
३२ हासामन्त। महासेनापति। महाप्रतीहार। महाकार्त्ताकृतिक।
महा-
३३ दौःसाधसाधनिक। महादण्डनायक। महाकुमारामात्य।
राजस्थानीयोपरिक। दाशापराधिक। चौरोद्धरणिक।
३४ दाण्डिक। दाण्डपाशिक। शौल्किक। गौल्मिक क्षेत्रप।
प्रान्तपाल। कोट्टपाल। खण्डरक्ष। तदायुक्तक। विनियुक्तक।
हस्त्य
३५ श्वोष्ट्र-नौबल-व्यापृतक। किशोर। वडवा। गोमहिषाजाविका-
ध्यक्ष। दूतप्रेषणिक। गमागमिक। अभित्व[र]माण। विषयपति

---

(১৭) অনুষ্টুভ্।

३६ ग्रामपति। तरिक। गौड़। मालव। खश। हूण। कुलिक।
कर्णाट। ला[ट]। चाट। भट। सेवकादीन्। अन्यांश्चाकीर्त्तितान्।

३७ राजपादोपजीविनः प्रतिवासिनो ब्राह्मणोत्तरान्। महत्तमो-
त्तम-पुरोगमेदान्ध(न्ध्र)चण्डाल-पर्य्यन्तान्। यथार्हं मानयति।

३८ बोधयति। समादिशति च। मतमस्तु भवतां। कलशपोते।
महाराजाधिराज-श्रीनारायणपालदेवेन स्वयं-कारित-सहस्रा-

३९ यतनस्य। तत्र प्रतिष्ठापितस्य। भगवतः शिवभट्टारकस्य।
पाशुपत आचार्य्यपरिषद श्च। यथार्हं पूजा-बलि-चरु-सत्र-नव-क-

४० र्म्माद्यर्थं। शयनासन-ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्काराद्यर्थं।
अन्येषामपि स्वाभिमतानां। स्वपरिकल्पित-विभागेन। अनवद्य-भो-

४१ गार्थञ्च। यथोपरिलिखित-मकुतिकाग्रामः। स्वसीमा-तृणयूति-
गोचर-पर्य्यन्तः। सतलः। सोद्देशः। साम्रमधूकः। सजल-

४२ स्थलः। सगर्त्तोषरः। सोपरिकरः। सदशापचारः। स-
चौरोद्धरणः। परिहृत-सर्व्वपीड़ः। अचाटभट-प्रवेशः।
अकिञ्चि-

४३ त्-प्रग्राह्यः। समस्त-भाग-भोग-कर-हिरण्यादि-प्रत्याय-समेतः।
भूमिच्छिद्रन्यायेनाचन्द्रार्क-क्षिति समकालं यावत् माता-पि-

४४ त्रो रात्मनश्च पुण्ययशोऽभिवृद्धये। भगवन्तं शिवभट्टारक-
मुद्दिश्य शासनीकृत्य प्रदत्तः। ततो भवद्भिः सर्व्वैरेवानु-

४५ मन्तव्यं भाविभिरपि भूपतिभि र्भूमे र्दानफल-गौरवादप-
हरणे च महानरकपात-भयाद्दानमिदमनुमोद्य पालनीयं प्र-

४६ तिवासिभिः क्षेत्रकरै श्चाज्ञा-श्रवण-विधेयीभूय यथाकालं
समुचित-भाग-भोग-कर-हिरण्यादि-सर्व्वप्रत्यायोपनयः का-

४७ र्य्य इति। सम्वत् १७ वैशाखदिने ८ [॥] तथा च धर्म्मा-
नुशंसिनः श्लोकाः।
बहुभि र्व्वसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः [।]

४८ यस्य यस्य यदा भूमि स्तस्य तस्य तदा फलं॥

षष्टिं वर्षसहस्राणि स्वर्गे मोदति भूमिदः ।
आक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्येव न-

४८

रके वसेत् ॥
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां ।
स विष्ठायां कृमि र्भूत्वा पितृभिः सह पच्यते ॥
सर्व्वानेतान् भाविनः

৫০

पार्थिवेन्द्रान्
भूयोभूयः प्रार्थयत्येष रामः ।
सामान्योऽयन्धर्म्म-सेतु र्नृपाणां
काले काले पालनीयः क्रमेण ॥
इति क-

৫১

मल-दलाम्बु-विन्दुलोलां
श्रिय मनुचिन्त्य मनुष्य-जीवितञ्च ।
सकलमिदमुदाहृतञ्च बुद्धा
नहि पुरुषैः परकीर्त्तयो विलो-

৫২

प्याः ॥
वेदान्तै रप्यसुगमतमं वेदिता ब्रह्मत(ता)र्थं
यः सर्व्वासु श्रुतिषु परमः सार्द्धमङ्गै रधीती ।
यो यज्ञानां समुदित-महाद-

৫৩

क्षिणानां प्रणेता
भट्टः श्रीमानिह स गुरवो दूतकः पुण्यकीर्त्तिः ॥ (১৮)
श्रीमता मङ्खदासेन शु(सु)भदासस्य शु(सू)नुना ।
इदं सा (शा)-

৫৪

श(स)नमुत्कीर्णं सत्-समतट-जन्मना ॥ (১৯)

---

(১৮) মন্দাক্রান্তা
(১৯) অনুষ্টুভ্ ।

বঙ্গানুবাদ।

(১)

যিনি কারুণ্যরত্ন-প্রমুদিতহৃদয়ে* মৈত্রীকে প্রিয়তমারূপে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞান-তরঙ্গিণীর সুবিমল সলিলধারায় অজ্ঞান-পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক [কামদেব] অরির [পরাক্রম-সঞ্জাত] আক্রমণ পরাভূত করিয়া, শাশ্বতী শান্তি লাভ করিয়াছিলেন ; সেই শ্রীমান্ দশবল লোকনাথের † জয় হউক।

এবং ‡

যিনি করুণারত্নোদ্ভাসিতবক্ষে [প্রজাবর্গের] মিত্রতা § ধারণ করিয়া, সম্যক্-সম্বোধ-প্রদায়িনী জ্ঞানতরঙ্গিণীর ‖ সুবিমল সলিল-ধারায় [লোক-সমাজের] অজ্ঞান-পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া, [দুর্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ স্বেচ্ছাচারী] কাম-কারিগণের ¶ [পরাক্রম-সঞ্জাত মাৎস্য-

---

* "মৈত্রী-করুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ-পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্" এই [পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত ১ পাদ ৩৩] সূত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি স্মরণীয়।

† দশবল-শব্দ-সংযুক্ত লোকনাথ-শব্দ এখানে বুদ্ধদেবের নামান্তর বলিয়াই ডাক্তার হল্‌জ্‌ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পালনরপালগণের শাসন-সময়ে বরেন্দ্র-মণ্ডলের [মহাযান-সম্প্রদায়ের প্রভাব-ক্ষেত্রে] বুদ্ধদেব অপেক্ষা বোধিসত্ত্ব-লোকনাথই সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই শ্লোকে বুদ্ধদেবের কিম্বা লোকনাথের জয় বিঘোষিত হইয়াছে, তাহা চিন্তনীয়।

‡ লোকনাথ এবং গোপালদেব তুল্যভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন বলিয়া, এই শ্লোকের শ্লিষ্ট প্রয়োগগুলি রচনা-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

§ ডাক্তার হল্‌জ্‌ এই শ্লোকের "মৈত্রী"কে গোপালদেবের রাজ্ঞীর নাম বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন কেন, তাহা বোধগম্য হয় না।

‖ মদনপালদেবের [মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনেও এই শ্লোকটি উৎকীর্ণ থাকায়, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়, সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় [১৩০৫ সালের ২য় সংখ্যার ১০৪ পৃষ্ঠায়] একটি মাত্র অর্থ প্রকটিত করিয়া, "সরিৎ"-শব্দের অনুবাদে "সরোবর"-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন কেন, তাহা বোধগম্য হয় না।

¶ ডাক্তার হল্‌জ্‌ দুইটি অর্থের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াও, "কামকারি"-শব্দে কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"In the case of Buddha, *Kámakárin* probably means Mára". এখানে "কামকারি -শব্দ [লোকনাথ-পক্ষে] "কামক + অরি অর্থাৎ "কামরূপ অরিকে", এবং [গোপালদেব-পক্ষে] "কাম + কারি" অর্থাৎ "স্বেচ্ছাচারিগণকে" সূচিত করিতেছে। সুতরাং "কামকারি"-শব্দের একটি অর্থে [বোধিসত্ত্ব] লোকনাথের "আত্মজয়",—অন্য অর্থে গোপালদেবের "মাৎস্যন্যায়-নিবারণ" ধ্বনিত হইয়াছে। কামকারিগণের প্রভাব কতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কিরূপে তাহা পরাভূত করিয়া গোপালদেব শান্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা তারানাথের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। যথা,—"In Orissa, Bengal, and five other provinces of the East, every *Kṣatriya*, *Bráhmaṇa* and merchant (*Vaiçya*) made himself the chief of the districts ; but there was no king ruling the whole country. The widow of one of these departed chiefs used to kill every night the person who had been chosen as king, until after several years, Gopála, who had been elected king, managed to free himself, and obtained the kingdom.—Quoted in **Cunningham's Archæological Survey Reports**, Vol. XV, p. 148.

তাদের] আক্রমণ পরাভূত করিয়া, [রাজ্য মধ্যে] চিরশান্তি * সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ গোপালদেবের আত্মজ অথবা [রাজাধিরাজ] লোকনাথেরও জয় হউক।

(২)

এই গোপালদেব হইতে শ্রীধর্ম্মপাল নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিমা [দুগ্ধাম্ভোধি-বিলাস] ক্ষীরোদসমুদ্র-সৌন্দর্য্যকে উপহাস করিত। লক্ষ্মীর উদ্ভবস্থান বলিয়া ক্ষীরোদসমুদ্র "লক্ষ্মীজন্ম-নিকেতন", তিনিও রাজকুলে সমুদ্ভূত বলিয়া "লক্ষ্মী-জন্মনিকেতন;"— ক্ষীরোদসমুদ্র মকরপূর্ণ বলিয়া "স-মকর"; তিনিও সমভাবে রাজকর গ্রহণ করিতেন বলিয়া "সম-কর" ;—ক্ষীরোদসমুদ্র বিষ্ণুকে বহন করিতে সমর্থ বলিয়া "ক্ষ্মাভর-বহন-ক্ষম", তিনিও ধরা-ভারবহনে সমর্থ বলিয়া "ক্ষ্মা-ভরবহনক্ষম" ;—পক্ষচ্ছেদভয়ে শরণাগত [ভূভৃৎ] ধরাধারক পর্ব্বত-সমূহের পক্ষে ক্ষীরোদসমুদ্র একমাত্র আশ্রয়, স্বপক্ষচ্ছেদভয়ে শরণাগত [ভূভৃৎ] নরপালগণের পক্ষে তিনিও একমাত্র আশ্রয়;—ক্ষীরোদসমুদ্র জলস্থলের [মর্য্যাদা] সীমা সংরক্ষণে নিরত, তিনিও লোকসমাজের [মর্য্যাদা] শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট-স্বধর্ম্ম-সংরক্ষণে একনিষ্ঠ ;—[সন্ধ্যাসমাগমে সূর্য্য-তেজঃ সমুদ্রগর্ভে অস্তমিত হয় বলিয়া] ক্ষীরোদসমুদ্র [শৌর্য্যালয়] সূর্য্যকিরণের আধার, তিনিও বীরত্বের আধার [শৌর্য্যালয়]।†

---

* "প্রাপতী প্রাপ শান্তিং" এই উক্তির [প্রাপ] ক্রিয়াপদ [লোকনাথ-পক্ষে] প্রচলিত অর্থে, এবং [গোপালদেব-পক্ষে] অন্তর্ভূত-নিজন্ত-বিজ্ঞাপক [প্রাপয়ামাস] অর্থে গৃহীত হইলে, শ্লিষ্ট-প্রয়োগ সর্ব্বাংশেই সার্থক হইতে পারে।

"সর্ব্বার্থানিব ধাতূনাং স্বার্থান্তর্ভাব ইষ্যতে।
অন্তর্ভাবাৎ প্রয়োগস্থা, ন ক্কচিত্তু কদাচন।"

প্রয়োগানুরোধে ধাতুর অন্তর্ভূত-নিজন্ত-বিজ্ঞাপক অর্থ গ্রহণ করিবার রীতি ছিল। ধর্ম্ম সূরির এই কারিকা উদ্ধৃত করিয়া, শ্রীসৃষ্টিধরাচার্য্য "ভাষাবৃত্তির" টীকায় তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

† এই শ্লোকে প্রত্যক্ষর-শ্লেষের পরিচয়-বিজ্ঞাপক রচনা-কৌশল দেদীপ্যমান। কিন্তু ডাক্তার হল্‌জ্ সমস্ত শ্লিষ্টপদের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই ;—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গানুবাদেও তাহা উল্লিখিত হইতে পারে নাই। "ক্ষ্মাভর"-শব্দ [সমুদ্র-পক্ষে] বিষ্ণুকেই ধ্বনিত করিতেছে। ডাক্তার হল্‌জের নিকট তাহা প্রতিভাত হয় নাই বলিয়া, তিনি [সমুদ্র-পক্ষের] অর্থ প্রকটিত করিবার সময়েও, সমুদ্রকেই [ক্ষ্মাভর] ধরা-ভারবহন-ক্ষম বলিতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"Whose Majesty possessed the coquettish smile (*i.e.*, the brilliant whiteness) of the milk-ocean,—which (milk-ocean) was the birth-place of Lakshmi ; which contained sea-monsters (*Samakarah*) ; which was able to bear the burden of the earth." বলা বাহুল্য, ধরাভার-বহন-ক্ষম বলিয়া ক্ষীরোদসমুদ্রের প্রসিদ্ধি নাই ; যিনি ধরা-ভরণ-ক্ষম অথবা [বরাহাবতারে] ধরাভারবহনক্ষম, সেই [ক্ষ্মা-ভর] বিষ্ণুকে বহন করিতে সমর্থ বলিয়াই, ক্ষীরোদ সমুদ্র সুপরিচিত। এখানে সেই অর্থই সূচিত হইয়াছে। "শৌর্য্যালয়—শব্দও দুইপক্ষে দুইটি বিভিন্ন অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ডাক্তার হল্‌জ্ তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন নাই ; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গানুবাদেও তাহা উল্লিখিত হয় নাই। এই শ্লোকে কবিকল্পনার আতিশয্য দেদীপ্যমান থাকিলেও, ইহাতে কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। (১) গোপালদেব রাজপুত্র ছিলেন না ; পালনরপালগণের মধ্যে ধর্ম্মপালই প্রথম রাজবংশজাত রাজা (২) তিনি সমভাবে [পক্ষপাতশূন্য-বিচারে যথাযোগ্য] কর গ্রহণ করিতেন ; (৩) তাঁহার সময়ে ধরাভার বহন

(৩)

সেই বলবান্ রাজা ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি শত্রুবর্গকে জয় করিয়া, [মহোদয়-শ্রী] কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন ; এবং [পুরাণ-প্রসিদ্ধ] বলিরাজা যেমন [পুরাকালে] ইন্দ্রাদি শত্রুগণকে জয় করিয়া, মহোদয়শ্রী লাভ করিয়াও, যাচকরূপী [চক্রায়ুধ] বামনাবতারকে তৎসমস্ত পুনরায় দান করিয়াছিলেন, এই বলবান্ * রাজাও সেইরূপ প্রণতি-পরায়ণ [বামনরূপে চরণাবনত] চক্রায়ুধ নামক সামন্ত-নরপালকে কান্যকুব্জের রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন। †

(৪)

সত্যব্রত-পালন-পরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ সৌমিত্রীর তুল্য মহিম-সমন্বিত বাক্‌পাল নামে [এই রাজার] এক [অনুজ] ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নীতি এবং বিক্রমের নিবাস-স্থল ছিলেন ; এবং জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একচ্ছত্র-শাসন-সংস্থিত দশদিক্ শত্রু-পতাকিনী-শূন্য করিয়া দিয়াছিলেন। ‡

(৫)

সেই [ধর্ম্মপাল§] হইতে বিজয়ী জয়পাল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি

করা সকলের পক্ষে সহজ হইত না ; কিন্তু তিনি তাহাতে সফলকাম হইয়াছিলেন ; (৪) তৎকালে যে সকল সাম নরপাল স্বপক্ষচ্ছেদভয়ে ব্যাকুল ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন ; (৫) তিনি সর্ব্বদা লোক-সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্নশীল ছিলেন ; এবং (৬) বীরত্বের আধার বলিয়াও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

* "বলিনা"-শব্দটি দ্ব্যর্থ। ইহা এক পক্ষে বলি নামক রাজাকে, অন্য পক্ষে বলবান্ ধর্ম্মপালকে সূচিত করিতেছে।

† এই শ্লোকেও শ্লেষের অভাব নাই। ধর্ম্মপাল যে ইন্দ্রায়ুধকে পরাভূত করিয়া, তাঁহার কান্যকুব্জের রাজ-সিংহাসনে [আপন সামন্ত-নরপাল] চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মপালের শাসন-সময়ের একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। তাহার আভাস ধর্ম্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনেও [১২ শ্লোকে] প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই শ্লোকের "আনতি"—শব্দে প্রণতি বুঝাইতে পারে ; কিন্তু ডাক্তার হল্‌জ্ এই শব্দকেই "অবতার-বিজ্ঞাপক"(?) বলিয়া গ্রহণ করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,—Applied to Vishnu, *A'nati* seems to be used in the sense of *avatára.*

‡ এই শ্লোকে বাক্‌পালের গুণ-কর্ম্মাদির উল্লেখ থাকিলেও, ইহা মুখ্যতঃ [তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা] ধর্ম্মপালেরই প্রশংসা-বিজ্ঞাপক।

§ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-বিভ্রাটে পালবংশীয় নরপালগণের বংশ-বিবরণ ভ্রমসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছিল। "তস্মাৎ"-শব্দকে [পূর্ব্বশ্লোকোক্ত] বাক্‌পালের দ্যোতকরূপে গ্রহণ করিয়া, ডাক্তার হল্‌জ্ এবং অন্যান্য মনীষিগণ দেবপালকে এবং জয়পালকে বাক্‌পালের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপালদেব কিন্তু

*ইন্দ্রের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা বিষ্ণুর * [উপেন্দ্রের] চরিত্রের ন্যায় পবিত্র-চরিত্র-মাহাত্ম্যে পৃথিবীর পবিত্রতা সম্পাদন পূর্ব্বক, ধর্ম্মদ্বেষিগণকে † যুদ্ধে বশীভূত করিয়া, দেবপাল নামক [পূর্ব্বজ] জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ভুবন-রাজ্যসুখের অধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন।*

(৬)

জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার [দেবপালদেবের] নির্দ্দেশক্রমে সেই বলবান্ [জয়পাল] দিগ্বিজয়ার্থ চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইলে, দূর হইতে [তাঁহার] নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই, উৎকলাধীশ অবসন্ন হইয়া, [স্বকীয়] রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধীশ্বরও ‡ তদীয় উচ্চ মস্তকে [জয়পালের] যুদ্ধোদ্যমোপশম-কারিণী § আজ্ঞা ধারণ করিয়া, আত্মীয়বর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া, চিরকাল [পরমসুখে] অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

তাঁহার [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [একাদশ শ্লোকে] আপনাকে ধর্ম্মপালের পুত্র বলিয়াই স্পষ্টাক্ষরে পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্লোকে সেই দেবপাল জয়পালের " পূর্ব্বজ " বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, জয়পালকেও ধর্ম্মপালের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ স্বয়ং দেবপালদেবের মুঙ্গের-লিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা-সাধন করিয়াও লিখিয়া গিয়াছেন,—দেবপালদেব মুঙ্গের-লিপিতে ধর্ম্মপালের পুত্র এবং অন্যান্য লিপিতে ধর্ম্মপালের ভ্রাতার পুত্র বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, মুঙ্গের-লিপির উক্তিকে সত্য, এবং অন্যান্য লিপির উক্তিকে ভ্রমাত্মক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যথা,—"Considering that the Mungir grant was issued by Devapála himself, it is more than probable that what is stated in it is correct, and that the other inscriptions in this particular are wrong"—**J. A. S. B. Vol. LXI, p. 80.** কোন তাম্রশাসনের বংশ-বিবরণই ভ্রমাত্মক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না ; সকল তাম্রশাসনে একই বংশবিবরণ উল্লিখিত রহিয়াছে বলিয়াই অনুমান করা কর্ত্তব্য। এখানে " তস্মাৎ " -শব্দে ধর্ম্মপালকে গ্রহণ করিলেই, প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইত। "তস্মাৎ"-শব্দের বিকৃতার্থ গ্রহণ করিয়া, দেবপালকে ধর্ম্মপালের ভ্রাতার পুত্র কল্পনা করিয়া, মনীষিগণই এই অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

* বিষ্ণু [উপেন্দ্র] ধর্ম্মদ্বেষী [অসুরবর্গকে] যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, [পূর্ব্বজ] দেবরাজ ইন্দ্রকে রাজ্যসুখ ভোগ করাইবার পৌরাণিক আখ্যায়িকা ভাগবতে [অষ্টম স্কন্ধে ১৭-১৮ অধ্যায়ে] দ্রষ্টব্য।

† ডাক্তার হল্‌জ্ "ধর্ম্ম"-শব্দের যজ্ঞ-বাচক অর্থ গ্রহণ করিয়া [বিষ্ণু-পক্ষে] ধর্ম্মদ্বেষিগণকে "অসুর" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। উপেন্দ্র-পক্ষে তাহা সঙ্গত হইলেও, জয়পাল-পক্ষে তদ্দ্বারা কাহারা "ধর্ম্মদ্বেষী" বলিয়া সূচিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হইতে পারে নাই।

‡ ডাক্তার হল্‌জ্ লিখিয়া গিয়াছেন,—"The sense of this stanza seems to be that Jayapála supported the King of Prágjyotisa successfully against the King of Utkala." শ্লোকের মধ্যে এরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে উৎকলাধিপতির পরাজয়ের, এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতির সহিত সন্ধি-বন্ধনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ "**সমগ্রসমিত-সমিত্-সংকথা**" প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচায়ক হইলেও, যুদ্ধ-বাচক "সমিৎ"-শব্দ [অমরকোষ ২।৮।১০৬] অপরিচিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। জয়পালের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতির যুদ্ধসংক্রান্ত [সংকথা] বাদানুবাদ উপশমিত হইয়া গিয়াছিল।

(৭)

তাঁহার * অজাতশত্রুর † ন্যায় শ্রীমান্ বিগ্রহপাল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার [বিমল জলধারার ন্যায়] বিমল অসিধারায় শত্রু-বনিতাবর্গের [সধবা-জনোচিত] অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

(৮)

তিনি শত্রুবর্গকে গুরুতর বিপদ্-ভোগের পাত্র এবং সুহৃদ্বর্গকে যাবজ্জীবন ‡ সম্পৎ-সম্ভোগের পাত্র করিয়াছিলেন।

(৯)

সমুদ্রপত্নী [জহ্নুকন্যা] জাহ্নবীর ন্যায় হৈহয় [রাজ]-বংশ-ভূষণরূপা § লজ্জা নাম্নী [কন্যা] তাঁহার পত্নী হইয়াছিলেন। [সেই লজ্জাদেবীর] বিশুদ্ধ চরিত্র তদীয় পিতৃবংশে এবং পতি-বংশে পরম "পাবন-বিধি" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

---

* এই শ্লোকের "তৎসূনুঃ" কাহার পুত্রকে সূচিত করিতেছে, তৎসম্বন্ধে এসিয়াটিক্ সোসাইটির "সেণ্টিনারী রিভিউ"-পুস্তকের ইতিহাসাংশের পরিশিষ্টে ডাক্তার হরণ্লি [আমগাছি-লিপির সমালোচনা-প্রসঙ্গে] লিখিয়া গিয়াছেন,—"It seems clear from this grant that Vigrahapála was not a nephew, but a son of Devapála ; for the pronoun "his son" (*tat-súnuh*) must refer to the nearest preceding noun, which is Devapála. In the Bhágalpur-grant this reference is obscured through the interpolation of an intermediate verse in praise of Jayapála, which makes it appear as if Vigrahapála were a son of Jayapála."—**Centenary Review** Appendix II. P. 206. রচনা-রীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রথম বিগ্রহপালদেবকে দেবপালদেবের পুত্র বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। দেবপালদেবও অপুত্রক ছিলেন না। তাঁহার [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৫১-৫২ পংক্তিতে] রাজ্যপাল নামক তদীয় পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে পিতার জীবিতকালেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে [১৬ শ্লোকে] দেবপালের পরবর্ত্তী নরপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত। সকলেই তাঁহাকে প্রথম বিগ্রহপাল বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম বিগ্রহপালের একাধিক নামের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, যুবরাজ রাজ্যপালকে, শূরপালকে এবং প্রথম বিগ্রহপালকে, অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইলে, পালবংশীয় নরপালগণের প্রচলিত বংশাবলীর ভ্রমসংশোধন করিতে হইবে।

† যুধিষ্ঠির "অজাত-শত্রু" নামে সুপরিচিত। এখানে মগধাধিপতি বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুই সূচিত হইয়াছেন মনে করিয়া, ডাক্তার হল্‌জ্ লিখিয়া গিয়াছেন ;—"Vigrahapála himself became *Ajátaçatru i.e.*" 'one whose enemies have ceased to exist.' On this verbal play alone rests the comparison with King Ajátaçatru." এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

‡ "পুরুষায়ুষ-দীর্ঘানাং সম্পদাং" পুরুষের আয়ুকাল-স্থায়ী সম্পদের পরিচয় দান করে। "পুরুষের আয়ুঃ [শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ] শতবর্ষ বলিয়া সুপরিচিত,—তাহা এখানে "যাবজ্জীবন"-অর্থ জ্ঞাপন করিতেছে।

§ পালবংশীয় নরপালগণের "জাতি" কি ছিল, তাঁহাদের শাসন-লিপিতে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা কিরূপ বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহারই কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১০)

যিনি পৃথিবী-পালনার্থ দিক্‌পালগণকর্ত্তৃক * বিভক্ত-শ্রী [গুণসমূহ] † আত্ম-শরীরে ধারণ করিতেছেন, সেই পুণ্যোত্তর শ্রীমান্ নারায়ণপাল নামক পুত্রকে বিগ্রহপালদেব লজ্জাদেবীর গর্ভে জন্মদান করিয়াছিলেন। সেই পুত্র সমস্ত-সামন্ত-শিরোমণি-জ্যোতিঃ-সংস্পর্শ-সুশোভিত-পাদ-পীঠসংযুক্ত ন্যায়ার্জ্জিত ‡ রাজসিংহাসন আত্মচরিত্র-[জ্যোতিঃ]-সংস্পর্শে অলংকৃত করিতেছেন।

(১১)

চিত্তক্ষেত্রে পুরাণ-বর্ণিত পবিত্র বৃত্তান্তের ন্যায় প্রতীয়মান § নারায়ণপালদেবের [ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষরূপ] চতুর্ব্বর্গ-নিধানভূত পবিত্র চরিত্রের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিবার জন্য সকল মহীপালই ইচ্ছা করিয়া থাকেন।

(১২)

সজ্জন-মনোমোদিনী সু-উক্তি দ্বারা তিনি সাতিবাহন ¶ রাজাকে [সত্যাপিত] অকাল্পনিক সত্যপুরুষ বলিয়া, এবং দানশীলতায় [কর্ণ নামক] অঙ্গাধিপতির [দানশীলতার] কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া দিয়াছেন।

(১৩)

তাঁহার ইন্দীবরশ্যাম অসি-পত্র, রণস্থলে বিস্ফুরিত হইবার সময়ে, তাহাকে শত্রুগণ [ভয়াতি-শয্যে] পীতলোহিত-বর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া দর্শন করিত।

---

* "অষ্টাভি র্লোকপালানাং মাত্রাভি র্নির্ম্মিতো নৃপঃ।"
সুবিখ্যাত মল্লিনাথ এই স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। এখানে "লোকপাল"-শব্দ "দিক্‌পাল"-অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। মনুসংহিতায় [৭। ৩-৪] লোকপালগণের সংগৃহীত "মাত্রা" দ্বারা বিধাতাকর্ত্তৃক রাজা সৃষ্ট হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থ মস্য সর্ব্বস্য রাজান মসৃজৎ প্রভুঃ॥
ইন্দ্রানিলযমার্কানা মগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥

ইহাতেও অষ্ট-দিক্‌পালেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের যে পূজা প্রচলিত আছে, তাহাতে চন্দ্রসূর্য্যের পরিবর্ত্তে, ঈশান ও নিঋতি, এবং ব্রহ্মা ও অনন্ত নামক দুইটি অতিরিক্ত দিক্‌পালের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

† এই শ্লোকটি, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে, মহীপালদেবের এবং বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসনেও উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে "শ্রীর" পরিবর্ত্তে "গুণ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মনুসংহিতোক্ত "মাত্রা", এবং এই সকল তাম্রশাসনোক্ত "শ্রী" এবং "গুণ" একার্থ-বাচকরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

‡ "ন্যায়োপাত্ত"-শব্দে "উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত" বুঝিতে হইবে। ডাক্তার হল্‌জ্ সেই ভাবেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"He adorned with his deeds the inherited throne."

§ "চিতঃ পুরাণ-লিখিতানি" একটি সুকৌশল-বিন্যস্ত প্রয়োগের নিদর্শন।

¶ সাতিবাহন রাজার কাহিনী "কথাসরিৎসাগরে" দ্রষ্টব্য। অন্ধ্ররাজগণের "সাতবাহন" উপাধি "সাতি-

(১৪)

তিনি প্রজ্ঞাবলে এবং বাহুবলে জগদ্বাসিগণকে বিনীত করিয়া, নিয়ত অবিচলিতভাবে আত্মধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন;—তাঁহার নিকট অর্থিজন সমাগত হইলে, অত্যন্ত কৃতার্থ হইয়া যায়; আর কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারে না।

(১৫)

তাঁহার চরিত্রে বিচিত্র [বিরুদ্ধ] গুণ-সমাবেশ * দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি [ঐশ্বর্য্য-গৌরবে] শ্রীপতি [লক্ষ্মীপতি] হইলেও, [অমলিন-কর্ম্মপরায়ণ বলিয়া] অ-কৃষ্ণ-কর্ম্মা;—বিদ্বদ্বর্গের অধিনায়ক হইলেও, [ভোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী বলিয়া] মহাভোগী;—প্রতাপে অনল-সদৃশ [অগ্নিতুল্য] বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, [কার্য্যকালে] পুণ্যশ্লোক নলের তুল্য বলিয়াই সুপরিচিত।

(১৬)

তদীয় শরচ্চন্দ্র-মরীচিবৎ শুভ্র যশঃ † ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন, [তাহা অতি শুভ্র বলিয়াই] রুদ্রদেবের [সুবিখ্যাত শুভ্র] অট্টহাস্যও ‡ তাহার শোভাকে ধারণ করিতে পারিতেছে না; এবং [তদীয় যশোরাশির প্রভাতিশয্যে] সিদ্ধাঙ্গনাগণের মস্তকার্পিত [শুভ্র] কেতকীমালাও দীর্ঘকাল দৃষ্টিগোচর না হইয়া, কেবল অলি-গুঞ্জন-রবেই অনুমেয় হইয়া রহিয়াছে।

(১৭)

দুই ব্যক্তি দুই ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন,—"আমার পক্ষে তপস্যা এবং তোমার পক্ষে রাজ্য", —সগর রাজা ভগীরথকে এইরূপ বলিয়াছিলেন; বিগ্রহপালদেবও § নারায়ণপালদেবকে এইরূপ বলিয়াছিলেন।

বাহনের" নামান্তর বলিয়া বোধ হয়। যে "বৃহৎকথা" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে "কথাসরিৎসাগর" রচিত হইয়াছিল, তাহার রচয়িতা গুণাঢ্য "সাতবাহন" রাজার সভাসদ ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে।

* নারায়ণপালদেবের চরিত্রে এইরূপ 'বিরুদ্ধগুণ-সমাবেশ' দেখিতে পাওয়া যায়। রামচরিত্র-বর্ণনায় কবিগুরু ইহার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই শ্লোকোক্ত "অ-কৃষ্ণ-কর্ম্মা"-পদের ব্যাখ্যায় ডাক্তার হলজ্‌ লিখিয়াছেন,—did not commit black deeds, (did uot act like Krishna) কিন্তু কৃষ্ণ-নিন্দা রাজকবির অভিপ্রেত ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

† "মালিন্যং ব্যোম্নি পাপে যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্ত্যোঃ" ইত্যাদি সাহিত্যদর্পণোক্ত [সপ্তম পরিচ্ছেদ] "কবিসময়-খ্যাতানি" স্মরণীয়।

‡ রুদ্রদেবের অট্টহাস্য অতি শুভ্র বলিয়াই পরিচিত। তজ্জন্য অতি শুভ্র কৈলাস-গিরিকে তাহার সহোদর বলিয়া বর্ণনা করিবার পরিচয় সাহিত্যদর্পণে [১০।৬৯৭] প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"বিমল এব রবির্বিশদঃ শশী প্রকৃতি-শোভন এব হি দর্পণঃ।
শিবগিরিঃ শিবহাস-সহোদরঃ সহজ-সুন্দর এব হি সজ্জনঃ॥

§ ইহাতে পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, বিগ্রহপালদেবের বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গরুড়স্তম্ভ-লিপি।

[বাদাল-প্রস্তরলিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদাল নামক স্থানে কোম্পানী-বাহাদুরের একটি কুঠীবাড়ী বর্ত্তমান ছিল। তাহার অধ্যক্ষ [স্যর] চার্লস্ উইল্‌কিন্স ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের শীতকালে বাদালের তিন মাইল দূরবর্ত্তী একটি বনভূমির মধ্যে [প্রায় দ্বাদশ ফুট উচ্চ একটি ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তর-স্তম্ভের গাত্রে] এই পুরাতন প্রশস্তি উৎকীর্ণ থাকিবার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে, এই স্তম্ভ-লিপির কথা ক্রমে বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত হইয়াছে। বাদালের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া, ইহা "বাদাল-প্রস্তরলিপি" নামে কথিত হইত। ইহা বাদাল অপেক্ষা মঙ্গলবারি-হাটের অধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া, "মঙ্গলবারি-প্রস্তরলিপি"-নামেও কথিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই প্রশস্তি একটি গরুড়-স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে বলিয়া, ইহা "গরুড়স্তম্ভ-লিপি" নামেই কথিত হইবার যোগ্য।

আবিষ্কার-কাহিনী।

এই স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইবার পর, মালদহের কুঠীর অধ্যক্ষ জর্জ উড্‌নী [১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে] এবং মালদহের অন্তর্গত গুয়ামালতী কুঠীর অধ্যক্ষ ক্রেটন্ [১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে] পরিদর্শন করিতে আসিয়া, স্তম্ভ-গাত্রে আপন আপন নাম উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন; তাহা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উইল্‌কিন্স ভিন্ন, আর কাহারও, তৎকালে পাঠোদ্ধার-সাধনের চেষ্টা করিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উইল্‌কিন্স কিরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা আর জানিবার উপায় নাই। তিনি ইংরাজী ভাষায় যে মর্ম্মানুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই [১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে] এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় * প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই মর্ম্মানুবাদ পাঠে জানিতে পারা যায়,—উইল্‌কিন্স সকল শ্লোকের বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। [১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে] দিনাজপুরের কলেক্টর ওয়েষ্টমেকট্ পণ্ডিতবর হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত একটি পাঠ প্রেরণ করায়, [শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষজকৃত ইংরাজী অনুবাদ সহ] তাহা সোসাইটীর পত্রিকায় † প্রকাশিত হইয়া, নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইতেছিল। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সপ্তম এবং ত্রয়োদশ শ্লোক ভিন্ন, আর একটি শ্লোকও

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

---

* **Asiatic Researches** Vol. I., pp. 133-144.

† **J. A. S. B.** 1874.

৭০ পৃষ্ঠা।

গরুড় স্তম্ভ-লিপি।

যথাযথভাবে উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই ; বরং অধিকাংশ স্থলেই, স্বকপোল-কল্পিত পাঠ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের অধ্যবসায়বলে একটি মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। *

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

যাঁহারা এই প্রস্তর-লিপির পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইহার ব্যাখ্যা-কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিতে অসমর্থ হইয়া, অনেকেই প্রকৃত ব্যাখ্যার সন্ধানলাভ করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের উদ্ধৃত পাঠেও দুই এক স্থলে সংশয়ের অভাব ছিল না। অনুসন্ধান-সমিতি উপর্য্যুপরি এই স্তম্ভ-লিপির পাঠ সংকলনের চেষ্টা করিয়া, এবং স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির সহিত প্রচলিত পাঠ মিল করিয়া দেখিয়া, একটি বিশুদ্ধ পাঠ মুদ্রিত করিয়া, বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই লিপির সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকিলেও, এ পর্য্যন্ত ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

লিপি-পরিচয়।

এই প্রস্তর-স্তম্ভটি এক দিকে ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে, এবং ইহার বজ্রদীর্ণ শীর্ষভাগ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য ইহার মূলদেশে সম্প্রতি একটি ইষ্টক-বেদিকা সংযুক্ত হইয়াছে। তাহার পরিধি ১৮ ফুট ১০ ইঞ্চ। বেদিকা-সংলগ্ন প্রস্তরস্তম্ভ-মূলের পরিধি ৫ ফুট ১০ ইঞ্চ। বেদিকার উপর হইতে ১ ফুট ৪ ইঞ্চ উর্দ্ধে প্রস্তর-লিপিটি সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। তাহা সংস্কৃতভাষা-নিবদ্ধ অষ্টাবিংশতি-পংক্তি-বিন্যস্ত অষ্টাবিংশতি-শ্লোকাত্মক ক্ষুদ্র কাব্য বলিয়া কথিত হইতে পারে। পংক্তিগুলি প্রায় ১ ফুট ৯ ইঞ্চ দীর্ঘ, অক্ষরের আয়তন অর্দ্ধ ইঞ্চ হইবে। ১।২।২৩।২৫।২৭ সংখ্যক শ্লোকের কোন কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; অন্যান্য অক্ষরাবলী যেরূপ সুদৃশ্য, সেইরূপ সুখপাঠ্য। স্তম্ভটি এক অখণ্ড কৃষ্ণাভ ধূসর প্রস্তরে নির্ম্মিত ; তাহার সর্ব্বাঙ্গে যে "বজ্রলেপ" সংযুক্ত ছিল, স্থানে স্থানে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। তথাপি স্তম্ভ-গাত্র বিলক্ষণ মসৃণ। এই প্রস্তর-লিপিতে যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ উল্লিখিত আছে, তাহা বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য।

প্রশস্তি-পাঠ।

১ * * : শাণ্ডিল্যবংশেভূদ্বীরদেব স্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালো নাম তদ্গোত্রে গর্গ স্তস্মাদজায়ত ॥ (১)

---

* **Epigraphia Indica,** Vol. II., pp. 160-167.

(১) অনুষ্টুভ্। "বংশে" প্রস্তর-লিপিতে সকল স্থলেই "বশে" রূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

शक्रः पुरोदिशि पति र्न दिगन्तरेषु
तत्रापि दैत्यपतिभि र्जित एव
२ [सत्य]:
धर्म्मः कृत स्तदधिप स्त्वखिलासु दिक्षु
स्वामी मयेति विजहास बृहस्पतिं यः ॥ (২)
पत्नीच्छानाम तस्यासी दिच्छे वान्त-र्व्वि वर्त्तिनी।
निसर्ग-निर्म्मल-स्निग्धा कान्ति श्चन्द्र-
३ मसो यथा ॥ (৩)
विद्या-चतुष्टय-मुखाम्बु-रुहात्त-लक्ष्मा
नैसर्गिकोत्तम-पदा-धरित-त्रिलोकः।
सूनु स्तयोः कमल-योनि रिव द्विजेशः
श्रीदर्भपाणि रिति नाम निज न्दधा-
४ *नः ॥ (8)*
आरेवा-जनकान्मतङ्गज-मद-स्तिम्यच्छिला-संहते-
रागौरी-पितु-रीश्वरेन्दु-किरणैः पुष्यत् सितिम्नो गिरेः।
मार्त्तण्डास्तमयोदयारुण-जलादावारि-रा-
५ शि-द्वयात्
नीतया यस्य भुवं चकार करदां श्रीदेवपालो नृपः ॥ (৫)
मात्यन्नाना गजेन्द्र-स्रवदनवरतोद्दाम-दान-प्रवाहो-
न्मृष्ट-क्षोणी-विसर्पि-प्रबल-
६ घनरजः-सम्वृताशावकाशं।
दिक्-चक्रायात-भूभृत्-परिकर-विसरद्वाहिनी-दुर्व्विलोक-
स्तस्थौ श्रीदेवपालो नृपति रवसरापेक्षया द्वारि
৩ यस्य ॥ (৬)

---

(২) বসন্ততিলক। অধ্যাপক কিল্‌হর্ন "কৃতস্তধিপ" পাঠ মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন।

(৩) অনুষ্টুভ্।

(৪) বসন্ততিলক।

(৫) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। "সংহতে" প্রস্তর লিপিতে 'সজ্যতে" রূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

(৬) স্রগ্ধরা। "সম্বৃতাশাবকাশং" প্রথমে "সম্বৃতাশাবিকাশং" রূপে উৎকীর্ণ হইয়া, পরে সংশোধিত হইয়াছিল; প্রস্তর-স্তম্ভে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

दृष्ट्वा प्रसन्नमुडुप-च्छवि-पीठ मग्रे
यस्यासनं नरपतिः सुरराजकल्पः।
नाना-नरेन्द्र-मुकुटाङ्कित-पादपांसुः
सिंहासनं सच-
८ कितः स्वय मामसाद ॥ (৭)
तस्य श्रीशर्कारादेव्या मन्नेः सोम इव द्विजः।
अभूत् सोमेश्वरः श्रीमान् परमेश्वर-वल्लभः ॥ (৮)
न भ्रान्तं विकटं
९ धनञ्जय-तुला मारुह्य विक्रामता
वितरान्यर्थिषु वर्षता स्तुति-गिरो नोद्‌गर्व्वं माकर्षिना:।
नैवोक्ता मधुरं बहु-प्रणयिनः सम्वल्गिताश्च श्रि-
१० या
येनैवं स्वगुणै र्जगद्विसदृशै श्चक्रे सतां विस्मयः ॥ (৯)
शिव इव करं शिवाया हरिरिव लक्ष्म्या गृहाश्रम-प्रेप्सुः।
अनुरूपाया विधि-
११ वत् रन्नादेव्याः स जग्राह ॥ (১০)
आसन्नाजिह्म-राजद्वहल-शिखिशिखा-चुम्बि-दिक्‌चक्रवालो
दुर्व्वार-स्फारशक्तिः स्वरस-परिणता-शेष-विद्या-
१२ प्रतिष्ठः।
ताभ्यां जन्म प्रपेदे त्रिदशजन-मनो-नन्दनः स्व-क्रियाभिः
श्रीमान् केदारमिश्रो गुह इव विकसज्ज्ञातरूप-प्रभावः ॥ (১১)

---

(৭) বসন্ততিলক। অধ্যাপক কিলহর্ণ "দকৃচা"-পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। "পাংসু"-শব্দ প্রস্তর-স্তম্ভে পাম্সু-রূপে, এবং সিংহাসনং-শব্দটি সিহাংসনং রূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

(৮) অনুষ্টুভ্।

(৯) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। এই শ্লোকের "মধুরং বহুপ্রণয়িনঃ" প্রস্তরস্তম্ভে "মধুরম্বহুপ্রণয়িনঃ"-রূপে, "ভ্রান্তং বিকটং" ভ্রান্তম্বিকটং-রূপে এবং "সতাং বিস্ময়ঃ" সতাম্বিস্ময়ঃ-রূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

(১০) আর্য্যা।

(১১) স্রগ্ধরা।

१३ सन्नद्दर्शन-सम्प्रीतान् चतुर्व्विद्या-पयोनिधीन्।
जहासागस्त्य-सम्पत्ति मुद्गिरन् बाल एव यः॥ (১২)
उत्कीलितोत्कलकुलं हृत-हूणगर्व्वं
खर्व्वीकृ-

१४ त-द्रविड़-गुर्ज्जर-नाथ-दर्पं।
भूपीठ-मब्धि-रशनाभरणं बुभोज
गौड़ेश्वर श्चिर मुपास्य धियं यदीयां॥ (১৩)
स्वयमपह्नतवित्तानर्थिनो यो-

१५ नुमेने
द्विषदि सुहृदि चासीन्निर्व्विवेकी यदात्मा।
भवजलधि-निपाते यस्य भीस्त्रपा च
परिमृदित-कषा(षा)यो यः परे धाम्नि रेमे॥ (১৪)
यस्ये-

१६ ज्यासु बृहस्पति-प्रतिकृतिः श्रीशूरपालो नृपः
साक्षादिन्द्र इव चताप्रियबलो गत्वैव भूयः स्वयं।
नानाम्भोनिधि-मेखलस्य जगतः

१७ कल्याण-सङ्गी (?)चिरं
श्रद्धाम्भः-प्लुत-मानसो नत-शिरा जग्राह पूत स्पयः॥ (১৫)
देवग्राम-भवा तस्य पत्नी वव्वाभिधाऽभवत्।
अतुल्या चलया ल-

१८ क्ष्म्या सत्या चाप्य[नपत्य]या॥ (১৬)

---

(১২) অনুষ্ঠুভ্। "মুদ্গিরন্ বাল এব" প্রস্তরস্তম্ভে "মুদ্গিরম্বাল এব"-রূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

(১৩) বসন্ততিলক।

(১৪) মালিনী।

(১৫) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। এই শ্লোকের "কল্যাণসঙ্গী"-শব্দ কল্যাণ"শংসী"-রূপে পাঠ করিবার জন্য অধ্যাপক কিলহর্ণ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রস্তর-স্তম্ভে কিন্তু দন্ত্য স আছে। তথাপি "শংসী"-পাঠ গ্রহণ করিলে, অর্থ-সঙ্গতি সুরক্ষিত হয় বলিয়া, তাহাই গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তর-স্তম্ভের "সঙ্গী"-শব্দ "সঙ্গী"-রূপেও প্রতিভাত হয়।

(১৬) অনুষ্ঠুভ্। বন্ধনী-মধ্যস্থ তিনটি অক্ষর কিছু অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

सा देवकीव तस्मात् यशोदया स्वीकृतं पतिं लक्ष्म्याः।
गोपाल-प्रियकारक मसूत पुरुषोत्तमं तनयं॥ (১৭)

১৯ जमदग्नि-कुलोत्पन्नः सम्यक्क्षत्र-चिन्तकः।
यः श्रीगुरवमिश्राख्यो रामो राम इवापरः॥ (১৮)
कुशलो गुणवान् विवेक्तुं विजिगीषु र्यन्नृप-

২০ श्च बहुमेने।
श्रीनारायणपालः प्रशस्ति रपरास्तु का तस्य॥ (১৯)
वाचा स्वैभव मागमेष्वधिगमं नीतेः परां निष्ठतां
वेदार्थानुगमा-दसी-

২১ ममहसो वंशस्य सम्बन्धितां।
आसक्तिं गुणकीर्त्तनेषु महतां निष्णाततां ज्योतिषो
यस्यानल्पमते रमेय यशसो धर्म्मावतारोऽवदत्॥ (২০)

২২ यस्मिन् मिथः श्रीश्रुति वागधीशे
विहाय वैराणि निसर्ग्गजानि।
उभे स्थिते सख्यमिवादि(धि)गन्त्वा-
वेकत्र लक्ष्मीश्च सरस्वती च॥ (২১)
शास्त्रानुशील-

২৩ न-गभीरगुणै र्वचोभि-
र्व्विद्वत्-सभासु परवादि-मदावलेपः।
उद्वासितः सपदि येन युधि द्विषाञ्च
निस्सीम-विक्रम-धनेन [भ]टाभिमानः॥ (২২)

---

(১৭) আর্য্যা।
(১৮) অনুষ্টুভ্।
(১৯) আর্য্যা।
(২০) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। "আসক্তিং গুণকীর্ত্তনেষু" প্রস্তর-স্তম্ভে "আসক্তিঙ্গুণকীর্ত্তনেষু" রূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।
(২১) উপজাতি। প্রস্তর-স্তম্ভে "সখ্যমিবাদি" উৎকীর্ণ আছে।
(২২) বসন্ততিলক।

२४ [आविर्ब्बभू]व सहसैव फलं न यस्य
य स्ताद्दयं व्यधित कर्णसुख न किञ्चित् ।
यत् प्राप्य दानपति मर्थिजनोन्य मेति
तत् केलिदानमपि यस्य न जातु

२५ * * ॥ (२७)
अतिलोमहर्षणेषु कलियुग-वाल्मीकि-जन्म-पिशुनेषु ।
धर्म्मेतिहासपर्व्वसु पुण्यात्मा यः श्रुती व्यंग्रहणोत् ॥ (२४)
असिन्धु-प्रहृता यस्य स्वर्धुनी

२६ * * [धा]।
वाणी प्रसन्न-गम्भीरा धिनोति च पुनाति च ॥ (२৫)
पितृत्वं स्वय मास्थाय पुत्रत्व मगमत् स्वयं ।
ब्रह्मेति पुरुषान् यस्य वंशे यस्य प्रपेदिरे ॥ (२৬)
शोभो
* * * * स्वकीय-वपुषो लोकेक्षण-ग्राहिणि
स्वाभिप्राय इवातुलोन्नतिमति स्वप्रेमबन्ध-स्थिरे ।
स्पष्टं शल्य इवार्पिते कलि-हृदि स्तम्भेन ते-

२८ [न] * *
* * * फणिनां हरेः प्रियसख स्तार्क्ष्यीय मारोपितः ॥ (२৭)
भ्रान्त्वा दिगन्त मखिलं गत्वा पातालमूल मप्यस्मात्
यश इ [ह] तस्योत्तस्थौ हृताहि-गरुड़च्छलादमल[म् ॥] (२৮)

२৯ सूत्रधारविष्णुभद्रेण* प्रशस्ति रुत्कीर्णा ॥

---

(২৩) বসন্ততিলক।
(২৪) আর্য্যা।
(২৫-২৬) অনুষ্টুভ্।
(২৭) শার্দ্দুল-বিক্রীড়িত।
(২৮) আর্য্যা।
* বিষ্ণুভদ্র আপন নাম উৎকীর্ণ করিতে গিয়া, ভ-অক্ষরটি উৎকীর্ণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; পরে ঐ অক্ষরটি নীচে বসাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গানুবাদ।

(১)

শাণ্ডিল্যবংশে * [বিষ্ণুঃ ?], † তদীয় অন্বয়ে বীরদেব, তদ্‌গোত্রে পাঞ্চাল, এবং পাঞ্চাল হইতে [তৎপুত্র] গর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২)

সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিতেন যে,—[শক্র] ইন্দ্রদেব কেবল পূর্ব্বদিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না ; [কিন্তু বৃহস্পতির ন্যায় মন্ত্রী থাকিতেও] তিনি সেই একটিমাত্র দিকেও [সদ্যঃ] ‡ দৈত্যপতিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ; [আর] আমি সেই পূর্ব্বদিকের § অধিপতি ধর্ম্ম || [নামক] নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।

(৩)

নিসর্গ-নির্ম্মল-স্নিগ্ধা চন্দ্রপত্নী কান্তিদেবীর ¶ ন্যায়, অন্তর্ব্বিবর্ত্তিনী ইচ্ছার অনুরূপা, তাঁহার ইচ্ছানাম্নী পত্নী ছিলেন।

---

* এই বংশোদ্ভব গুরব মিশ্র [অষ্টাদশ শ্লোকে] "জমদগ্নিকুলোৎপন্ন" বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, এই বংশ রাঢ়ী-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজের সুপরিচিত শাণ্ডিল্য-বংশ হইতে পৃথক্ বলিয়াই বোধ হয়।

† এই শ্লোকের প্রথম দুইটি অক্ষরে একটি বিসর্গান্ত শব্দে যে বীজি-পুরুষের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার বিসর্গ-চিহ্ন মাত্রই বর্ত্তমান আছে। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ তাহাকে "বিষ্ণু" বলিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু এরূপ অনুমানের কারণ কি, তাহা প্রতিভাত হয় না।

‡ দ্বিতীয় চরণের শেষেও দুইটি অক্ষরে একটি বিসর্গান্ত শব্দ উৎকীর্ণ ছিল ; তাহারও বিসর্গ-চিহ্ন মাত্রই অবশিষ্ট আছে। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ তৎসম্বন্ধে কোন রূপ অনুমানের অবতারণা করেন নাই। অন্বয়, অর্থ এবং ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এই বিলুপ্ত শব্দটিকে [সদ্যঃ] বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

§ অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ ধৃত [ধর্ম্মঃ ক্রমবদ্দধিপ' স্থলে] "ধর্ম্মঃ ক্রমবদ্ধধিপঃ"-পাঠ লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শন বলিয়াই বোধ হয়। পালবংশীয় নরপালগণ প্রথমে বঙ্গদেশে অধিকার লাভ করিয়া, পরে মগধ জয় করিবার যে কিংবদন্তী তারানাথের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, "নদধিপ" শব্দে তাহা সমর্থিত হইতেছে। পাল-নরপালগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, এই বিশেষণ হইতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

|| এই শ্লোকোক্ত ধর্ম্ম নামক রাজা ইতিহাস-বিখ্যাত ধর্ম্মপাল। তাঁহার [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসন তদীয় বিজয়-রাজ্যের [দ্বাত্রিংশদ্বর্ষীয় দ্বাদশ মার্গ দিনে] পাটলিপুত্রের জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিজয়-রাজ্যের ষড়্-বিংশতিবর্ষে বুদ্ধগয়াধামে তাঁহার নামাঙ্কিত একটি প্রস্তর-লিপি [কেশব-প্রশস্তি] উৎকীর্ণ হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও পালবংশীয় নরপালগণের শাসন-ক্ষমতা মগধে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ধর্ম্মপালের পিতা গোপালদেবকে প্রকৃতিপুঞ্জ "মাৎস্য-ন্যায়" দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ধর্ম্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৩য় শ্লোকে] উল্লিখিত আছে। তারানাথের গ্রন্থেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গরুড়-স্তম্ভ-লিপির এই শ্লোকের বর্ণনায়, ধর্ম্মপালের সময়েই [তাঁহার মন্ত্রিবর গর্গের মন্ত্রণা-বলে] মগধাদি অন্যান্য প্রদেশে পাল-সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

¶ অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ "কান্তি"-শব্দে চন্দ্রের "শোভাকেই" গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু দাম্পত্য-সম্পর্ক বর্ণনা করিবার সময়ে, সেরূপ সাধারণ অর্থে "কান্তি"-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মপালের [খালিম-

(৪)

বেদচতুষ্টয়রূপ-মুখপদ্ম-লক্ষণাক্রান্ত, স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট পদগৌরবে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, কমল-যোনি ব্রহ্মার ন্যায়, তাঁহাদের দ্বিজোত্তম * পুত্র, † নিজের "শ্রীদর্ভপাণি" এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

(৫)

সেই দর্ভপাণির নীতি-কৌশলে ‡ শ্রীদেবপাল [নামক] নৃপতি মতঙ্গজ-মদাভিষিক্ত-শিলা-সংহতিপূর্ণ রেবা [নর্ম্মদা] নদীর জনক [উৎপত্তিস্থান বিন্ধ্যপর্ব্বত] হইতে [আরম্ভ করিয়া] মহেশ-ললাট-শোভি-ইন্দু-কিরণ-শ্বেতায়মান গৌরীজনক [হিমালয়] পর্ব্বত পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদয়াস্ত-কালে অরুণরাগ-রঞ্জিত [উভয়] জল-রাশির আধার পূর্ব্ব-সমুদ্র এবং পশ্চিম-সমুদ্র [মধ্যবর্ত্তী] সমগ্র ভূভাগ কর-প্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(৬)

নানা-মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণিতল§-বিসর্পি-ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিক্‌চক্রাগত-ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমান সেনাসমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্ব্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল [নামক] নরপাল [উপদেশ গ্রহণের জন্য] দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায়, তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন।

পুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [পঞ্চম শ্লোকে] তাঁহার মাতা "শ্রীনাম্নীবিব রোহিণী" বলিয়া বর্ণিতা। এখানেও, শব্দান্তরের সাহায্যে, সেইরূপ উপমাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পুরীধামের লোকনাথ-মন্দিরের প্রাঙ্গনে চন্দ্র-মূর্ত্তির দক্ষিণে, চন্দ্র-পত্নী কান্তি-দেবীর মূর্ত্তি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রেও তাহার নির্দ্দেশ আছে। যথা—

"চন্দ্রঃ শ্বেতবপুঃ কার্য্যঃ শ্বেতাম্বরধরঃ প্রভুঃ।
চতুর্ব্বাহুর্ম্মহাতেজাঃ সর্ব্বাভরণ-ভূষিতঃ॥
কুমুদৌ চ সিতৌ কার্য্যৌ তস্য দেবস্য হস্তয়োঃ।
কান্তির্ম্মূর্ত্তিমতী কার্য্যা তস্য পার্শ্বে তু দক্ষিণে॥"

* অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ এই শ্লোকের "দ্বিজেশ"-শব্দের চন্দ্র-বাচক অর্থ গ্রহণ করিয়া, [**Epigraphia Indica** Vol. II, p. 3.] লিখিয়া গিয়াছেন " and the epithet *dvijesha*, applied to him, besides suggests, that he was like the Moon" কিন্তু যে কবি [পূর্ব্ব-শ্লোকেই] দর্ভপাণির মাতাকে চন্দ্র-পত্নীর সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন, সেই কবি, তাহা বিস্মৃত হইয়া, [পর-শ্লোকে] দর্ভপাণির জন্য চন্দ্র-বাচক "দ্বিজেশ"-বিশেষণের চিন্তা করিতেই পারিতেন না। এখানে "দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ" বুঝাইবার জন্যই দ্বিজেশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

† [সূনুঃ] কর্তৃপদের [আসীৎ] ক্রিয়া পদ উহ্য থাকায়, "দধান"-শব্দই ক্রিয়া-পদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিতেছে। এরূপ প্রয়োগ সংস্কৃত-সাহিত্যে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

‡ নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৫–৬ শ্লোকে] দেবপালের ভ্রাতা জয়পাল নামক বিজয়ী বীর পুরুষের বাহুবলই সাম্রাজ্য-বিস্তারের একমাত্র সহায় বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাহার সহিত যে নীতি-কৌশলেরও সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, এই শ্লোকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ ধরণি-বিজ্ঞাপক "ক্ষোণী"-শব্দ বৈদিক-সাহিত্যে [ঋগ্বেদ ১।৫৪।১] দেখিতে পাওয়া যায়। লৌকিক-সাহিত্যে "ক্ষৌণী" এবং "ক্ষোণী"-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অমর কোষের [২।১।২]

(৭)

সুররাজকল্প [দেবপাল] নরপতি [সেই মন্ত্রিবরকে] অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী * [মহার্হ] আসন প্রদান করিয়া, নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংসু হইয়াও, স্বয়ং সচকিত † ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।

(৮)

অত্রি হইতে ‡ যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার এবং শর্করা দেবীর পরমেশ্বর-বল্লভ § শ্রীমান্ সোমেশ্বর [নামক] পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

(৯)

তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত [উচ্চ] স্থানে আরোহণ করিয়াও, *[বিক্রম প্রকাশের পাত্রাপাত্র-বিচার-সময়ে ধনঞ্জয়ের ন্যায়]* ভ্রান্ত বা নির্দ্দয় হইতেন না; তিনি অর্থিগণকে বিত্তবর্ষণ করিবার সময়ে, [তাহাদের মুখের] স্তুতি-গীতি শ্রবণের জন্য উদগর্ব্ব

"ধরা-ধরিত্রী-ধরণী-ক্ষৌণী-জ্যা-কাশ্যপী-ক্ষিতিঃ"

স্মরণীয়। এই শ্লোকের বর্ণনা-কৌশলে রাজ-ভবনের নিকটেই মন্ত্রি-ভবন অবস্থিত থাকিবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে গরুড়-স্তম্ভটি অদ্যাপি তাহার পুরাতন প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দণ্ডায়মান আছে, তাহা যে মন্ত্রি-ভবনের একাংশমাত্র, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবার কারণ নাই; সুতরাং রাজধানীও তাহার অনতিদূরেই বর্ত্তমান ছিল।

* "উড়ুপচ্ছবি-পীঠং" এই বিশেষণের "উড়ুপ"-শব্দের অর্থ—চন্দ্র। এরূপ অর্থে "উড়ুপ"-শব্দের প্রয়োগ কাব্যাদিতে বিরল হইলেও, নক্ষত্র-বাচক উড়ু-শব্দের প্রয়োগ জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপরিচিত। মহাভারতে [বনপর্ব্ব] চন্দ্র-বাচক "উড়ুপ"-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা —

"অপশ্যদ্বদনং তস্য রশ্মিবন্তমিবোড়ুপম্।"

† প্রবল পরাক্রান্ত পাল-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে [স্বকীয় মন্ত্রিবরের সম্মুখে] দেবপালদেবের "সচকিত ভাবে" উপবেশন করিবার কারণ কি, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক দেবপালের পিতামহ গোপালদেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত হইবার কথা স্মরণ করিলে, লোক-নায়ক মন্ত্রিগণকেই [King-maker] রাজ-নির্ব্বাচনকারী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। "সচকিত"-শব্দের প্রয়োগে [ইঙ্গিতে] সেই ঐতিহাসিক-তত্ত্ব সূচিত হইয়া থাকিতে পারে নচেৎ কেবল মন্ত্রিবরের প্রতি পদোচিত সম্মান-প্রদর্শন-বিজ্ঞাপনার্থ "সচকিত"-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহাতে বৌদ্ধ-নরপালগণের শাসন-সময়ে বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণের সমুচিত পদমর্য্যাদার অভাব না থাকিবারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ "অগ্রে"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন,— first offered to him a chair of state মন্ত্রিবংশের কিরূপ প্রাধান্য ছিল, ইহাতেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

‡ সপ্তর্ষির একতম ঋষি অত্রির নয়ন হইতে ধ্যান-পরম্পরা-পরিণত-পরম-জ্যোতিরূপে চন্দ্র আবির্ভূত হইবার যে পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, এই শ্লোকে এবং লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

§ "পরমেশ্বর-বল্লভ"-শব্দ দ্ব্যর্থ;— [সোমেশ্বর পক্ষে] "রাজার প্রিয়", [চন্দ্রপক্ষে] "মহাদেবের প্রিয়।"

হইতেন না ; তিনি ঐশ্বর্য্যের দ্বারা বহু বন্ধুজনকে [সংবল্গিত] নৃত্যশীল * করিতেন ; [বৃথা] মধুরবচন-প্রয়োগেই তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেন না। [সুতরাং] এই সকল জগদ্-বিসদৃশ-স্বগুণগৌরবে তিনি সাধুজনের বিস্ময়ের উৎপাদন করিয়াছিলেন।

(১০)

শিব যেমন শিবার, [এবং] হরি যেমন লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ গৃহাশ্রম-প্রবেশ-কামনায় আত্মানুরূপা রল্লাদেবীকে † যথাশাস্ত্র [পত্নীরূপে] গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১১)

তাঁহাদিগের কেদারমিশ্র নামে তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভ কার্ত্তিকেয়-তুল্য ‡ [এক] পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার [হোমকুণ্ডোত্থিত] অবক্র-ভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নি-শিখাকে চুম্বন করিয়া, দিকৃচক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাঁহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দ্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ-পরিণত অশেষ বিদ্যা [যোগ্যপাত্র পাইয়া] তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। তিনি স্ব-কর্ম্মগুণে দেব-নরের হৃদয়-নন্দন হইয়াছিলেন। §

---

* গতিবোধক বল্গ ধাতু হইতে "সংবল্গিত" হইয়াছে। অশ্বের গতিবিশেষ "বল্গিত" নামে পরিচিত। ইহার ভাবার্থ, "নৃত্যশীল" বলিয়া গৃহীত হইল।

† পণ্ডিত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "তরলাদেবী" পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। উইল্‌কিন্সের ইংরাজী অনুবাদে "রম্নাদেবী" পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পাঠ [রল্লা] স্তম্ভগাত্রে স্পষ্টাক্ষরে উৎকীর্ণ আছে। এই নাম এ কালের পক্ষে রুচিকর না হইলেও, সেকালে সুপরিচিত ছিল বলিয়াই, ইহার ব্যুৎপত্তি রঘুনাথ-চক্রবর্ত্তী-কৃত অমর-টীকায় ব্যাখ্যাত আছে। "রল্লা" শব্দের অর্থ, রমণীয়া—ইচ্ছাবিবর্দ্ধিনী।

‡ এই শ্লোকে এক অর্থে কার্ত্তিকেয়কে, অন্য অর্থে কেদারমিশ্রকে, সূচিত করিবার জন্য অনেকগুলি দ্ব্যর্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মিশ্র-পক্ষে "শিখি-শিখা" হোমাগ্নিশিখা ; কার্ত্তিকেয়-পক্ষে "ময়ূর-পিচ্ছ"। মিশ্র-পক্ষে "স্ফার-শক্তি" বাহুবল ; কার্ত্তিকেয়-পক্ষে "শক্তি"নামক অস্ত্র। মিশ্র-পক্ষে "বিদ্যা" জ্ঞান ; কার্ত্তিকেয়-পক্ষে "মাতৃকাগণ"। মিশ্র-পক্ষে "স্বক্রিয়া" যাগ যজ্ঞ ; কার্ত্তিকেয়-পক্ষে "অসুর-নিপাত"। মিশ্র-পক্ষে "জাতরূপ" প্রশস্তরূপ ; কার্ত্তিকেয়-পক্ষে "কাঞ্চন"—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, শ্লিষ্ট-প্রয়োগ-কৌশল বুঝিতে পারা যাইবে। কার্ত্তিকেয়ের ধ্যানের সঙ্গেও ইহার কিছু সম্পর্ক আছে। যথা—

"কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি-সংস্থিতং।
তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভং শক্তি-হস্তং বর-প্রদং।
দ্বিভুজং শত্রু-হন্তারং নানালঙ্কার-ভূষিতং।
প্রসন্ন-বদনং দেবং সর্ব্ব-সেনা-সমাবৃতম্।"

§ এই শ্লোকের প্রথম-চরণোক্ত সমাসান্ত পদটি অধ্যাপক কিলহর্ণ কর্ত্তৃক ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। তিনি ইহাকে ব্যাকরণ-দুষ্ট বলিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,—"As regards grammar I need draw attention only to the first compound in verse 11, which is formed incorrectly." "শিখি-শিখা দিক্-চক্রবালকে চুম্বন করিতেছে" বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, ব্যাকরণ-দোষ সঙ্ঘটিত হইতে পারে ; কিন্তু কবি বলিয়াছেন,—"দিকৃচক্রবালই শিখি-শিখা চুম্বন করিতেছে।" হোমাগ্নি-শিখা [অজিহ্ম] অবক্র হইলে, "যোগ-ক্ষেম" সূচিত করে। অধ্যাপক কিলহর্ণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,—"None of the ordinary meanings of *ajimha* appears very appropriate". "অজিহ্ম"-শব্দের প্রয়োগ দুর্লভ হইলেও, অপরিচিত বলিয়া কথিত হইতে পারে না। যথা—

"অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ ব্রাহ্মণ জীবিকাম্।"

(১২)

তিনি বাল্যকালে একবারমাত্র দর্শন করিয়াই, চতুর্ব্বিদ্যা-পয়োনিধি * পান করিয়া, তাহা বার উদ্গীর্ণ করিতে পারিতেন বলিয়া, অগস্ত্য-প্রভাবকে † উপহাস করিতে পারিয়াছিলেন।

(১৩)

[এই মন্ত্রিবরের] বুদ্ধি-বলের উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর [দেবপালদেব] ‡ উৎকল-কুল উৎকিলিত করিয়া, হূণ-গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড়-গুর্জ্জর-নাথ-দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া, দীর্ঘ-কাল পর্য্যন্ত সমুদ্র-মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(১৪)

তিনি যাচকগণকে যাচক মনে করিতেন না;—মনে করিতেন, তাঁহার দ্বারা অপহৃত-বিত্ত § হইয়াই, তাহারা যাচক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আত্মা শত্রু-মিত্রে নির্ব্বিবেক ছিল। [কেবল] ভব-জলধি-জলে পতিত হইবার ভয় এবং লজ্জা [ভিন্ন] অন্য উদ্বেগ ছিল না। তিনি [সংযমাদি অভ্যাস করিয়া] বিষয়-বাসনা ক্ষালিত || করিয়া, পরম-ধাম-চিন্তায় আনন্দলাভ করিতেন।

---

* চতুর্থ শ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকেও "বেদ"-অর্থে "বিদ্যা"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদ্যার সংখ্যা চতুর্দ্দশ, মতান্তরে অষ্টাদশ। এখানে সে অর্থ সূচিত হয় নাই। সুতরাং কেদারমিশ্র বেদজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

† অগস্ত্য [সমুদ্রপান-কালে] বালক ছিলেন না। তিনি একটিমাত্র সমুদ্র পান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাকে আর উদ্গীর্ণ করিতে পারেন নাই;—ইহাই [ইঙ্গিতে] উপহাসের কারণ বলিয়া ধ্বনিত হইয়াছে। অগস্ত্য ঋষি বলিয়া, উপহাসের অযোগ্য; তাঁহাকে উপহাস করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। তজ্জন্যই "বাল এব" বলিয়া, কবি বুঝাইয়াছেন,—কেদারমিশ্র বালক বলিয়াই, এরূপ করিয়াছিলেন;—তাহা ক্ষমার্হ।

‡ এই শ্লোকোক্ত "গৌড়েশ্বরের" নাম উল্লিখিত হয় নাই। পূর্ব্বাপর-সামঞ্জস্য-রক্ষার্থ, তাঁহাকে "দেবপালদেব" বলিয়াই বুঝিতে হইবে। "চিরং"-শব্দেও তাহাই সূচিত হইয়াছে। দেবপালদেবের [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্র-শাসনে ৩৩ সংবৎ লিখিত থাকায়, তাঁহার দীর্ঘকাল রাজ্যভোগের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নারায়ণপাল-দেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৬ শ্লোকে] দেবপালদেবের শাসন-সময়েই [তদীয় ভ্রাতা জয়পাল কর্তৃক] উৎকল বিজিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ "স্বয়মপহৃতবিত্তান্" এই বিশেষণ-পদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য অধ্যাপক কিলহর্ণ চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল লিখিয়া গিয়াছেন,—"He allowed suppliants to take freely away his riches." উইল্‌কিন্স কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্যের আভাস দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"He considered his own acquired wealth the property of the needy," এই বিশেষণটি সমাজ-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া, সেকালের বাঙ্গালার ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

|| অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের অনুবাদে "পরিমৃদিত"-শব্দের [বৈদ্যকশাস্ত্র-সম্মত] চূর্ণীকৃত [crushed] অর্থ গৃহীত হইয়াছে; এবং তজ্জন্যই শ্লোকার্থ বিকশিত হয় নাই। উপনিষৎ ও দর্শনাদিতে ব্যবহৃত "মৃদিত-কষায়"-শব্দ সুপরিচিত। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়;—"আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ তস্মৈ মৃদিত-কষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি।" ইহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়া গিয়াছেন,—"রাগ-দ্বেষাদি দোষের নাম কষায়; জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসরূপ ক্ষার-জলে তাহা [মৃদিত] ক্ষালিত হইয়া থাকে।" যথা,—"কষায়ো রাগ-দ্বেষাদি দোষঃ [সত্ত্ব রঞ্জন-রূপত্বাৎ], জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসরূপ ক্ষারেণ ক্ষালিতো মৃদিতো বিনাশিতঃ" ইত্যাদি।

(১৫)

সেই বৃহস্পতি-প্রতিকৃতি [কেদারমিশ্রের] যজ্ঞস্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্র-তুল্য শত্রু-সংহারকারী নানা-সাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চির-কল্যাণকামী শ্রীশূরপাল* [নামক] নরপাল, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্লুত-হৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র [শান্তি] বারি† গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১৬)

তাঁহার দেবগ্রাম-জাতা‡ বব্বা [দেবী] নাম্নী পত্নী ছিলেন। লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া, এবং [দক্ষ-দুহিতা] সতী অনপত্যা§ [অপুত্রবতী] বলিয়া, তাঁহাদের সহিত [বব্বা দেবীর] তুলনা হইতে পারে না।

(১৭)

দেবকী গোপাল-প্রিয়কারক পুরুষোত্তম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন; যশোদা সেই লক্ষ্মী-পতিকে [আপন পুত্ররূপে] স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বব্বা দেবীও, সেইরূপ, গো-পাল-প্রিয়কারক পুরুষোত্তম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন; যশো-দাতারা‖ তাঁহাকে লক্ষ্মীর পতি বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

---

* এই শ্লোকের "শূরপালকে," ডাক্তার হরণ্লি "প্রথম বিগ্রহপাল" বলিয়া গ্রহণ করায়, সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন,—"As to Surapála I readily adopt Dr. Hœrnle's suggestion that he is indentical with the Vigrahapála of the Bhágalpur copper-plate, the immediate predecessor of Náráyanapála."

† অনেকে এই শ্লোকে [ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মতানুসরণ করিয়া,] শূরপালদেবের "অভিষেক-ক্রিয়ার" সন্ধান লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু "ভূয়ঃ"-শব্দ তাহার প্রবল অন্তরায়। বহুলোকে আত্মকল্যাণ-কামনায় যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হইয়া, মস্তকে শান্তি-বারি গ্রহণ করিয়া থাকে। "নানাসাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চির-কল্যাণকামী" শূরপাল নামক নরপালও সেইরূপ করিতেন। "ভূয়ঃ"-শব্দে, কেদারমিশ্রের অনেক বার যজ্ঞ করিবার, এবং শূরপালদেবেরও অনেকবার [যজ্ঞ-স্থলে] মস্তকে শান্তি-বারি গ্রহণ করিবার পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে। এই শ্লোকে যদি কোন ঐতিহাসিক তথ্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে তাহা এই,—(১) শূর-পালদেবের শাসন-সময়েও, বরেন্দ্র-মণ্ডলে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। (২) বৌদ্ধ-মতাবলম্বী রাজা যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হইয়া, মস্তকে শান্তি-বারি গ্রহণ করিতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন; এবং (৩) তাহাতে রাজ্যের কল্যাণ হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। কেদারমিশ্রকে বৃহস্পতির সহিত এবং শ্রীশূরপালদেবকে ইন্দ্রদেবের সহিত তুলনা করিয়া, কবি তাহারই আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

‡ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, [রামচরিত কাব্যের ভূমিকায়] দেবগ্রামকে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কেন, তাহার কোন কারণের উল্লেখ করেন নাই।

§ এই শ্লোকের "অতুল্যা"-শব্দ রচনা-কৌশল-বিজ্ঞাপক। দক্ষ-দুহিতা সতী সন্তান-লাভের পূর্ব্বেই, দক্ষ-যজ্ঞে প্রাণ বিসর্জ্জন করায়, "অনপত্যা" ছিলেন। লক্ষ্মীও চঞ্চলা বলিয়াই সুপরিচিতা। সুতরাং, ইহাদের সহিত তুলনা দিতে না পারিয়া, কবি "অতুল্যা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

‖ এই শ্লোকে শ্লিষ্ট প্রয়োগের অভাব নাই। দেবকীনন্দন-পক্ষে অর্থ সুব্যক্ত। বব্বানন্দন-পক্ষে "গো-পাল-প্রিয় কারকের" অর্থ পৃথিবী-পালক "রাজার" প্রিয়কারক; "পুরুষোত্তমের" অর্থ "পুরুষশ্রেষ্ঠ"; এবং "যশোদার" অর্থ "যশোদাতা"। এই অর্থে "যশোদা"-শব্দ তৈত্তিরীয়-সংহিতায় [৪।৪।৬।২] ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

"যশোদাং ত্বা যশসি তেজোদাং ত্বা তেজসীমি।"

(১৮)

তিনি জমদগ্নিকুলোৎপন্ন সম্পন্ন-ক্ষত্র-চিন্তক * [অপর] দ্বিতীয় রামের [পরশুরামের] ন্যায়, রাম [অভিরাম], শ্রীগুরবমিশ্র † এই আখ্যায় [পরিচিত ছিলেন]।

(১৯)

[পাত্রাপাত্র-বিচার]-কুশল গুণবান্ বিজিগীষু শ্রীনারায়ণপাল [নরপতি] যখন তাঁহাকে মাননীয় ‡ মনে করিতেন, তখন আর তাঁহার অন্য [প্রশস্তি] প্রশংসা-বাক্য কি [হইতে পারে ?]

(২০)

তাঁহার বাগ্‌বৈভবের কথা, আগমে § ব্যুৎপত্তির কথা, নীতিতে পরম নিষ্ঠার কথা, মহতের গুণ-কীর্ত্তনে আসক্তির কথা, জ্যোতিষে অধিকারের কথা, এবং বেদার্থ-চিন্তা-পরায়ণ অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন তদীয় বংশের কথা, ধর্ম্মাবতার ‖ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

---

* পরশুরাম-পক্ষে অর্থ—"সম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের নিধন-চিন্তাকারী"; মিশ্র-পক্ষে অর্থ—"সম্পৎ-নক্ষত্রচিন্তক" [জ্যোতিষিক গণনাকারী]।

† অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ ইঁহার নাম "রামগুরব মিশ্র" বলিয়া লিখিবার পর হইতে, অনেকেই "রামগুরব" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "শ্রীগুরব মিশ্রাখ্য" বলিয়া কবি প্রকৃত নামেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; রাম-শব্দ তাহার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

‡ নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৫২-৫৩ পংক্তিতে] ভট্টগুরব "দূতক" বলিয়া উল্লিখিত। ধর্ম্মপালের এবং দেবপালের তাম্রশাসনে যুবরাজ ত্রিভুবনপাল এবং যুবরাজ রাজ্যপাল "দূতক" বলিয়া উল্লিখিত। ভট্টগুরব কিরূপ সমাদরের পাত্র ছিলেন, ইহাতেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ "traditional lore" বলিয়া "আগম"-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ অর্থে "আগম"-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল শাস্ত্রই "আগম"; তন্মধ্যে তন্ত্র-শাস্ত্রই "আগম" নামে প্রসিদ্ধ। সকল তন্ত্র "আগম" নহে; সপ্ত-লক্ষণ-সংযুক্ত কোন কোন তন্ত্রই "আগম" নামে কথিত। যথা—

"আগতং পঞ্চবক্ত্রাত্তু গতঞ্চ গিরিজাননে।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদ্ আগম উচ্যতে।"

যদ্বা

"আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজামুখে।
মতস্তস্যা হৃদম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে।"

"আগম" বেদাঙ্গ বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইত। মেরুতন্ত্রে তাহা উল্লিখিত আছে। যথা—

"স বেদঃ প্রণবং ত্যক্ত্বা মন্ত্রো বেদ-সমন্বিতঃ।
তস্মাদ্ বেদপরী মন্ত্রী বেদাঙ্গ স্বাগমঃ স্মৃতঃ।"

বিচার-কার্য্যে ব্যবহৃত সাক্ষ্যপত্রাদি "আগম" নামে ব্যবহার-মাতৃকায় উল্লিখিত আছে। মনুসংহিতায় পারিভাষিক অর্থে "আগম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যথা—

"নাধর্ম্মাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতি বর্ত্ততে।"

‖ এই শ্লোকের "ধর্ম্মাবতার"-শব্দ রাজাকে সূচিত করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। তিনি যে আপন তাম্রশাসনে ভট্টগুরবের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা "ভাগলপুর-লিপিতে" দেখিতে পাওয়া যায়।

(২১)

সেই শ্রীভৃৎ [ধনাঢ্য] এবং বাগধীশ [সুপণ্ডিত] ব্যক্তিতে একত্র মিলিত হইয়া, পরস্পরের সখ্য-লাভের জন্যই, স্বাভাবিক শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েই যেন [একত্র] অবস্থিতি করিতেছেন।

(২২)

শাস্ত্রানুশীলন-লব্ধ-গভীর-গুণ-সংযুক্ত বাক্যে [তর্কে] তিনি বিদ্বৎ-সভায় প্রতিপক্ষের মদগর্ব্ব * চূর্ণ করিয়া দিতেন; এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও † অসীম-বিক্রম-প্রকাশে, অল্পক্ষণের মধ্যেই, শত্রুবর্গের "ভটাভিমান" [যোদ্ধা বলিয়া অভিমান] বিনষ্ট করিয়া দিতেন।

(২৩)

যে বাক্যের ফল তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত হইত না, তিনি সেরূপ [বৃথা] কর্ণ-সুখকর বাক্যের অবতারণা করিতেন না। যেরূপ দান পাইয়া [অভীষ্ট পূর্ণ হইল না বলিয়া] যাচককে অন্য ধনীর নিকট গমন করিতে হয়, তিনি কখনও সেরূপ [কেলি-দানের] ‡ দান-ক্রীড়ার অভিনয় করিতেন না।

(২৪)

কলিযুগ-বাল্মীকির§ জন্ম-সূচক, অতি রোমাঞ্চোৎপাদক, ধর্ম্মেতিহাস-গ্রন্থ-সমূহে, সেই পুণ্যাত্মা শ্রুতির বিবৃতি [ব্যাখ্যা] করিয়াছিলেন।

(২৫)

তাঁহার সুর-তরঙ্গিণীর ন্যায় আ-সিন্ধু-গামিনী প্রসন্ন-গম্ভীরা বাণী [জগৎকে] যেমন তৃপ্তিদান করিত, সেইরূপ পবিত্র করিত। ||

---

* এই শ্লোকের "परवादि-मदावलेप:" প্রয়োগটি উল্লেখযোগ্য। প্রতিবাদী বা বিরুদ্ধবাদীর নাম "পরবাদী"। "অবলেপ"-শব্দের অর্থ "লেপন" এবং "গর্ব্ব"। এখানে আত্ম-প্রাধান্য-বিজ্ঞাপক গর্ব্ব বুঝাইবার জন্যই "মদাবলেপ" ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ অর্থে "অবলেপ"-শব্দের ব্যবহারের সুপরিচিত নিদর্শন [মেঘদূতের]

"दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्।"

† ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রম-প্রকাশের এই আখ্যায়িকা কবি-কাহিনী বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। সেকালে বাঙ্গালা দেশেও যে ইহা সত্য-ঘটনা বলিয়া সুপরিচিত ছিল, তাহা কুমারপালদেবের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বৈদ্যদেব কর্তৃক [বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনোক্ত] কামরূপ-জয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

‡ এই শ্লোকের চতুর্থ চরণের শেষ দুইটি অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভট্টগুরব যাঁহার মন্ত্রিত্ব করিতেন, সেই নারায়ণপালদেবও এইরূপ দানশীল ছিলেন বলিয়া, তদীয় [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [১৪শ শ্লোকে], পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ এই শ্লোকে "সূচক"-অর্থে "পিশুন"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ এই শ্লোকের প্রথম চরণের শেষে একটি (চ) অক্ষর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মূল লিপিতে তাহা না থাকায়, ছন্দোভঙ্গ ঘটিতে পারে মনে করিয়া, অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ এরূপ করিয়া থাকিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ স্থলে চরণান্ত অক্ষরটি গুরুবর্ণ-রূপে ধরিয়া লইবার রীতি প্রচলিত থাকায়, ছন্দোভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে না।

|| এই শ্লোকের বিলুপ্ত অক্ষরগুলির মধ্যে উইল্‌কিন্স "ত্রিধা"-শব্দটি পাঠ করিয়া, "flowing in a triple

(২৬)

তাঁহার বংশে ব্রহ্মা স্বয়ং পিতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, আবার স্বয়ং পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; [ইতি] এইরূপ মনে করিয়া, [লোকে] তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের এবং তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত।*

(২৭)

তাঁহার [সুকুমার] শরীর-শোভার ন্যায় লোক-লোচনের আনন্দদায়ক, তাঁহার উচ্চান্তঃ-করণের অতুলনীয় উচ্চতার ন্যায় উচ্চতা-যুক্ত, তাঁহার সুদৃঢ় প্রেম-বন্ধনের ন্যায় দৃঢ়সংবদ্ধ, কলি-হৃদয়-প্রোথিত-শল্যবৎ সুস্পষ্ট [প্রতিভাত] এই স্তম্ভে, তাঁহার দ্বারা হরির প্রিয়সখা ফণিগণের [শত্রু] এই গরুড়মূর্ত্তি [তার্ক্ষ্য] আরোপিত হইয়াছে। †

(২৮)

তাঁহার যশ অখিল দিগন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, এই পৃথিবী হইতে পাতাল-মূল পর্য্যন্ত গমন করিয়া, [আবার] এখানে হৃতাহি-গরুড়চ্ছলে উত্থিত হইয়াছে। ‡

[এই] প্রশস্তি সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছে। §

---

course, বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে কেবল ‘‘ধা’’-অক্ষরটি কোন ক্রমে দৃষ্টিগোচর হয়। ‘‘স্বধুনী’’ [মন্দাকিনী] সমুদ্রে পতিত হয় নাই বলিয়া, ‘‘অসিন্ধু-প্রসূতা’’। কিন্তু বাণী-পক্ষে তাহার অর্থ কি, তাহা প্রতি-ভাত হয় না। তৎকালে সিন্ধুদেশ যবনাক্রান্ত থাকায়, তথায় পাল-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর আদেশবাণী প্রসৃত হইত না,—এইরূপ অর্থ ইঙ্গিতে সূচিত হইয়াছে কি না, তাহা চিন্তনীয়।

* এই শ্লোকের "প্রপেদিরে" ক্রিয়াপদের অনুক্ত কর্ত্তৃপদ "লোকা" ধরিয়া লইয়া, অধ্যাপক কিলহর্ণ মর্ম্মানু-বাদ করিয়াছেন। ব্রহ্মার নব-মানস-পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবার পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া, এই শ্লোক রচিত হইয়া থাকিতে পারে।

† অক্ষর-বিলোপ এই শ্লোকের ভাব-প্রকাশের অন্তরায় হয় নাই; কিন্তু বিলুপ্ত অক্ষরগুলির দ্বারা কি কি শব্দ উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করিবার উপায় নাই।

‡ যাহারা অন্যের যশঃ সহ্য করিতে পারে না, তাহারা সর্পবৎ খল বলিয়া, সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপরিচিত। তাহাদের পরাভব সূচিত করিবার জন্য, স্তম্ভের উপর "হৃতাহি-গরুড়-মূর্ত্তি" স্থাপিত হইয়া থাকিতে পারে। যশের বর্ণ শুভ্র বলিয়া সুপরিচিত; তাহার সহিত গরুড়ের বর্ণের কোনরূপ সাদৃশ্য আছে কি না, তাহা চিন্তনীয়। তান্ত্রিক পদ্ধতিক্রমে গরুড়-পূজার যে ধ্যান উল্লিখিত আছে, তাহা এইরূপ, যথা —

‘‘বর্ম্মান্ত-বহ্নিযুগ্মারক-কমলগতং পঞ্চভূতাদ্যবর্ণং
কল্পান্তাকল্পং ফণীন্দ্রৈরভয়বরকরং পদ্মনেত্রং সুবক্ত্রম্।
তুঙ্গাশ্লিষ্টাঙ্ঘ্রিদিব্যাঙ্গং স্মরদখিলবিষঘ্নৌষধং প্রাণভূতং
প্রাণস্থং যো বিবেদীমনুসকলময়ং পক্ষিরাজং ভজেঽহম্॥’’

§ ইহা সূত্রধারের চ্যুত-সংস্কৃত-রচনার নিদর্শনমাত্র।

গোপালদেব-নামাঙ্কিত প্রস্তর-লিপি।

(১)

[বাগীশ্বরী-প্রস্তরলিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি বাগীশ্বরী-মূর্ত্তির পাদপীঠে পংক্তিদ্বয়-বিন্যস্ত এই ক্ষুদ্র প্রস্তর-লিপির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, কনিংহাম তাহার চিত্র, * এবং কিয়ৎকাল পরে, তাহার [শেষ দুইটি শব্দ ভিন্ন] পাঠ-সংযুক্ত ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। † এই লিপিটি বাগীশ্বরী-মূর্ত্তির পাদপীঠে ক্ষোদিত রহিয়াছে বলিয়া, ইহা "বাগীশ্বরী-লিপি" নামে পরিচিত হইয়াছে। যে প্রস্তরখণ্ডে ইহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কলিকাতার যাদুঘরে দেখিতে পাওয়া যায়।

আবিষ্কার-কাহিনী।

কনিংহাম সমগ্র লিপিটির পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। অপঠিত অংশ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ কর্ত্তৃক পঠিত হইবার পর, সমগ্র লিপিটির প্রতিকৃতি এবং উদ্ধৃত পাঠ শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, এম-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ‡ এই লিপি যে শ্রীমূর্ত্তির পাদপীঠ অলংকৃত করিতেছে, তাহা [শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে] ডাক্তার বুকানন কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং তাঁহার গ্রন্থে § তাহার একটি প্রতিকৃতিও প্রকাশিত হইয়াছিল।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

এই ক্ষুদ্র প্রস্তর-লিপির শেষাংশে [২ পংক্তিতে] "শ্রীবাগীশ্বরী-ভট্টারিকা স্মুবর্ণ-ব্রীহিসক্তা[?]" এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি, তৎসম্বন্ধে এখনও কোন মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন,—"সুবর্ণব্রীহিসক্তা" এইরূপ বর্ণনায় শ্রীমূর্ত্তিকে সুবর্ণ-পাত্রে মণ্ডিত করিবার প্রথা সূচিত হইয়া থাকিতে পারে।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

এই প্রস্তর-লিপিটি প্রথম গোপালদেবের শাসন-সময়ের লিপি বলিয়াই অনেক দিন পর্য্যন্ত

---

* **Archæological Survey Report,** Vol. I, plate XIII, I.

† **Archæological Survey Report,** Vol. III, p. 120.

‡ **Journal and Proceedings A. S. B.** Vol. IV (New series). p. 105.

§ **Martin's Eastern India** Vol. I, Plate XV, Figure 4.

সুপরিচিত ছিল। কিন্তু ইহার অক্ষর প্রথম গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের শাসন-সময়ের প্রচলিত অক্ষরের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহাকে দ্বিতীয় গোপালদেবের শাসনসময়ের লিপি বলিয়া সিদ্ধান্ত করায়, তাহাই বিদ্বৎসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে।

লিপি-পরিচয়।

ইহাতে পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীগোপালদেবের রাজ্যাব্দের প্রথম বৎসরে আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে লিপি উৎকীর্ণ হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় গোপালদেবের শাসন-সময়ের বহু পূর্ব্বকাল হইতেই, নালন্দায় পালবংশীয় নরপালগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহার পরিচয় দেবপালদেবের শাসন-সময়ের "বীরদেব-প্রশস্তিতে" প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

লিপি-বিবরণ।

প্রশস্তি পাঠ।

১ সম্বত্ ১ আশ্বিন সুদি ৮ পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-
পরমেশ্বর-শ্রীগোপাল-রাজনি শ্রীনালন্দায়াং

২ শ্রীবাগীশ্বরী-ভট্টারিকা-সুবর্ণব্রীহি-সক্তা

বঙ্গানুবাদ।

(১)

পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীগোপাল রাজার [রাজ্য-] সম্বৎ ১ আশ্বিন শুক্ল পক্ষ ৮ শ্রীনালন্দা [নামক স্থানে]।

(২)

শ্রীবাগীশ্বরী ভট্টারিকা সুবর্ণব্রীহিসক্তা (?)

——):(*):(——

গোপালদেব-নামাঙ্কিত প্রস্তর-লিপি।

(২)

[শক্রসেন-প্রস্তরলিপি]।

প্রশস্তি-পরিচয়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কনিংহাম [বুদ্ধগয়াধামে] এই প্রস্তরলিপিটি ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ইহার একটি প্রতিকৃতিমাত্রই তাঁহার "মহাবোধি"-গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছিল। * লিপিটি এক্ষণে "শক্রসেন-প্রস্তরলিপি" নামে কথিত হইতে পারে। ইহা যে শ্রীমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ রহিয়াছে, সেই শ্রীমূর্ত্তিটি কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে।

আবিষ্কার-কাহিনী।

এই লিপি সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ; তিনটিমাত্র শ্লোকে সমাপ্ত। কনিংহাম ইহার পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, ইহাকে গোপালদেবের শাসন-সময়ের প্রস্তরলিপি বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। † পাদপীঠে এই লিপি ব্যতীত, "যে ধর্ম্মা হেতু-প্রভবা" ইত্যাদি বৌদ্ধ-মন্ত্রটিও মধ্যস্থলে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, এম্ এ, এই লিপির একটি পাঠ ও প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিয়াছেন। ‡

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, ইহাকে "শক্রসেন" নামক ব্যক্তির লিপি বলিয়া প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার শ্লোক তিনটি শব্দাড়ম্বরে গৌড়ীয় রচনা-রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু দুই এক স্থলে অর্থবোধের কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে বলিয়াই বোধ হয়।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

এই লিপিটি ৪ পংক্তিতে বিভক্ত। সকলের শেষ পংক্তিতে কেবল "শ্রীগোপালদেব-রাজ্যে" এই কথাটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে; সংবতের উল্লেখ নাই। ইহাকেও অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রথম গোপাল-দেবের শাসন-সময়ের প্রস্তরলিপি বলিয়াই সুধীগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকাল-প্রচলিত অক্ষরাবলীর সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই; বরং গরুড়স্তম্ভ-লিপির অক্ষরাবলীর সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, ইহাকে দ্বিতীয় গোপালদেবের শাসন-সময়ের প্রস্তর-লিপি বলিয়া সিদ্ধান্ত করায়, তাহাই সুধী-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে।

লিপি-পরিচয়।

---

* **Mahabodhi, plate** XXVIII, 2.

† **Mahabodhi**. P. 63.

‡ **Journal and Proceedings, A. S. B.** Vol. IV (New series), p. 105.

শ্রীধার্ম্মভীম নামক কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম শক্রসেন (?) "সিদ্ধূদ্ভব" বলিয়া [৩ পংক্তিতে] তাঁহার বংশ-পরিচয় উল্লিখিত আছে। তিনি জগতের দুঃখ-শান্তির নিমিত্ত "মুনির" [বুদ্ধদেবের] একটি প্রতিমা করাইয়াছিলেন। ইহাই এই সংক্ষিপ্ত লিপির ঐতিহাসিক বিবরণ। প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরণ এবং দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় উল্লিখিত আছে।

লিপি-বিবরণ।

প্রশস্তি-পাঠ।

१ कृत्वा मैत्रीं तनुत्रं स्फुरदुरुकरुणा-खड्ग मालम्बयन् यः
स्फूर्ज्जत्-कन्दर्प-सेना-प्रलय-जलनिधे र्ज्ञानभीमप्रमोषी।
कल्पान्तादीप्त-वह्निज्ज्वलितरवपुः क्रोध-जिह्मीक्ष-
२ तम्नुं
जिग्ये निर्व्वाण-हेमद्युतिः*-ललितवपुः सोस्तु भूत्यै जिनो वः ॥१॥
यः शारदेन्दु-किरणोज्ज्वल-कीर्त्तिपुञ्जः
सम्बुद्ध-पाद-शतपत्र-मनःषड़ङ्घ्रिः।
श्रीधार्म्मभी-
३ म इति च प्रथितः पृथिव्यां
सिद्धूद्भवो भव † दनल्प-कृपार्द्द(द्र)चित्तः ॥२॥
तेनेयं शक्रसेनेन ‡ कारिता प्रतिमा मुनेः।
काङ्क्षताऽनुत्तरां बोधिं जगतो दुःख-शान्तये ॥३॥
४ श्रीगोपालदेव-राज्ये।

বঙ্গানুবাদ।

(১)

যে নির্ব্বাণ-সুবর্ণদ্যুতিসম্পন্ন-ললিত-কলেবর জিন § [বুদ্ধ]দেব মৈত্রীকে বর্ম্ম [রূপে আশ্রয়]

---

* দ্যুতি-শব্দে যে বিসর্গ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শন বলিয়াই বোধ হয়।

† চক্রবর্ত্তী মহাশয় "ভাবদনল্প"-পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন ;—প্রস্তরফলকে "ভবদনল্প" আছে।

‡ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শক্রসেন" পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন ; প্রস্তর ফলকে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না।

§ অমরকোষে [১।১।১৩] বুদ্ধদেবের নামাবলীর মধ্যে "জিন" নামটিও দেখিতে পাওয়া যায়।

করিয়া, সমুদ্ভাসিত-করুণা-খড়্গ ধারণ করিয়া, কন্দর্পসেনা-সমাকুল প্রলয়-জলধির প্রবল উচ্ছ্বাস পরাহত করিয়া, কল্পান্তাদীপ্ত-বহ্নিজ্বলিত-কলেবর ক্রোধ-কুটিলক্র [কামদেবকে] পরাভূত করিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগের কল্যাণসাধন করুন্।

(২)

যিনি শারদেন্দু-কিরণোজ্জ্বল-কীর্ত্তিপুঞ্জের আধার, যাঁহার মনঃষট্পদ বুদ্ধদেবের পদ-শতদলাসক্ত, যিনি সিন্ধু-সমুদ্ভূত † কৃপার্দ্র চিত্ত শ্রীধার্ম্মভৌম নামে ধরণিধামে সুবিখ্যাত,—

(৩)

সেই শক্রসেন, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্বোধি-লাভের আশায়, জগতের দুঃখ-শান্তি সম্পাদনের জন্য, মুনিবরের [বুদ্ধদেবের] এই প্রতিমা নির্ম্মিত করাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীগোপালদেব-রাজ্যে।

---

† এই শ্লোকের 'সিন্ধুদ্ভব'-শব্দ প্রতিষ্ঠাতার কুলপরিচয়-বিজ্ঞাপক, কিম্বা এতদ্বারা কেবল তাঁহার সিন্ধুদেশে জন্মগ্রহণ করিবার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ এই শ্লোকের প্রমাণ বলে (?) শক্রসেনকে ধর্ম্মপাল নৃপতির জ্ঞাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার কথা চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন।

[বাণগড়-লিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

দিনাজপুরের অন্তর্গত সুবিখ্যাত বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, পালবংশীয় [দ্বিতীয় বিগ্রহ-পালদেবের পুত্র] প্রথম মহীপালদেবের নামাঙ্কিত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত নবাব-বাজারের জমীদার নৃসিংহচরণ নন্দী মহাশয়ের নিকট দেখিতে পাওয়া যাইত। পরলোকগত নন্দকৃষ্ণ বসু, এম-এ, মহোদয় দিনাজপুরের কলেক্টর হইয়া আসিলে, তাম্রশাসনখানি তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি তাহা কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আবিষ্কার-কাহিনী।

এই শাসন-লিপি যখন নন্দী মহাশয়ের নিকটে দেখিতে পাওয়া যাইত, সেই সময়ে [১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে] দিনাজপুরের স্কুল-সমূহের ডেপুটী-ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত গিরিধারী বসু মহাশয় ইহার একটি ছাপ তুলিয়া লইয়া, এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে [দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতার জন্য] ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল তাহার পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইতে অসমর্থ বলিয়া, ডাক্তার হরণ্‌লি কর্ত্তৃক ছাপগুলি অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি সোসাইটির পত্রিকায় * মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত করিবার ছয় বৎসর পরে, [তাম্রশাসনখানি কলিকাতায় প্রেরিত হইলে], প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় † তাহার পাঠ মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

এই তাম্রশাসনের প্রথম পাঁচটি শ্লোক নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্র-শাসনের অনুরূপ। ষষ্ঠ শ্লোকটি ঈষৎ রূপান্তরিত। সপ্তম হইতে দ্বাদশ শ্লোক নূতন বলিয়া, অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ তাহারই ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বসু মহাশয়ও আদ্যন্তের অনুবাদ প্রকাশিত করেন নাই। ইহাতে প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যলাভের কথা যে ভাবে উল্লিখিত রহিয়াছে, তাহাতে তাহার অভ্যন্তরে নানা ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। তাহা একটি ঐতিহাসিক সমস্যা।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

এই তাম্রশাসনখানি ১ ফুট দীর্ঘ, ১ ফুট আড়াই ইঞ্চ প্রস্থ ;—শিরোভাগে "ধর্ম্মচক্র" রাজ-মুদ্রা

---

* **J. A. S. B** Vol. LXI. pp. 77-87

† ১৩০৫ সালের তৃতীয় সংখ্যায় ১৬৭-১৭২ পৃষ্ঠা।

সংযুক্ত; তাহাতে "শ্রীমহীপালদেবস্য" ; এবং প্রথম পৃষ্ঠে ৩৪ পংক্তি, অপর পৃষ্ঠে ২৮ পংক্তি সংস্কৃত ভাষা-নিবদ্ধ পদ্যগদ্যাত্মক লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই তাম্রশাসনের যে স্থানে রাজ্যাব্দ উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কে যেন চাঁছিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং ইহা মহীপালদেবের শাসন-সময়ের কোন্ বৎসরের লিপি, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। প্রথম পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তি পর্য্যন্ত সুখপাঠ্য ; তাহার পর আর যাহা কিছু উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কাল-প্রভাবে স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, এবং দুইটি অক্ষর একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! অন্যান্য তাম্রশাসনোক্ত পাঠের সহিত মিল করিয়া, এই তাম্রশাসনের অস্পষ্টাংশের পাঠ উদ্ধৃত হইল। এই শাসন-লিপির গদ্যাংশে বর্ণাশুদ্ধির আতিশয্য। "শ-কারের" বর্ণবিন্যাসেই গোলযোগ কিছু অধিক। বাঙ্গালী হৃষিকেশকে "রিশিকেশ"রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকে। ইহাতে সেই বর্ণ-বিন্যাসই দেদীপ্যমান! যে সকল অস্পষ্টাংশের পাঠ যোজনা করা হইয়াছে, তাহা [ ] এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে ; এবং যে সকল বর্ণাশুদ্ধি সংশোধিত হইয়াছে, তাহা ( ) এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইল।

লিপি-পরিচয়।

ইহার বংশবিবৃতি-সূচক শ্লোকাবলীতে গোপাল, ধর্ম্মপাল, দেবপাল, প্রথম বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল এবং তৎপুত্র [প্রথম] মহীপালদেবের নাম উল্লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিগ্রহপাল-দেব-পাদানুধ্যাত [২৫ পংক্তি] পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্মহীপালদেব [৩০ পংক্তি] বিলাসপুর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতে [২৯ পংক্তি] শ্রীপুণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ-বিষয়ের অধীন গোকলিকা-মণ্ডলান্তঃপাতি কুরটপল্লিকা-গ্রাম [৩০-৩১ পংক্তি] গঙ্গা-স্নানান্তে [৫০ পংক্তি] ভট্টপুত্র-হৃষিকেশ-পৌত্র, ভট্টপুত্র-মধুসূদনপুত্র, ভট্ট-পুত্র-কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মাকে বিষুব-সংক্রান্তির শুভ দিনে দান করিয়াছিলেন। ভট্ট শ্রীবামন মন্ত্রী ইহার "দূতক" [৬১ পংক্তি] ছিলেন ; পোসলী গ্রামাগত বিজয়াদিত্য(?)পুত্র [৬২ পংক্তি] মহীধর শিল্পি-কর্ত্তৃক এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

লিপি-বিবরণ।

প্রশস্তি-পাঠ।

১ ওঁ স্বস্তি ॥

মৈত্রীং কারুণ্যরত্ন-প্রমুদি-

২ ত-হৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ

সম্যক্ সম্বোধি-বি-

৩ দ্যা-স্র(স)রিদমলজল-ক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।

जि-

४ त्वा यः [का]मकारि-प्रभव मभिभवं शाश्वती-

५ माप शान्तिं

स श्रीमान् लोकनाथो जयति द-

६ शबलोऽन्यश्च गोपालदेवः ॥(১)

लक्ष्मीजन्म-नि-

७ केतनं समकरो वोढुं चमः क्ष्माभरं

पक्षच्छेद-भयादुपस्थितवता मेकाश्रयो भूभृतां।

मर्य्यादा-परिपा-

८ लनैकनिरतः शौर्य्यालयोऽस्मादभू-

दुग्धाम्भोधि-विलास-हासि-महिमा श्रीधर्म्मपालो नृपः ॥(২)

रामस्येव

९ गृहीत-सत्यतपस स्तस्यानुरूपो गुणैः

सौमित्रे रुदपादि तुल्य-महिमा वाक्पालनामानुजः।

यः श्रीमान्न-

१० य-विक्रमैक-वसति र्भ्रातुः स्थितः शासने

शून्याः शत्रुपताकिनीभि रकरो देकातपत्रा दिशः ॥(৩)

तस्मा-

११ दुपेन्द्रचरितै र्जगतीं पुनानः

पुत्रो बभूव विजयी जयपालनामा।

धर्म्मद्विषां शमयिता युधि देवपाले

यः

१२ पूर्व्वजे भुवनराज्य-सुखान्यनैषीत् ॥(৪)

श्रीमान् विग्रहपाल स्तत्सूनु रजातशत्रु रिव जात।

---

(১) স্রগ্ধরা। প্রথম পংক্তিতে "মৈত্রীকারুণ্যরত্ন" এইরূপ বর্ণবিন্যাস আছে।
(২-৩) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
(৪) বসন্ত-তিলক।

ঋতুবনিতা-প্রসাধ-

১২ न-विलोपि-विमलासि-जलधार: ॥(৫)

दिक्पालैः क्षितिपालनाय दध[तं देहे]विभक्तान् गुणान्

श्रीमन्तं जन-

১৪ यांबभूव तनयं **नारायणं** स प्रभुं।

यः क्षोणीपतिभिः शिरो[मणिरुचा-श्लिष्टाङ्घ्रि]-पीठोपलं

न्यायो-

১৫ पात्त मलञ्चकार चरितैः स्वै रे[व धर्म्मासनम्] ॥(৬)

तोया[श]यै र्ज्जलधि[मूल]-गभीरगर्भै-

र्देवालयैश्च

১৬ कुलभूधरतुल्य-कक्षैः।

विख्यातकीर्त्ति र[भव]त्तनयश्च तस्य

श्रीराज्यपाल इति मध्यमलोक-पालः ॥(৭)

तस्मा-

১৭ त् पूर्व्वक्षितिध्राज्जिधि रिव महसां [राष्ट्र]कूटा[न्व]येन्दो-

स्तुङ्गस्योत्तुङ्ग-मौले र्दुहितरि तनयो भाग्यदेव्यां प्र-

১৮ सूतः।

श्रीमान् **गोपालदेव** श्चिरतरम[वने रेक]पत्न्या इवैको

भर्त्ताभूद्रै क-[रत्नद्यु]ति-खचित-चतुः सिन्धु-

১৯ चित्रांशुकायाः ॥(৮)

यं स्वामिनं राजगुणै रनून मासेवते चा[रुतरा]नुरक्ता।

उत्साह-मन्त्र-प्रभुशक्ति-लक्ष्मीः पृथ्वीं स-

২০ पत्नीमिव शीलयन्ती ॥(৯)

---

(৫) আর্য্যা।

(৬) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

(৭) বসন্ততিলক।

(৮) স্রগ্ধরা। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় "চিত্রাঙ্গকায়া" পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে।

(৯) ইন্দ্রবজ্রা।

तस्मादभूव सवितु[र्व्व]सुकोटिवर्षी
काले]न चन्द्र इव विग्रहपालदेवः ।
नेत्र-प्रिये-

२१ ण विमलेन कलामयेन
येनोदितेन दलितो [भुवन]स्य तापः ॥(১০)
[देशे प्राचि] प्रचुर-पयसि स्वच्छ मापीय तो-

२२ यं
स्वैरं भ्रान्त्वा तदनुमलयोपत्यका-चन्दनेषु [।]
कृत्वा[सान्द्रैस्तरुषु जड़तां] शीकरै रभ्रतुल्याः
प्रालेया[द्रे-]

२३ : कटक मभजन् यस्य सेना-गजेन्द्राः ॥(১১)
हतस[कल]विपक्षः सङ्गरे [बाहु]दर्पा-
दनधिकृत-विलुप्तं राज्य मा-

२४ साद्य पित्र्यं ।
निहित-चरणपद्मो भूभृतां मूर्द्धि तस्मा-
दभ[वदवनि]पालः श्रीमहीपालदेवः ॥(১২)
स खु-

२५ लु भागीरथीपथ-प्रवर्त्तमान-[नानाविध]-नौ[वा]टक-
सम्पादित-सेतुबन्ध-निहित-सै-(शै)ल-सि(शि)खरश्रेणी-विभ्रमा-

२६ त् । निरतिशय-घन-घनाघन-घटा-श्यामायमान-वासर[लक्ष्मी]-समारब्ध-
सन्तत-जलदसमय-सन्देहात् ।

२७ उदीचीनानेकनरपति-प्राभृतीकृता-[प्र]मेय-हयवाहिनी-खरखुरोत्-
खात-धूलीधूसरित-दिगन्तरा-

२८ लात् । परमेश्वर-सेवा-समायाताशेष-जम्बूद्वीप-भूपालानन्त-

(১০) বসন্ততিলক। এই শ্লোকের "বসুকোটিবর্ষী"-পদটি অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ কর্তৃক "বসুকোটিবর্ষী" বলিয়া পঠিত হইয়াছে। "নেত্রপ্রিয়েণ"-শব্দটিও তৎকর্তৃক "বিশ্বপ্রিয়েণ" বলিয়া [কিঞ্চিৎ সংশয় সহকারে] উদ্ধৃত হইয়াছে। মদনপালদেবের তাম্রশাসনে "নেত্রপ্রিয়েণ" পাঠ স্পষ্টাক্ষরে উৎকীর্ণ থাকায়, সেই পাঠই গৃহীত হইল।

(১১) মন্দাক্রান্তা।

(১২) মালিনী।

पादात-भर-नमदवनेः। वि[ला]स पुर* समा-

২৯ वासित-श्रीमज्जयस्कन्धावारात्। परमसौगतो महाराजा-
धिराज-श्रीविग्रहपालदेव-पादानुध्यातः पर-

৩০ मेश्वरः परमभट्टारको महाराजाधिराजः श्रीमान्महीपालदेवः
कुशली। श्रीपुण्ड्रवर्द्धनभुक्तौ। कोटीव-

৩১ र्षविषये। गोकलिका-मण्डलान्तःपाति-स्वसम्ब[न्धाव]च्छिन्न †
तलोपेत-चूटपल्लिकावर्ज्जित-कुरटपल्लि-

৩২ का-ग्रामे। समुपगताशेष-राजपुरुषान्। राजराजन्यक।
राजपुत्र। राजामात्य। महासान्धिविग्रहि-

৩৩ क। महाक्षपटलिक। महाम[न्त्रि]। महासेनापति। महा-
प्रतिहार। दौःसाधसाधनिक। महा[द]ण्डना-

৩৪ [यक]। महाकुमारामत्य। राजस्थानीयोपरिक दाशा
पराधिक। चौरोद्धरणिक। दाण्डि[क]। [दा] पा-

৩৫ [शि]क। सौ(शौ)ल्किक। गौल्मिक। क्षेत्रप प्रा-

৩৬ न्तपाल। कोट्टपाल। अङ्गरक्ष। तदायु-

৩৭ क्त-विनियुक्तक। हस्त्यश्वोष्ट्र-नौबल-व्या-

৩৮ पृतक। किशोरवड़वा-गोमहिषाजावि-

৩৯ काध्यक्ष ‡। दूतप्रेषणिक। गमागमिक।

৪০ अभित्वरमाण। विषयपति। ग्रामपति। [त]क।
गौड़। मालव। खस। हूण। कुलिक। कर्णाट। ला[ट।]

৪১ चाट। भट। सेवकादीन् [।] अन्यांश्चाकीर्त्तितान् राज-
पादोपजीविनः प्रतिवासिनो ब्राह्मणोत्तरांश्च। महत्त-

৪২ मोत्तम-कुटुम्बि-पुरोगमेदान्ध्र-चण्डाल-पर्य्यन्तान्। यथार्हं मानयति
बोधयति। समादिशति च विदित-

---

* বিলাসপুর-শব্দের লা-অক্ষরটি সংশয়পূর্ণ।

† অধ্যাপক কিলহর্ণ "স্বসম্বন্ধাবিচ্ছিন্ন" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

‡ অধ্যাপক কিলহর্ণ "গোমহিষ্যজাবিকাধ্যক্ষ" পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪৩ মস্তু ভবতাং। যথোপরি-লিখিতোऽयं ग्रामः स्वसीमा-तृण-
यूति-गोचरपर्य्यन्त-सतलः। सोद्देशः साम्रम-

৪৪ धूकः। सजलस्थलः। सगर्त्तोषरः। सदशापराधः।
सचौरोद्धरणः। परिहृत-सर्व्वपीड़ः। अचाट-

৪৫ भटप्रवेशः। अकि[ञ्चित्प्रग्राह्यः]* समस्तभाग-भोग कर-
हिरण्यादि-प्रत्याय-समेतः†। भूमिच्छिद्र-न्या-

৪৬ येन। आचन्द्रार्क्क-क्षिति-समकालम्। मातापित्रो रात्मनश्च
पुण्ययसो(शो)-भिवृद्धये। भगवन्तं बुद्धभट्टार-

৪৭ क मुद्दिश्य। परास(श)र-सगोत्राय। शक्ति। वशिष्ठ।
परासर-प्रवराय। [यजु र्व्वे]द-सब्रह्मचारिणे। वाज-

৪৮ * * -शाखाध्यायिने। मीमांसा-व्याकरण-तर्क्क विद्याविदे।
हस्तिपद-ग्रामविनिर्ग्गताय। चवटिग्राम-वास्तव्या-

৪৯ य। भट्टपुत्र-रि(हृ)षिकेश-पौत्राय। भट्टपुत्र-मधुसू(सू)दन-
पुत्राय। भट्टपुत्र-[कृष्णादि]त्य-स(श)र्म्मणे विसु(षु)व-संक्रा-

৫০ न्तौ विधिवत्। गङ्गायां स्नात्वा शासनीकृत्य प्रदत्तोऽस्माभिः।
अतो भवद्भिः सर्व्वै रेवानुमन्तव्य-

৫১ म्। भाविभि रपि भूपतिभिः। भूमे र्द्दानफल-गौरवात्।
अपहरणे च महानरक-पात-भयात्।

৫২ दानमिद मनुमोद्यानुपालनीयम्। प्रतिवासिभिश्च क्षेत्रकरैः।
आज्ञाश्रवण-विधेयीभूय यथाकालं

৫৩ समुचित-भाग-भोग-कर-हिरण्यादि-प्रत्यायोपनयः कार्य्य इति॥
सम्बत् ··· दिने। भवन्ति चात्र

৫৪ धर्म्मानुशंसिनः श्लोकाः।
बहुभि र्व्वसुधा दत्ता राजभिस् सगरादिभिः।

---

* অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ "অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যঃ" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগলপুর-লিপিতে এবং আমগাছি-লিপিতে "অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যঃ"-পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

† অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ "প্রত্যায়" পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

यस्य यस्य यदा भूमि स्तस्य तस्य

५५ तदा फलम् ॥ (১৩)

भूमिं यः प्रतिगृह्णाति यश्च भूमिं प्रयच्छति ।

उभौ तौ पुण्यकर्म्माणौ नियतं स्वर्ग गामिनौ ॥ (১৪)

५६ गामिकां स्व[र्ग]मेक[ञ्च] भूमेरप्यर्द्ध मङ्गुलम् ।

हरन्नरकम(मा)याति यावदाहूत-संप्लवम् ॥ (১৫)

षष्टिं-वर्ष सहस्रा-

५७ णि स्वर्गे मोदति भूमिदः ।

आच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत् ॥ (১৬)

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत

५८ वसुन्धराम् ।

स विष्ठायां क्रि(कृ)मि र्भूत्वा पितृभिः सह पच्यते ॥ (১৭)

सर्व्वानेतान् भाविनः पार्थिवेन्द्रान्

भूयो भू-

५९ यः प्रार्थयत्येष रामः ।

सामान्योऽयं धर्म्मसेतु र्नृपाणां

काले काले पालनीयो भवद्भिः ॥ (১৮)

इति कमलद-

६० लाम्बु-विन्दुलोलां

श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितञ्च ।

सकल मिदमुदाहृतञ्च बुद्धा

नहि पुरुषैः परकीर्त्त-

६१ यो विलोप्याः ॥ (১৯)

श्रीमहीपालदेवेन [द्विजश्रेष्ठोप]पादिते ।

(১৩-১৫) অনুষ্টুভ্।

১৬-১৭) অনুষ্টুভ্।

(১৮) শালিনী।

৯) পুষ্পিতাগ্রা।

ভ[ট্ট] শ্রীবামনো মন্ত্রী শাসনে দূতকঃ কৃতঃ ॥ (২০)

৫২ [পোস]লী*-গ্রাম-নির্যাত-[বিজয়া]দিত্য†-[সুনুনা]।

ইদং শাসন মুৎকীর্ণং শ্রীমহীধর-শিল্পিনা ॥ (২১)

বঙ্গানুবাদ।

(৭)

[সেই নারায়ণপালদেবের] শ্রীরাজ্যপাল নামক ভূলোক-পালক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অগাধ-জলধিমূলতুল্য-গভীরগর্ভ-সংযুক্ত জলাশয়ের এবং কুলাচল-তুল্য সমুচ্চকক্ষ-সংযুক্ত দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ‡ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

(৮)

তাঁহার [ঔরসে] এবং রাষ্ট্রকূটকুলচন্দ্র উত্তুঙ্গ-মৌলি তুঙ্গদেবের § দুহিতা ভাগ্যদেবীর [গর্ভে] পূর্ব্বাচলোদিত তপনতুল্য গোপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেকরত্ন-দ্যুতিখচিত-চতুঃ-সিন্ধু-বস্ত্রবিভূষিতা অনন্যানুরক্তা বসুন্ধরার একমাত্র ভর্ত্তা হইয়া, দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

(৯)

উৎসাহশক্তি-মন্ত্রশক্তি-প্রভুশক্তিসম্পন্না ‖ রাজলক্ষ্মী, সুশীলার ন্যায়, বসুন্ধরা-সপত্নীর মনোরঞ্জন করিয়া, চারুতরানুরাগে সেই রাজগুণ-বিভূষিত স্বামীর সেবা করিয়াছিলেন।

(২০-২১) অনুষ্টুভ্।

* পোসলী-গ্রামের নাম আমগাছি-লিপিতেও উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

† বিজয়-নামটি অস্পষ্ট এবং অনুমান-মূলক।

‡ বরেন্দ্র-মণ্ডলে এরূপ অনেক জলাশয় এবং দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার সহিত কাহারও নামের সম্পর্ক নাই, সেগুলি কোন্ সময়ের কাহার কীর্ত্তি বিঘোষিত করিত, এখনও তাহার যথাযোগ্য অনুসন্ধান আরব্ধ হয় নাই।

§ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে [এই তাম্রশাসনের সমালোচনায়] অধ্যাপক কিলহর্ণ (**Indian Antiquary**, Vol. XXI, p. 98) লিখিয়া গিয়াছেন,—"The words *bhágyadevi* and *tunga* of the original text need not, perhaps, necessarily be taken as proper names." কিন্তু সেই বৎসরেই, মহীপালদেবের [বাণগড়ে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের সমালোচনায়, অধ্যাপক কিলহর্ণ (**J. A. S. B.** Vol. LXI, p. 80) লিখিয়া গিয়াছেন,—"undoubtedly the writer, by the words *tungasyottungamauleh* means to suggest the name of the Ráshtrakuta-king spoken of; or he may even have used *tunga* as a proper name for *Jagatunga*. I understand the king referred to be the Ráshtrakuta Jagatunga II, who must have ruled in the beginning of the 10th "century." এই শ্লোকের "তুঙ্গ"-শব্দ রাজার নামই ব্যক্ত করিতেছে; অন্যথা অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে না।

‖ রাজশক্তি ত্রিবিধ,—উৎসাহশক্তি, মন্ত্রশক্তি এবং প্রভুশক্তি। অমরকোষে [২।৮।১৯] তাহা উল্লিখিত আছে। তাহার ব্যাখ্যায় টীকাকার ভানুজীদীক্ষিত লিখিয়া গিয়াছেন,—

"কোষদণ্ডজবলং প্রভুশক্তিঃ।

বিক্রমবল মুৎসাহশক্তিঃ।

সন্ধ্যাদীনাং সামাদীনাঞ্চ যথাবৎ স্থাপনং মন্ত্রশক্তিঃ।"

(১০)

সূর্য্যদেব হইতে যেমন কিরণকোটি-বর্ষী চন্দ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন, * তাঁহা হইতেও সেইরূপ রত্নকোটি-বর্ষী বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নয়নানন্দ-দায়ক সুবিমল কলাময় সেই রাজকুমারের উদয়ে ত্রিভুবনের সন্তাপ বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল।

(১১)

তদীয় অভ্রতুল্য সেনা-গজেন্দ্রগণ [প্রথমে] জলপ্রচুর পূর্ব্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া, তাহার পর [তদনু] মলয়োপত্যকার চন্দন-বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত-শীতল-শীকরোৎ-ক্ষেপে † তরুসমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া, হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিল।

(১২)

তাঁহার পুত্র শ্রীমহীপালদেব রণক্ষেত্রে বাহুদর্প-প্রকাশে সকল বিপক্ষপক্ষ নিহত করিয়া, "অনধিকৃত-বিলুপ্ত" ‡ পিতৃরাজ্যের উদ্ধারসাধন করিয়া, রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া, অবনিপাল হইয়াছিলেন।

---

* মহীপালদেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্ত্তির উল্লেখ নাই। তাঁহাকে সূর্য্য হইতে "চন্দ্র"রূপে উদ্ভূত বলিয়া, এবং তজ্জন্য তাঁহাতে "কলাময়"ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া, কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন। পরশ্লোকে তাঁহার সেনাগজেন্দ্রগণের [আশ্রয়স্থানাভাবে] নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, শিশির-সংক্ষুব্ধ হিমাচলের অধিত্যকায় আশ্রয়লাভের কথায়, এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে মহীপালদেবের "অনধিকৃত-বিলুপ্ত" পিতৃরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন-সময়েই পাল-সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

† অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ ভাবার্থের ব্যাখ্যা করিবার জন্য [পাদটীকায়] লিখিয়া গিয়াছেন,—" with the water emitted from their trunks." "গৌড়ের ইতিহাসে" [১২১ পৃষ্ঠায়] এই শ্লোকটি মহীপালের দিগ্বিজয়-বিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লিখিত। ইহাতে বরং মহীপালের [রাজ্যভ্রষ্ট] পিতার নানাস্থানে আশ্রয়লাভের চেষ্টাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

‡ "অনধিকৃত-বিলুপ্ত"-বিশেষণপদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এবং বিশ্বকোষে] "অনধিকৃত ও বিলুপ্তরাজ্য" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এই ব্যাখ্যাই "গৌড়ের ইতিহাসে [১২১ পৃষ্ঠায়] গৃহীত হইয়াছে। এখানে "অনধিকৃত"-শব্দে অনধিকারীকে বুঝিতে হইবে। অমরকোষে [২।৮।৬] সেইরূপ অর্থই লিখিত আছে। [বসু মহাশয়ের ব্যাখ্যা সম্পাদিত হইবার বহু পূর্ব্বে] অধ্যাপক কিল্‌হর্ণও, এই শ্লোকের ব্যাখ্যায়, সেই সুপরিচিত অর্থের অনুসরণ করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,—" having obtained his father's kingdom, which had been snatched away by people, who had no claim to it." মহীপালদেবের পিতার রাজ্য অথবা [পিত্র্যাং রাজ্যং] "বরেন্দ্রভূমি" যে অনধিকারিগণের আক্রমণে একবার হস্তচ্যুত হইয়া, পুনরায় অধিকৃত হইয়াছিল, ইহাতে সেই ঐতিহাসিক তথ্য সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকের "অনধিকারী"-শব্দে কাহাকে বুঝিতে হইবে, তৎকালে তাহা সুপরিচিত থাকায়, কবি তাহার কোনরূপ আভাস প্রদান করেন নাই। বরেন্দ্রভূমিতে তাহার পরিচয়সূচক প্রমাণ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার বিস্তৃত বিবরণ "গৌড়রাজমালায়" দ্রষ্টব্য।

১০১ পৃষ্ঠা। বালাদিত্য-প্রস্তরলিপি।

K. V. Seyne & Bros.

বালাদিত্য-প্রস্তরলিপি।

[নালন্দা-লিপি।]

প্রশস্তি-পরিচয়।

আবিষ্কার-কাহিনী।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে [বালাদিত্য-মন্দির ভূগর্ভ হইতে বহিষ্কৃত করিবার সময়ে,] কাপ্তান মার্শাল একখানি কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারফলকের নিম্নভাগে এই লিপিটি দেখিতে পাইয়া, ইহার একটি ছাঁচ তুলিয়া, কলিকাতায় এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। * কিন্তু সোসাইটির পত্রিকায় তাহার কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না;—ছাঁচখানির কি হইল, তাহাও জানিবার উপায় নাই। কালক্রমে এই দ্বারফলক পুনরায় ভূগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। পরে ব্রোড্‌লে সাহেব পুনরায় ইহার আবিষ্কার সাধন করায়, ইহা এক্ষণে কলিকাতার যাদুঘরে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

কনিংহাম ইহার প্রথম দুই পংক্তির পাঠ মুদ্রিত করিয়া, † লিখিয়া গিয়াছিলেন;—"সমগ্র লিপিটি দশ পংক্তিতে সমাপ্ত।" প্রকৃত পক্ষে, প্রস্তরফলকে দ্বাদশ পংক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী এম, এ, তাহার সম্পূর্ণ পাঠ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ‡ তৎপূর্ব্বে এই লিপির সমগ্র পাঠ উদ্ধৃত করিবার জন্য কেহ চেষ্টা করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অক্ষরগুলি স্পষ্ট ও বৃহৎ; সুতরাং ইহার পাঠোদ্ধার কষ্টসাধ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই লিপির একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে "শ্রীমহীপালদেবরাজ্য সম্বৎ ১১" লিখিত থাকায়, ইহা কোন্ মহীপালদেবের শাসন-সময়ের প্রস্তর-লিপি, তৎসম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইতে পারিত। কিন্তু অক্ষরের আকৃতি বিচার করিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহাকে প্রথম মহীপালদেবের শাসন সময়ের লিপি বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহীপালদেবের একাদশ বৎসর রাজ্যভোগ করিবার সম্ভাবনা অল্প বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, রাজ্যলাভের পর, নিহত হইবার পরিচয় "রামচরিত" § কাব্যে উল্লিখিত আছে।

---

* **Archæological Survey Report,** Vol. III, p. 122.

† **Archæological Survey Report,** Vol. III, p. 123.

‡ **Journal and Proceedings A. S. B.,** Vol. IV, (New Series) pp. 106-107.

§ **Ramacarita** (Published in the Memoirs of A. S. B.)

লিপি-পরিচয়।

যে দ্বারফলকের ভগ্নাংশে এই লিপিটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহার আয়তন দুই ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চ × পাঁচ ইঞ্চ মাত্র। লিপিটি ৯ ইঞ্চ × ৫ ইঞ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রস্তরফলকের সংকীর্ণ কলেবরই এই ক্ষুদ্র লিপিকে দ্বাদশ পংক্তিতে বিভক্ত করিয়াছে। যে পংক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অক্ষর স্থানলাভ করিয়াছে, তাহাতেও একাদশটির অধিক অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই লিপিটির ভাষা সংস্কৃত ;— ইহা গদ্যলিপি।

লিপি-বিবরণ।

নালন্দায় যে মন্দিরদ্বারে এই লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা একটি পুরাতন মন্দির। একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পর, তাহা পুনঃ-সংস্কৃত হইয়াছিল। পুনঃ-সংস্কারকালে, নূতন দ্বারফলক সংযোগের সময়ে, লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়া থাকিবে। যিনি এই পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বালাদিত্য [৯-১০ পংক্তি], পিতার নাম গুরুদত্ত, পিতামহের নাম হরদত্ত [৮-৯ পংক্তি]; তাঁহারা মহাযান-মতাবলম্বী ছিলেন; এবং কৌশাম্বী হইতে আসিয়া, তৈলাঢ়ক নামক স্থানে [৫-৭ পংক্তি] বাস করিতেছিলেন। বালাদিত্যের নামানুসারে মন্দিরটি এখন "বালাদিত্য-মন্দির" বলিয়াই কথিত হইতেছে। ইহা শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যিনি মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার পুণ্য অপেক্ষা, সংস্কার-কর্ত্তার পুণ্য অধিক বলিয়া শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে।

প্রশস্তি পাঠ।

१ ॐ

श्रीमन्महीपाल दे-

२ व-राज्य-सम्वत् ११

३ अस्मिन्दाह्योद्धारे

४ गते देय धर्म्मोयं प्रवर-

५ मा (म) हायान-यायिन: पर-

६ मोपासक श्रीमत्तैलाढ़-

७ कीय ज्याविष (?) कौशाम्बी-

८ विनिर्गतस्य हरदत्तनप्तु-

९ : गुरुदत्तसुत-श्रीबाला-

১০ दित्यस्य। यदत्र पुण्यं त-

११ द्भवतु सर्व्वं-सत्वराशे र-

१२ नुत्तर-ज्ञानावाप्तय इति।

বঙ্গানুবাদ।

ওঁ

শ্রীমহীপালদেবরাজ্যের একাদশ সংবৎসরে, অগ্নিদাহের * পর, জীর্ণোদ্ধার সাধিত হইলে, কৌশাম্বী হইতে সমাগত শ্রীমত্তৈলাঢক-নিবাসী প্রবর-মহাযান-মতাবলম্বী জ্যাবিষ(?) হরদত্ত-পৌত্র গুরুদত্ত-পুত্র শ্রীবালাদিত্যের এই ধর্ম্মার্থে দান। ইহাতে যে কিছু পুণ্য সঞ্জাত হইবে, তাহাতে যেন সকল জীব সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করে ইতি।

---

* ভূগর্ভ হইতে বালাদিত্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিবার সময়ে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল,—এই বিখ্যাত মন্দিরটির একবার জীর্ণোদ্ধার সাধিত হইয়াছিল। প্রস্তরলিপির "অগ্নিদাহ"-শব্দ তাহাকেই সূচিত করিতেছে। পুরাতন মন্দির অগ্নিদাহে বিনষ্ট হইবার কথা "প্যাগ্-সাম-জন্-জাঙ্" নামক তিব্বতীয় ভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থানপতনের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে।

মহীপালদেব-প্রস্তরলিপি।

[সারনাথ-লিপি।]

প্রশস্তি-পরিচয়।

বারানসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথ নামক সুবিখ্যাত বৌদ্ধ-তীর্থক্ষেত্রে যে সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন ক্রমে ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তাহার প্রথম সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই বৎসরে, একটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে, এই প্রস্তর-লিপিটি ক্ষোদিত থাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে জোনাথন্ ডঙ্কন্ তাহার বিবরণ এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় * প্রকাশিত করেন। তাহার পর, এই লিপিটি বহুবার মুদ্রিত ও আলোচিত হইয়াছে।

আবিষ্কার-কাহিনী।

এই প্রস্তর-লিপির অক্ষরগুলি সুদৃশ্য এবং সুস্পষ্ট বলিয়াই কথিত হইতে পারে। তথাপি এই লিপির প্রকৃত পাঠ কি, তদ্বিষয়ে নানা তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছিল। ডাক্তার হুল্‌জ্ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠই † এক্ষণে প্রকৃত পাঠ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই প্রস্তর-লিপির প্রতিকৃতি সংযুক্ত একটি পাঠ ডাক্তার ভোগেল্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে; ‡ এবং যে পাদপীঠে এই প্রস্তর-লিপি খোদিত আছে, তাহারও একটি প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। মূল-লিপি লক্ষ্ণৌ নগরের যাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

অনেকেই এই প্রস্তর-লিপির ব্যাখ্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ১০৮৩ সম্বৎ [১০২৬ খৃষ্টাব্দ] উল্লিখিত থাকায়, তদ্দ্বারা কাল-নির্ণয়ের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, বহু লেখক এই প্রস্তর-লিপির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার হুল্‌জ্ যে ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কষ্ট-কল্পনার অভাব ছিল না। ডাক্তার ভোগেল্, তাহা পরিহার করিয়া, একটি মূলানুগত ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাও সর্ব্বাংশে মূলানুগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

মূললিপি দুইটি পংক্তিতে বিন্যস্ত। সংস্কৃত ভাষানিবদ্ধ "ওঁ নমো [illegible]য়" এই মঙ্গলাচরণের পর, ইহাতে চারিটি কবিতা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তৃতীয় পংক্তিতে কেবল সন তারিখ। চতুর্থ-পঞ্চম পংক্তিতে "যে ধর্ম্মা" মন্ত্র। যে পাদপীঠে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার শ্রীমূর্ত্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; কেবল পাদপদ্ম ও পাদপীঠস্থ ধর্ম্ম-চক্রাদির চিহ্নমাত্রই বর্ত্তমান আছে।

লিপি-পরিচয়।

---

* **Asiatic Researches,** Vol. V, p. 131.

† **Indian Antiquary,** Vol. XIV, p. 139.

‡ **A. S. R. of 1903-4,** p. 222.

১০৪ পৃষ্ঠা]

সারনাথ-লিপি।

১০৪ পৃষ্ঠা।

সারনাথ-লিপি।

K. V. Seyne & Bros.

ইহা গৌড়াধিপ মহীপালদেবের লিপি। তিনি সুপণ্ডিত স্থিরপাল এবং বসন্তপাল নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে * নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগের সাহায্যে, কাশীধামে ও সারনাথে, নানা কীর্ত্তি ও জীর্ণ-সংস্কার সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন বলিয়া এই প্রস্তর-লিপিতে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। † কিন্তু এতদ্দ্বারা কোন্ কোন্ অট্টালিকা সূচিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে এখনও বাদানুবাদের অবসান হয় নাই। এই লিপির সহিত বরেন্দ্র-মণ্ডলের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকায়, অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ [১৯১০ খৃষ্টাব্দে] কাশীধামে এবং সারনাথেও তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

লিপি-বিবরণ।

এই প্রস্তর-লিপির প্রথম পংক্তিতে "গৌড়াধিপ" মহীপালের আদেশে, কাশীধামে "ঈশানচিত্র-ঘণ্টাদির" শত-কীর্ত্তিরত্ন নির্ম্মিত হইবার, দ্বিতীয় পংক্তিতে "ধর্ম্মরাজিকা ও সাঙ্গ-ধর্ম্মচক্র" সংস্কৃত হইবার, এবং "অষ্টমহাস্থান-শৈলগন্ধকুটী" পুনরায় নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ, এই সকল কার্য্য-সম্পাদনের কাল বলিয়া, ইহাতে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে, [মহীপাল-দেবের শাসন-কালের একাদশ সংবৎসরে] নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নিদাহ-বিনষ্ট-মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার সাধিত হইবার পরিচয় [নালন্দা-লিপিতে] প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই যুগে, অন্যান্য স্থানেও, পুরাকীর্ত্তির সংস্কার-কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিতে পারে। তন্মধ্যে শাক্য-বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের [লুম্বিনী-বনের] কথা উল্লেখযোগ্য। তথায় রাজাধিরাজ অশোক [তদীয় অভিষেকোত্তর-বিংশতিতম-বর্ষে] তীর্থ ভ্রমণ করিতে আসিয়া, একটি লিপি-সংযুক্ত শিলাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠাপিত করাইয়াছিলেন। তাহার অর্দ্ধাংশ [ইউয়ন্ চুয়ঙের ভারত-ভ্রমণকালে] খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, বজ্রদীর্ণ ও ভূপতিত অবস্থায়, দেখিতে পাওয়া যাইত। ‡ তাহা এক্ষণে ভূগর্ভ-খননে প্রাচীর-বেষ্টিত অবস্থায় [যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিতবৎ] আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ভিন্সেন্ট স্মিথ্ লিখিয়াছেন,—তাহা খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ-শতাব্দীর কোনও

লিপি-তাৎপর্য্য।

---

* স্থিরপাল এবং বসন্তপাল যে পরস্পরের ভ্রাতা ছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। তাঁহারা বিশ্বকোষে [একাদশ ভাগের ৩১৪ পৃষ্ঠায়] মহীপালদেবের "পুত্র" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন কেন, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। প্রমাণ স্থলে **Archæological Survey Report**, Vol. IX, p. 182 উল্লিখিত হইয়াছে। "গৌড়ের ইতিহাসে" [১২৩ পৃষ্ঠায়] ইঁহারা মহীপালদেবের "আত্মীয়" বলিয়া উল্লিখিত। ইঁহাদের সহিত মহীপালদেবের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, এই প্রস্তর-লিপি ভিন্ন, তাহার আর কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রস্তর-লিপির "অনুজ"-শব্দের পুত্র-বাচক অর্থ গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

† ডাক্তার হল্জ্ এই সকল কীর্ত্তির যেরূপ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ করিয়াই, "গৌড়ের ইতিহাসে" [১২৩ পৃষ্ঠায়] "ঈশান"-শব্দ দীপস্তম্ভ, এবং "চিত্র-ঘণ্টা" কারুকার্য্যময় ঘণ্টা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

‡ Near these topes was a stone-pillar set up by Asoka with the figure of a horse on the top. Afterwards the pillar had been broken in the middle, and laid on the ground (that is, half of it) by a thunder-bolt from a malicious dragon.—**Watter's Yuan Chwang**, Vol. II, pp. 14-15.

পাল-নরপাল কর্ত্তৃক পুনঃস্থাপিত হইয়া থাকিবে। * ইহা অনুমান মাত্র। তথাপি, ইহাকেও সংস্কার-যুগের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ-মতানুরক্ত পাল-নরপালগণের শাসন-সময়ে বিলুপ্ত-প্রায় পুরাতন বৌদ্ধ-কীর্ত্তিনিচয়ের সংস্কার-কার্য্য আরব্ধ হইবার সম্ভাবনার অভাব ছিল না। এই সকল প্রমাণ, তাহার অনুকূল প্রমাণ বলিয়া, গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু ডাক্তার ভোগেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত পাঠ প্রকাশিত হইবার পর, বেনারস-কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ [অধ্যাপক ভিনিস্] সোসাইটির পত্রিকায় "ঈশান, ঘণ্টাদি এবং গৌড়" এই কয়টি শব্দ যথাযথ-ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে কিনা, তৎপ্রতি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। † এরূপ সংশয়ের কারণ কি, তাহা প্রতিভাত হয় না,—শব্দগুলি প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত রহিয়াছে, তাহার অপলাপ-সাধনের সম্ভাবনা নাই। "কাশ্যাং" এবং "অকারয়ৎ"-শব্দে "ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি-কীর্ত্তিরত্নশতানি" কাশীধামে নির্ম্মিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিপিটি সারনাথে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সুতরাং তদুক্ত অন্যান্য কার্য্য সারনাথেই সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া, সকলেই ধরিয়া লইয়াছেন। সে কার্য্যগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য। এক শ্রেণীর কার্য্য "পুনর্নবং", আর এক শ্রেণীর কার্য্য "নবীনাং" বলিয়া দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে উল্লিখিত রহিয়াছে। ইহাতে মনে হয়,—পূর্ব্ব-রচিত যে সকল কীর্ত্তি [সংস্কারাভাবে] জীর্ণ হইয়াছিল, তাহাকে "পুনর্নবং"; এবং যাহা কালক্রমে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাকে "নবীনাং" করা হইয়াছিল। এইরূপ ব্যাখ্যাই মূলানুগত বলিয়া প্রতিভাত হয়। এইরূপ অর্থে শিলা-লিপির উক্তিগুলি গ্রহণ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়,—"ধর্ম্মরাজিকা" এবং "সাঙ্গ-ধর্ম্মচক্র" এই দুইটিকে "পুনর্নবং" করা হইয়াছিল;—এবং "অষ্ট-মহাস্থান-শৈলগন্ধকূটীকে" "নবীনাং" করা হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার কোনরূপ চিহ্ন বর্ত্তমান আছে কি না, অনুসন্ধান-সমিতি তাহারই অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। সারনাথের মূল-মন্দিরের দক্ষিণাংশে যে বৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেওয়ান জগৎসিংহ কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে "জগৎসিংহ-স্তূপ" নামে কথিত হইতেছে। তাহার ভূগর্ভ-নিহিত ইষ্টক-সন্নিবেশ-ব্যাপারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—একটি পুরাতন স্তূপের বহির্ভাগে আর একটি স্তূপাবরণ রচিত করিয়া, সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল। ইহার অনতিদূরে যে অশোক-স্তম্ভ আবিষ্কৃত

---

* The pillar, which was prostrate (?) in the seventh century, may have been set up again by one of the Buddhist Pala-kings in the eleventh or twelfth century—Prefatory Note to a Report on a Tour of Exploration, 1899. স্মিথ্ সমগ্র স্তম্ভটি ভূপাতিত হইবার প্রমাণ কোথায় পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, তাহার কারণটি বিচারসহ হয় নাই। পরলোকগত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই অশোক-স্তম্ভের খনন-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন,—এই স্তম্ভের চারিদিকে একটি পুরাতন ও একটি অপেক্ষাকৃত নূতন ইষ্টক-প্রাচীর বর্ত্তমান আছে। শেষ প্রাচীরকে মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কার-কার্য্যের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

† Isāna, Ghantādi and Gauda, are happy readings, for which we are indebted to Professor Hultzsch. Personally I am unable to see these aksaras.—**J. A. S. B.** (New Series) Vol. II, No. 9, p. 447.

হইয়াছে, তাহার শীর্ষদেশে, [সিংহ-চতুষ্টয়ের মধ্যস্থলে] কীলক-সংযোগে সংস্থাপিত একটি "ধর্ম্মচক্র" বিদ্যমান ছিল ;—তাহার ভগ্নাংশমাত্রই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং "জগৎসিংহ-স্তূপ" নামে কথিত স্তূপটিকে এবং অশোক-স্তম্ভশীর্ষস্থ ধর্ম্মচক্র-চিহ্নকে যথাক্রমে "ধর্ম্মরাজিকাং" এবং "সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং" বলিয়া গ্রহণ করিলে, "পুনর্নবং"-শব্দ ব্যবহৃত হইবার কারণ বুঝিতে পারা যায়। শাক্য-বুদ্ধদেব স্বয়ং যে সকল স্থানে বাস করিয়া "ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন" করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সারনাথই প্রথম এবং ভুবনবিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। এই সকল স্থানে উত্তরকালে 'আলয়' নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় গ্রন্থে তাহা "গন্ধালয়" [অপভ্রংশে গন্ধোলা] নামে উল্লিখিত। * তাহাই "গন্ধকুটী" নামেও পরিচিত ছিল। মূল-মন্দিরকে সেই "গন্ধকুটী" বলিয়া গ্রহণ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহার উপাদান ও রচনা-রীতি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পরিচয় প্রদান করে ; দুই এক স্থলে প্রস্তর-গাত্রে যে সকল অক্ষর ক্ষোদিত আছে, তাহাও প্রথম মহীপালদেবের শাসন-সময়ের বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ। নানা স্থান হইতে সংগৃহীত প্রস্তরের সহিত ইষ্টক-সংযোগে এই অট্টালিকা নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। কারণ,—অশোক-স্তম্ভের অবস্থান-ভূমির সহিত এই মন্দিরের দ্বার-সংস্থাপনের সামঞ্জস্য নাই, ইহার রচনা-রীতিও উচ্চশ্রেণীর শিল্প-কৌশলের পরিচয় প্রদান করে না। এই সকল কারণে মনে হয়,—যাহা মূল-মন্দির নামে কথিত হইতেছে, তাহাই "অষ্টমহাস্থান-শৈলগন্ধকুটী"—এবং তাহা গৌড়াধিপ মহীপালের কীর্ত্তি। সারনাথের "ধামেক" নামক সুবৃহৎ স্তূপটিকে "ধর্ম্মরাজিকা" মনে করিয়া, ডাক্তার ভোগেল তাহাকেই গৌড়াধিপ মহীপালের সংস্কার-কার্য্যের নিদর্শনরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু "ধামেক-স্তূপ" কখনও সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া কল্পনা করিবার উপায় নাই ; বরং তাহার রচনা-কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত না হইবারই পরিচয় বর্ত্তমান আছে। এই স্তূপ একটি "বোধিসত্ত্ব-স্তূপ", এবং ইহার প্রকৃত নাম "ধর্ম্মেক্ষা",—এইরূপ পরিচয় [১৩৮৯ সংবতে লিখিত] জিনপ্রভ নামক জৈন যতি-বিরচিত "তীর্থকল্প" গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়া, অধ্যাপক ভিনিস্ তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"অস্যাং ক্রোশ-ত্রিতয়ে ধর্ম্মেক্ষা নাম সন্নিবেশো যত্র বোধিসত্ত্বস্যোচ্চৈস্তর-শিখর-চুম্বিন(ত)-গগন মায়তনম্ ॥"

প্রশস্তি-পাঠ।

১ ওঁ নমো বুদ্ধায় ॥

বারান(ণ)শী (সী)-সরস্যাং গুরব-শ্রীবামরাশি-পাদাব্জং।

আরাধ্য নমিতভূপতি-শিরোরুহৈঃ শৈবলাধীশং ॥(১)

---

* Pag-Sam-Jon-Zang—Edited by Rai Bahadur Sarat Chandra Das, C.I.E., p. 77.

ई(ई)शान-चित्रघण्टादि-कीर्त्तिरत्नशतानि यौ।
गौड़ाधिपो महीपालः काश्यां श्रीमानकार [यत्] ॥(२)
२ सफलीकृत-पाण्डित्यौ बोधाव-विनिवर्त्तिनौ।
तौ धर्म्मराजिकां साङ्गं धर्म्मचक्रं पुन र्नवं ॥(३)
कृतवन्तौ च नवीना मष्टमहास्थान-शैलगन्धकूटीं।
एतां श्रीस्थिरपालो वसन्तपालोऽनुजः श्रीमान् ॥(४)
३ संवत् १०८३ पौषदिने ११
४ ये धर्म्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतोऽह्यवदत्।
५ तेषाञ्च यो निरोध एवं वादी महाश्रमणः ॥(५)

বঙ্গানুবাদ।

(১)

সরসী-সদৃশ-বারাণসীধামে, চরণাবনত-নৃপতিমস্তকাবস্থিত-কেশপাশ-সংস্পর্শে শৈবালাকীর্ণরূপে প্রতিভাত, শ্রীবামরাশি নামক গুরুদেবের * পাদপদ্মের আরাধনা করিয়া,—

(২)

গৌড়াধিপ মহীপাল [যাঁহাদিগের দ্বারা] ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি † শত-কীর্ত্তিরত্ন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন,

(৩)

তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য সফল হইয়াছে,—তাঁহারা সম্বোধি-পথ হইতে বিনিবর্ত্তন করেন নাই। সেই শ্রীমান্ স্থিরপাল ও শ্রীমান্ বসন্তপাল [নামক] অনুজ ‡ "ধর্ম্মরাজিকার" § ও "সাঙ্গ ধর্ম্মচক্রের" জীর্ণসংস্কার এবং

---

* "গুরব-শ্রীবামরাশিপাদাব্জং" শিষ্ট প্রয়োগ বলিয়া বোধ হয় না। অধ্যাপক ভিনিসও এই পদকে "অনন্বিত" বলিয়াছেন। মহীপালদেবের গুরুদেব এখনও বরেন্দ্রমণ্ডলে সুপরিচিত। লোকে তাঁহার ভদ্রাসনের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া দিয়া, নানা অলৌকিক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া থাকে।

† "इयं हि चित्रघण्टेशी घण्टाकर्णस्त्वयं ह्रदः।" কাশীখণ্ডে [৩৩।৭৫] "চিত্রঘণ্টেশীর" এইরূপ যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে "নবদুর্গার" একতমা সূচিত হইয়াছেন। কাশীধামে "নবদুর্গার" পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষগুলি অদ্যাপি পূজিত হইতেছে। "চিত্র-ঘণ্টাদি" শব্দে সকলগুলিই সূচিত হইয়া থাকিলে, মহীপালদেব তাঁহাদের জন্যও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

‡ ডাক্তার ভোগেল বসন্তপালকে স্থিরপালের "অনুজ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, রচনা-ভঙ্গী

(৪)

"অষ্ট-মহাস্থান"-শৈলবিনির্ম্মিত * "গন্ধকুটী" † নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

(৫)

যে সকল ধর্ম্ম হেতু হইতে সমুদ্ভূত, তাহাদিগের হেতু কি, তথাগত (বুদ্ধদেব) তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদিগের যাহা নিরোধ তাহা এইরূপ, মহাশ্রমণ (বুদ্ধদেব) এইরূপ বলিতেন। ‡

সংবৎ ১০৮৩। ১১ই পৌষ।

স্থিরপাল এবং বসন্তপাল উভয়কেই মহীপালদেবের "অনুজ" বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারে। পদমর্য্যাদা-বিজ্ঞাপক "শ্রীমান্" শব্দ সাধারণ রাজকর্ম্মচারীর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা অল্প বলিয়াই বোধ হয়। এই শ্লোকের "বোধাববিনিবর্ত্তিনৌ" বিশেষণ-পদেও স্থিরপাল-বসন্তপালের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহারা সাধনপথ অবলম্বন করিয়া, সম্বোধি লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, সংসারে বিনিবর্ত্তন করেন নাই বলিয়া, তাঁহাদের পাণ্ডিত্য "সফলীকৃত" হইয়াছিল। যে দেশে অনেক রাজকুমার চিরপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন, সে দেশে মহীপালদেবের অনুজদ্বয়ের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া কথিত হইতে পারে না। "অনুজ"-শব্দ স্থিরপাল এবং বসন্তপাল উভয়ের পক্ষেই তুল্যরূপে প্রযোজ্য; সুতরাং তাঁহারা যে পরস্পরের ভ্রাতা ছিলেন, এই মাত্রই বলা হয় নাই,—তাঁহারা উভয়েই "অনুজ"-পদবাচ্য, ইহাও বলা হইয়াছে। এরূপ রচনাভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাঁহাদিগকে মহীপালদেবের "অনুজ" বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

§ "অশোকো নাম ধর্ম্মরাজো(?) অনুবদ্ধীনি ধর্ম্মরাজিকা-সহস্রং প্রতিষ্ঠাপয়িষ্যতি"—দিব্যাবদান গ্রন্থের [৩৭৯ পৃঃ] এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, অধ্যাপক কুসে "ধর্ম্মরাজিকা"-শব্দের অর্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। তদনুসারে অশোক-কৃত স্তূপই "ধর্ম্মরাজিকা" এবং তাহাই সংস্কৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অনেকেই সারনাথের "ধামেক" নামক স্তূপকে "ধর্ম্মরাজিকা" বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন।

* বৌদ্ধ-সাহিত্যে দুই শ্রেণীর "অষ্ট-মহাস্থানের" পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক ভিনিস্ আপনাকে "শুষ্ক-বৈয়াকরণ" বলিয়া অভিহিত করিয়া লিখিয়াছেন, অষ্টমহাস্থান-শৈলগন্ধকুটী" ব্যাকরণ-শাস্ত্রানুসারে "অষ্ট-মহাস্থান হইতে সংগৃহীত শিলা দ্বারা নির্ম্মিত গন্ধকুটী" এইরূপ অর্থ প্রকাশিত করিলে, শৈল-শব্দের পরিবর্ত্তে শিলা-শব্দের ব্যবহার করিতে হইত। এই সমাস-নিবদ্ধ-পদে অষ্টমহাস্থান [নামক রচনা-বিজ্ঞাপক স্থানে] সংযুক্ত শিলা-নির্ম্মিত গন্ধকুটী সূচিত হইয়া থাকিবে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। যথা,—The idea of stones, *brought from* eight places, might have been extracted from the compound, if it had contained the word Silā instead of Saila. But as it reads in the inscription, the compound, when resolved into sentences, can strictly mean no more than this :—the shrine is made of stones ; and, in the shrine are, eight great places (positions). I would therefore make over the word, mahāsthāna, great or lofty place or position, as an architectural term, to the Indian Archæologist to explain or even to explain away, according to his needs. A "mere grammarian" Suska-vaiyâkarana, like myself does well to attempt no more.—**J. A. S. B.** (New Series) Vol. II, No. 9, p. 447.

† বুদ্ধদেবের বাসস্থানের উপর যে সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই "গন্ধকুটী" নামে পরিচিত। "গন্ধকুটীতে" বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিত। "প্যাগ্-সাম-জন্-জাঙ্গ" নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে "গন্ধালয়" নামের অপভ্রংশ "গন্ধোলায়" উল্লেখ আছে।

‡ বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক এই মন্ত্রটি বিনয়-পিটকের অন্তর্গত; ইহাতে সূত্ররূপে শাক্যসিংহের উপদেশের সার মর্ম্ম নিহিত আছে বলিয়া, ইহা উত্তরকালে মন্দিরে, চৈত্যে, শ্রীমূর্ত্তিতে উৎকীর্ণ হইত। রুজ্ ডেভিডস্ (Vinaya Texts I, p. 146) ইহার এইরূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। যথা,—

"Of all objects which proceed from a Cause
The Tathāgata has explained the cause,
And he has explained their Cessation also ;
This is the doctrine of the great Samana."

নয়পালদেবের শাসনসময়ের প্রস্তর-লিপি।

[কৃষ্ণদ্বারিকা-মন্দিরলিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

গয়াধামের কৃষ্ণদ্বারিকা-মন্দিরটি প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে দামোদর লাল ধোক্‌রী [গয়ালী] কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বেও ঐ স্থানে একটি পুরাতন মন্দির বিদ্যমান ছিল বলিয়াই বোধ হয়। আধুনিক মন্দিরের প্রবেশদ্বারে, একটি পুরাতন প্রস্তর-লিপি দেখিতে পাইয়া, কানিংহাম তাহার একটি প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়া গিয়াছিলেন।* লিপিটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং তাহার সহিত নয়পালদেবের শাসন-সময়ের পরিচয় সংযুক্ত রহিয়াছে। এই লিপি বিশ্বাদিত্য নামক এক ব্যক্তির [বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণের] প্রশস্তি হইলেও, এক্ষণে যে মন্দিরের সহিত ইহার সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নামানুসারে ইহা "কৃষ্ণদ্বারিকা-মন্দিরলিপি" নামেই পণ্ডিত-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছে।

আবিষ্কার-কাহিনী।

কানিংহাম এই প্রস্তর-লিপির পাঠোদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া, ইহাকে নয়পালদেবের বিজয়-রাজ্যের পঞ্চদশ সংবৎসরের প্রস্তর-লিপি বলিয়াই সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল ইহার পাঠোদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও কৃতকার্য্য হইতে না পারায়, তদ্বিবরণ সোসাইটির পত্রিকায় উল্লিখিত হইয়াছিল।† অবশেষে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এম-এ এই প্রস্তর-লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া, সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন।‡ বঙ্গ-সাহিত্যে এই লিপি এখনও অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বারিষ্টার মহোদয় অনুসন্ধান-সমিতিকে এই প্রস্তর-লিপির প্রতিলিপি প্রদান করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

এ পর্য্যন্ত এই লিপির আদ্যন্তের অনুবাদ কোন ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। চক্রবর্ত্তি-মহাশয় ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্রই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। কানিংহাম-প্রকাশিত প্রতিলিপি, চক্রবর্ত্তি-মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠ, এবং বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের প্রেরিত প্রতিলিপি অবলম্বন করিয়া, ইহার একটি

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

---

* **Archæological Survey Report,** Vol. III, pl. XXXII.
† **Proceedings A. S. B.,** August 1879.
‡ **J. A. S. B.,** 1900, pp. 190—195.

বঙ্গানুবাদ সম্পাদনের চেষ্টা করা হইল। ইহাতে নয়পালদেবের শাসনসময়ের [গয়া-প্রদেশের] কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

এই প্রস্তর-লিপির অক্ষর-বিন্যাস লিপি-সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদানের উপযুক্ত হইলেও, [৪র্থ এবং ৭ম হইতে ১৪শ পংক্তি পর্য্যন্ত] স্থানে স্থানে অক্ষরগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রস্তর-ফলকের ২ ফুট ৪ ইঞ্চ × ১ ফুট স্থান এই লিপিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পংক্তিসংখ্যা ১৮। তাহাতে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" হইতে আরম্ভ করিয়া, সংস্কৃতভাষা-নিবদ্ধ ২১ শ্লোক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তি-মহাশয় বহু ক্লেশে তাহার পাঠোদ্ধার সাধিত করিয়াছেন।

লিপি-পরিচয়।

নয়পালদেবের শাসন-সময়ে গয়াধামে বেদাধ্যয়নের এরূপ আতিশয্য ছিল যে, বেদাভ্যাস-পরায়ণ দ্বিজগণের "উদ্গীর্ণোগ্র-পাঠক্রমে" লোকে পরস্পরের বাক্যালাপ শ্রবণ করিতেও অসুবিধা বোধ করিত। সেই গয়াধামে, তৎকালে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, [৩ শ্লোক] তথাকার মহাদ্বিজ-বংশোদ্ভব পরিতোষের পৌত্র, শূদ্রকের পুত্র, বিশ্বাদিত্য [৫-১৭ শ্লোক] জনার্দ্দনের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই এই প্রস্তর-লিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সহদেব নামক কোনও "বাজিবৈদ্য" [অশ্ব-চিকিৎসক] এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন, [১৯ শ্লোক] এবং শ্রীমদধিপসোমের পুত্র শ্রীমৎ সট্টসোম এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। [২০ শ্লোক] শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তি-মহাশয় কবির নাম "সহদেব" বলিয়াই, লিখিয়াছেন। *

লিপি-বিবরণ।

প্রশস্তি-পাঠ।

১ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥
উন্নিদ্র-নীলকমলাকর-কায়-কান্তিঃ
স্বর্ণাভিরাম-রুচির-দ্যুতি-পীতবাসাঃ।
উদ্ভাস্যমান ইব চঞ্চলয়া ঘনৌঘো
বিষ্ণুঃ প্রিয়াদ্বয়-বরেণ যুনক্তু যুষ্মান্ ॥(১)

---

* The *praçasti* was composed by one Sahadeva, who was also a Vāji-Vaidya or Veterinary Physician."

(১) বসন্ততিলক। প্রস্তরফলকে এবং কানিংহামের প্রতিলিপিতে "পীতবাসাঃ" পাঠই দেখিতে পাওয়া যায়। চক্রবর্ত্তি-মহাশয় "পীতবাসঃ"-পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২ আনির্ম্মায় সমস্তবস্তু-সুখিনো বিমান্ প্রজানাং পতি-
র্যা মধ্যাস্ত ইবাত্মনৈব পরিতো মূর্ত্তি-প্রপঞ্চং দধৎ।
উত্তুঙ্গৈঃ শরদভ্র-শুভ্র-রুচিভিঃ সৌধৈঃ কৃতালঙ্কৃতি-
র্মোচিহার মনস্মলং জ-

৩ গতি সা শ্রীমদ্রয়া গীয়তে ॥(২)
বেদাভ্যাস-পরায়ণ-দ্বিজগণোদ্গীর্ণোরু-পাঠক্রমা-
দুচ্চৈ রুচরিত-ধ্বনিব্যতিকরৈ র্যত্রাবধার্য্যা গিরঃ।
নিত্যাজস্রিত-হোম-ধূমপটল-ধ্বান্তাহতো সাম্প্রতং
ধর্ম্মো

৪ যত্র মহাভয়াদিব কলেঃ কালস্য সংতিষ্ঠতে ॥(৩)
অত্যাহৃতে র্গুণনয়ৈ [রু রু]-নী[লপদ্মা-
নিশ্চ্ছদ্ম-সদ্মনি সতাং সুকৃতাভিমর্শে।
নীহার-হার-শরদিন্দু-বিশুদ্ধ-কুন্দ-
সন্দো]হ-সুন্দর-মহাদ্বিজরাজ-বংশে (৪)

৫ ॥ প্রজাতলক্ষ্ম-দ্বিজরাজ-শেখরঃ
সমস্ততো ভূরি-বিভূতি-ভূষণঃ।
বভূব ধন্যো গিরিরাজ-পুত্রিকা-
প্রিয়োপমেয়ঃ পরিতোষ-সংজ্ঞকঃ ॥(৫)
অনন্য-সামান্য-দিগন্ত-মন্দিরৈঃ
ত্রিবর্গ-সংসর্গি-গুণা-

৬ শ্রয়ৈ র্জগৎ।
শরৎ-সুধাধাম-গভস্তি-তস্করৈঃ
সমস্ততো যস্য যশোভি রাবৃতম্ ॥(৬)
দ্বিজবর-বিনতা-নন্দন-নিরন্ত-গতিকঃ সমাশ্রিতো লক্ষ্ম্যা।

(২-৩) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

৪) বসন্ততিলক। বন্ধনী-মধ্যস্থ অক্ষরাবলী অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। চক্রবর্ত্তি-মহাশয় "পদ্মা"কে 'পদ্ম' পাঠ করিয়াছেন।

(৫-৬) বংশস্থবিল।

तस्य तदनु तनु-जन्मा सुररिपु रिव युद्धको भूत: ॥(৭)

৭ दूरोद्यात-शरत्-सुधानिधि-सुधा-कु[न्दाभिरामच्छवि-
च्छायै र्गुच्छक मभूद् यशो]भि रभितो यस्य [त्रिलोकी तलम्]
कर्पूरै रिव पूरि[तं] मलय[ज]क्षो[दै] रिवालेपितं
क्षुब्ध-क्षीर-पयोधि-तुङ्गलहरी-लेहै रि[वा]प्ला-

৮ वितं ॥(৮)

सत्यं धर्म्म-सुते स्थिरत्व मचले गाम्भीर्य्य मम्भोनिधौ
वज्राश्चर्य्यगुणा मतिः सुरगुरौ तेजस्विता भास्वति।
[एते स]न्ति गुणाः पृथक् [पर]मु[द]न्वन्ति जिगीषा-रसै-
र्व्विश्वादित्य मजीजनत् सुत-

৯ मसा वेभिः समस्तैः श्रितम् ॥(৯)

य स्तापान्तकरः [सुधानिधि रिवापूर्णः कलानां गणै-
र्यं स्तुङ्गाभ्यु]दयाश्रितो रवि रिव प्रौढ़ः प्रता[पो]दयः।
प्रत्यन्तःकरणाभिवाञ्छित-फलाजस्र-प्रदानश्रिभिः
श्लिष्टो

১০ जङ्गम-कल्पद्रुम इव यो जातः समस्तार्थिनाम् ॥(১০)

[दोर्द्दण्डद्वय चण्डविक्रम-कथा-दिग्वाजि-शौर्य्याङ्कुत-
क्रीड़ोन्मूलित-वारिवर्ग्ग-विपिनः प्रौढ़ः प्रतापा(?)रुणः।
वार्य्यालीषु] यथाब्धि रापदि [त]था प्रव्य-

১১ क्त-धैर्य्यक्रमः

किन्त्व प्राकृत-सर्व्वगर्व्व-[विमुखः सम्पत्स्वनल्पास्वपि ॥(১১)
श्रियान्यव्यासङ्गो विस]दृश-समाचार-विकलो
जनो मद्येनेव स्खलन मुपहासञ्च भजते।

---

(৭) আর্য্যা।
(৮) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
(৯) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
(১০) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
(১১) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

द्दु[यं] सा यस्य श्रीः समुचित-वि-

१२ लासाभ्युदयिनी

यथार्थालङ्का[र]: समधिक जनान[न्द]वि[षय]: ॥(১২)

[यस्याकृत्रिम-मेदुराश्रित-मङ्गो]पर्य्यन्त-सव्वासिभि-

[र्नृत्यारब्ध-विजृ[म्भनो]द्धत-[भु]जै रुद्गीयमाना जनैः।

सानन्दोद्वपुलकं

१३ विमान म[स]क्त हेवै विलम्बाम्बरे

श्लाघा-घूर्णि[त-मूर्द्धभि-र्निपतितैः(?) कीर्त्तिः समाकर्ण्यते ॥(১৩)

साभ्यसू]य-परितोष-लेशतो वीक्षितानि शनकैः सकटा[क्षं]।

[यस्य] विद्विड़नुकूल-कुलानि प्राप्नुवन्ति निध-

१४ नानि धना[नि] ॥(১৪)

निनदन्ति दन्तिवरहन्ति(?) यानि कुचितानि [तानि च दुरुच्चयानि।

अति]मन्दमन्द-मतिगह्वरासु निवसन्ति सन्ति गिरि-कन्दरा[सु] ॥(১৫)

सन्त[ते]न ततेन तेजसा दुर्ज्जयस्य नयस्य विद्वि-

१५ षां।

आकुलानि कुलानि दुर्ग्गमा दुर्ग्गतानि गतानि दुर्ग्गमम् ॥(১৬)

समाम्बु-राशि-विस[रत्-स्नथमेख]लाया

अस्या [भूवः] कति न भूमि[भु]जा बभूवुः।

सिद्धिं न कस्यचिदगाद्यदनल्प-कल्पै-

स्तेनात्र कीर्त्तनम-

१६ कारि जनार्द्दनस्य ॥(১৭)

कैलासाचल-शृङ्ग-सम्भ्रम मधःकुर्व्वत् प्रोरूढोदय-

प्रालेय-द्यु[ति-कुन्द-सु]न्दर-यशः-[पुञ्जो]पमेयाकृति।

---

(১২) শিখরিণী।

(১৩) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

(১৪) রথোদ্ধতা—স্বাগতা।

(১৫) জগতী।

(১৬) অক্ষরাবতী।

(১৭) বসন্ততিলক।

যশোত্তুঙ্গ-শিখাগ্র-সঙ্গত-শরচ্চন্দ্রাংশু-শুভ্র-শ্রিভি-

র্মু[ক্ত]ানূতন-মঞ্জরী রিব পতা-

১৭ কাভি র্যভো রাজতে ॥(১৮)

বাজিবৈদ্য-সহদেব-নিরুক্তিঃ তত্ প্রশস্তি রিয় মস্তু নিতান্তং

প্রেমসৌহৃদ-সুখৈকধরিত্রী সজ্জনস্য হৃদয়ে রমনীব ॥(১৯)

শ্রীমতোঽধিপসোমস্যাত্মজেনার্জ্জিতং যশঃ।

তত্-

১৮ কীর্ণ-কর্ম্মণি শ্রীমত্ সহসোমেন শিল্পিনা ॥(২০)

সমস্ত-ভুমণ্ডলরাজ্যভার-

মাবিভ্রতি শ্রীনয়পালদেবে।

বিলিখ্যমানে দশপঞ্চ-সংখ্য-

সম্বত্সরে সিদ্ধি মগাচ্চ কী[র্ত্তি]ঃ ॥(২১)

বঙ্গানুবাদ।

(১)

প্রস্ফুটিত-নীলকমল-বনতুল্য * দেহকান্তি-বিশিষ্ট, সুবর্ণবৎ নয়নাভিরাম রমণীয় দ্যুতি-খচিত পীতবসনধারী, [অতএব] বিদ্যুদ্দামোদ্ভাসিত ঘনঘটাবৎ প্রতীয়মান, বিষ্ণু [লক্ষ্মী-সরস্বতী] প্রিয়তমা-যুগলের আশীর্ব্বাদের সহিত † তোমাদিগকে সংযুক্ত করুন।

(২)

সমস্ত-বিষয়-পরিতৃপ্ত বিপ্রগণকে সৃষ্টি করিবার পর, প্রজাপতি [ব্রহ্মা] যেন চতুর্দ্দিকে নিজের

---

(১৮) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

(১৯) স্বাগতা।

(২০) অনুষ্টুভ্।

(২১) উপজাতি। এই শ্লোকের "সংখ্য"-শব্দে একার দেখিতে পাওয়া যায় না।

* এই শ্লোকের "নীলকমলাকরে" সমূহার্থক "আকর"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—"চন্দ্রাকরকরোমমর্থং-মণ্ডলমণ্ডলম্" ইতি কবিকল্পক্রমঃ। এইরূপ প্রয়োগ 'নীতিশতকেও' দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"পদ্মাকরং দিনকরো বিকচীকরোতি"। শ্রেষ্ঠার্থেও "আকর"-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে।

† অর্থাৎ 'তোমরা আঢ্য ও বিদ্বান্ হও' বিষ্ণু তোমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন্।

মূর্ত্তি-সমূহ * ধারণ করিয়া, যেখানে নিজেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই শারদীয়-মেঘমালার ন্যায় শুভ্র-শুদ্ধ সমুচ্চ সৌধমালায় সমলঙ্কৃত † শ্রীমদ্‌গয়াধাম জগতে অর্গলশূন্য মোক্ষদ্বার [বলিয়া] গীত হইয়া থাকে।

(৩)

তথায় বেদাভ্যাস-পরায়ণ দ্বিজগণের কণ্ঠ-নিঃসৃত ‡ [শিক্ষা-স্বর-সমারূঢ়] পাঠ-পদ্ধতিক্রমে § উচ্চৈঃস্বরে উচ্চরিত পাঠধ্বনির সংমিশ্রণে [অজ্ঞ] বাক্যালাপ সম্বন্ধে বোধগম্য হইয়া থাকে। [কিন্তু] সেখানে নিরন্তর যে হোম-ধূমরাশি উদ্‌গত হইতেছে, তাহার তিমিরাবরণের মধ্যেই ধর্ম্ম, কলিকালের মহাভয়ে, সম্প্রতি [আত্মগোপন করিয়া] অবস্থিতি করিতেছেন।

(৪—৫)

যে বংশ, অতিশয় সমাদৃত গুণসংযুক্ত ব্যবহারনীতির প্রভাবে [উৎফুল্লপদ্মার] মহানীল-সরস্বতীর ছদ্মহীন গৃহতুল্য, সেই সজ্জন সম্পর্ক-সংযুক্ত নীহার-মনোহর ‖ শরচ্চন্দ্র-[কিরণে] প্রস্ফুটিত কুন্দ-কুসুমরাশির ন্যায় পরম সুন্দর মহাদ্বিজরাজবংশে—গিরিরাজপুত্রিকা [উমার] প্রিয়তম [মহেশ্বরের] সহিত উপমালাভের যোগ্য, পরিতোষ-নামক ধন্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহেশ্বর [অ-জাতলক্ষ্মা ¶] অলক্ষ্য-জন্মা, [দ্বিজরাজ-শেখরঃ] চন্দ্রশেখর, এবং

---

* এই শ্লোকে সমূহার্থে "প্রপঞ্চ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "प्रपञ्च: सञ्चयेपि स्याद्विस्तारे च प्रतारणे" ইতি মেদিনী।

† অত্রস্থ এক এক জন বিপ্র যেন এক একটি ব্রহ্মা। গয়া-মাহাত্ম্যোক্ত ব্রহ্মার বচন হইতে এই শ্লোকের ভাব গৃহীত হইয়াছে। যথা,—

"लोकाः पुण्यगयायां ये श्राद्धिनो ब्रह्मलोकगाः ।
युष्मान् ये पूजयिष्यन्ति तैरहं पूजितः सदा ॥"

‡ 'উদ্‌গীর্ণ'—শব্দে 'কণ্ঠনিঃসৃত' বুঝিতে হইবে। এখানে "উদ্গীর্ণ"-শব্দের ব্যবহারে [আলঙ্কারিকদিগের মতে] গ্রাম্যতা-দোষ হয় নাই। যথা দণ্ড্যাচার্য্যঃ।

"निष्ठ्यूतोद्गीर्णवान्तादि गौणवृत्ति-व्यपाश्रयम् ।
अति सुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ॥"

§ অগ্নিপুরাণে [৩৩৬ অধ্যায়ে] বেদপাঠক্রম যথা,—

"प्रातः पठेन्नित्यमुरःस्थितेन स्वरेण शार्दूलरुतोपमेन ।
मध्यंदिने कण्ठगतेन चैव चक्राह्व-संकूजित-सन्निभेन ॥
तारन्तु विद्यात् सवनं तृतीयं शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यम् ।
मयूर-हंसान्यभृतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरः-स्थितेन ॥"

‖ ভাগবতে [১০।৭২] মনোহর-অর্থে "হার"-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"तदेव हारं वद मन्यसे यत् ।" শ্রীধরস্বামী তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—"तदेव हार्यं हर्तुं उचितं मनोहरं वा ।"

¶ লক্ষ্ম—"लक्ष्म चिह्न-प्रधानयोः" इत्यमरः । [३।३।१२४।]

[সমন্ততো ভূরি-বিভূতি-ভূষণঃ *] চতুর্দ্দিকে প্রচুর ভস্ম-ভূষণে বা অষ্টবৈভবে অলঙ্কৃত ; পরিতোষও তদ্বৎ [অজাতলক্ষ্মা] সমকক্ষ-শূন্য, [দ্বিজরাজ-শেখরঃ] ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য, এবং [সমন্ততো ভূরি-বিভূতি-ভূষণঃ] সর্ব্বতোভাবে প্রচুর ঐশ্বর্য্য-ভূষণে অলঙ্কৃত।

(৬)

তাঁহার অসাধারণ, দিগন্তব্যাপী, ধর্ম্মার্থকাম-[ত্রিবর্গ-]† সংসৃষ্ট-গুণাবলীর আধার, শরচ্চন্দ্র-কিরণাপহারী যশোরাশিতে এই জগৎ সর্ব্বত্র আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

(৭)

তাঁহার পর, মুরারির ন্যায় শূদ্রক নামক তাঁহার [এক] আত্মজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুরারি যেমন [দ্বিজবর-বিনতানন্দন-নিরস্তগতিকঃ ‡] পক্ষিবর গরুড় ব্যতীত অন্য বাহনশূন্য, এবং [লক্ষ্ম্যা সমাশ্রিতঃ] লক্ষ্মীদেবীর সহিত চির-সংযুক্ত ; তিনিও সেইরূপ [দ্বিজবর-বিনতা-নন্দন-নিরস্ত-গতিকঃ] ব্রাহ্মণগণের এবং যাচকগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ অনন্তকর্ম্মা, এবং [লক্ষ্ম্যা সমাশ্রিতঃ] ঐশ্বর্য্য-সংযুক্ত ছিলেন।

(৮)

শরচ্চন্দ্র-সুধা [সমুদ্ভাসিত]-সুদূরপ্রস্থিত নয়নাভিরাম কুন্দ-কুসুমশোভার প্রতিবিম্ববিশিষ্ট § তাঁহার যশোরাশিতে ত্রিলোকীতল আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া, তাহা যেন কর্পূর-পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; শ্বেতচন্দন-চূর্ণ-চর্চ্চিত হইয়া গিয়াছিল, ক্ষুব্ধ-ক্ষীরসমুদ্রোত্থিত সমুচ্চ-লহরী-লেহে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল।

---

* বিভূতিঃ—(১) অণিমাদ্যষ্টপ্রকারং বৈভবম্, যথা—

"অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥"

(২) ভস্মভূতমঙ্গ বা।

(৩) পরাৎ পরতরং তত্ত্বং পরং ব্রহ্মৈক মব্যয়ম্
নিত্যানন্দং স্বয়ং জ্যোতি রক্ষরং তমসঃ পরম্।
ঐশ্বর্য্যং তস্য যন্নিত্যং বিভূতিরিতি গীয়তে॥

[কূর্ম্ম-পুরাণ, ১ অধ্যায়]

অন্যপক্ষে, 'বিভূতি'-শব্দে সম্পৎ বুঝাইবে। [রঘুবংশ, ৮।৩৬] এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—

"অভিভূয় বিভূতি মার্ত্তবীং মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্।"

† ত্রিবর্গ—"ত্রিবর্গো ধর্ম্মকামার্থৈ শ্চতুর্ব্বর্গঃ সমোক্ষকৈঃ" ইত্যমরঃ। "সত্ত্বরজস্তমাংসি" ইতি মেদিনী।

‡ দ্বিজঃ—"দন্ত-বিপ্রাণ্ডজাঃ দ্বিজাঃ" ইত্যমরঃ। দ্বিজঃ=(১) পক্ষী। (২) ব্রাহ্মণ।

বিনতানন্দনঃ—কশ্যপের অন্যতরা পত্নীর নাম বিনতা ছিল। তিনি অরুণ ও গরুড়ের জননী ছিলেন। অন্যপক্ষে 'বিনত'-শব্দে আনত যাচক-জনকে বুঝায়।

§ ছায়া—এই শব্দটিকে এখানে প্রতিবিম্ব কিম্বা সাদৃশ্য অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। "ছায়া সূর্য্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্ব মনাতপঃ" ইত্যমরঃ। সাদৃশ্যার্থে প্রয়োগ যথা,—"পুরচ্ছায়াবহম্" ইতি দশকচন্দ্রিকায়াম্।

(৯)

ধর্ম্মপুত্র [যুধিষ্ঠিরে] সত্যবাক্য, পর্ব্বতমালায় স্থিরত্ব, সমুদ্রে গাম্ভীর্য্য, সুরগুরু [বৃহস্পতিতে] বহু-আশ্চর্য্য-গুণশালিনী বুদ্ধি, ভাস্করে তেজস্বিতা ;—এই সকল গুণ পৃথক্ পৃথক্ লক্ষিত হইয়া থাকে ; কিন্তু [শূদ্রক] তদীয় উদ্বেলিত জিগীষা-রসে [এই ব্যবস্থাকে পরাভূত করিবার অভিপ্রায়ে] একাধারে এই সকল গুণান্বিত বিগ্রহাদিত্য নামক পুত্রকে জন্মদান করিয়াছিলেন।

(১০)

এই পুত্র, ষোড়শ-কলা-পরিপূর্ণ তাপান্তকর সুধানিধি [চন্দ্রের] ন্যায়,* চতুঃষষ্টিকলা-সম্পন্ন বলিয়া, [লোক-সমাজের] তাপান্তকর ছিলেন। সমুন্নত-শৈলশিখরারূঢ়, প্রখর-কিরণ-প্রকাশক মার্ত্তণ্ড-দেবের ন্যায়, তিনিও অত্যুচ্চ সমুন্নতি লাভ করিয়া, প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি অজস্রভাবে সমস্ত যাচকগণের প্রত্যেকের অন্তঃকরণের অভিলষিত ফল প্রদানের শোভায় সমন্বিত হইয়া, যেন [জঙ্গম] বিচরণ-শীল কল্পবৃক্ষরূপেই প্রতিভাত হইতেন।

(১১)

তাঁহার বাহু-দণ্ড-যুগলের প্রচণ্ড বিক্রম-[রূপ]-কশার আঘাত প্রাপ্ত দিগ্বাজিসমূহের শৌর্য্য-সঞ্জাত অদ্ভুত ক্রীড়ায় তাঁহার অরাতি-কানন উৎপাটিত হইত ; তিনি প্রবল প্রতাপে অরুণ-রাগ-রঞ্জিত ছিলেন। মহাসাগর যেমন † আলীর সমীপবর্ত্তী হইয়া [বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও, তাহাতে বিক্ষুব্ধ না হইয়া] ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে ;—তিনিও সেইরূপ আপৎকাল সন্নিহিত হইলে, ধৈর্য্য প্রকাশ করিতেন ; [কিন্তু] প্রচুর সম্পদের অধিকারী হইয়াও, তিনি ‡ প্রাকৃত জনগণের ন্যায় গর্ব্বপ্রকাশ করিতেন না।

(১২)

যে ব্যক্তি, [অন্ত্য-ব্যাসঙ্গঃ] অসদ্বিষয়ে দৃঢ়াসক্ত হইয়া, অসমুচিত ব্যবহারে [বিকলঃ] দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, সে ধনলাভ করিলে, তাহা মদ্যের ন্যায় তাহাকে পদস্খালিত এবং উপহাসাস্পদ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই ধন বিগ্রহাদিত্যের পক্ষে সমুচিত বিলাসের অভ্যুদয় সাধন করিত, তাহা তাঁহার পক্ষে যথার্থই অলঙ্কার বলিয়া প্রতিভাত হইত, এবং তাহাতে জনসমাজেরও সমধিক আনন্দ উপস্থিত হইত।

---

* কলানাং গণৈঃ—গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্য প্রভৃতি শৈবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার নাম শ্রীধরস্বামি-কৃত শ্রীমদ্ভাগবত-টীকায় দ্রষ্টব্য।

† আলিঃ (অলী বা)—"সেতুবালী স্ত্রিয়াম্ পুমান্" ইত্যমরঃ। "আলী" শব্দে কূলকক্ষেও (dike) বুঝাইতে পারে।

‡ প্রাকৃতঃ—নীচঃ। "বিবর্ণঃ পামরো নীচঃ প্রাকৃতশ্চ পৃথগ্জনঃ" ইত্যমরঃ।

(১৩)

পৃথিবী যতদূর তাঁহার অকৃত্রিম স্থিরতার আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, ততদূর পর্য্যন্ত পৃথিবী-নিবাসী লোকসমাজ নৃত্যারম্ভচেষ্টায় ঊর্দ্ধোত্থিত বাহুযুগলে তাঁহার কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে দেখিয়া, আনন্দ-পুলকিত-কলেবরে দেবগণ অম্বরপথে বিমান অবনমিত (বিলম্বিত) করিয়া, শ্লাঘা-ঘূর্ণিত-মস্তকে নিপতিত (?) হইয়া, সেই কীর্ত্তি-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন।

(১৪)

তাঁহার পরিতোষের বা অসূয়ার লেশমাত্র উপস্থিত হইলে, তাঁহার সুধীর কটাক্ষপাতমাত্রে তদীয় অনুকূল জনগণ ধনলাভ করিতেন, প্রতিকূল জনগণ নিধন প্রাপ্ত হইতেন।

(১৫)

নিনাদশীল দন্তিবরগামী যে তারশব্দ * তাহা অতিমন্দমন্দভাবে অতিগভীর গিরি-গুহাতে দুরুন্নয় হইয়া বাস করিয়া থাকে।

(১৬)

দুর্ব্বিজ্ঞেয় † নীতির সর্ব্বত্র সন্নিবেশ-প্রভাবে, তাঁহার বিষমদশা-প্রাপ্ত ব্যাকুল অরাতিকুল দুর্গম হইতেও সুদুর্গম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(১৭)

সপ্তসমুদ্ররূপ (শ্লথ) চলনশীল-শিথিল-মেখলা-বিশিষ্ট এই বসুন্ধরার কত না ভূমিপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; [কিন্তু] দীর্ঘকালেও কাহারও যে [মন্দির] ‡ সমাধা লাভ করে নাই, তিনি [বিশ্বাদিত্য] এখানে জনার্দ্দনের সেই মন্দির নির্ম্মিত করাইয়াছেন §।

(১৮)

এই মন্দির কৈলাস-শিখরের সম্ভ্রমকে পরাভূত করিয়া, হিমানী-দ্যুতিসম্পন্ন কুন্দ-সুন্দর যশোরাশির সমুন্নত পুঞ্জরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তাহার অত্যুচ্চ শিখরাগ্র-নিবদ্ধ শরচ্চন্দ্রের শুভ্র শোভাবিশিষ্ট পতাকারাশিতে, নভঃস্থল যেন নূতন মঞ্জরী মুঞ্চন করিতে করিতে শোভা প্রাপ্ত হইতেছে।

---

* কূচিতানি—তারধ্বনিসমূহ। দুরুন্নয়ানি—যাহা দুঃখে অনুমিত হয়। এই শ্লোকের অর্থ সুগম বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

† দুর্ন্নয়ন্ত—দুঃখেন নীয়তে জ্ঞায়তে যৎ তৎ। খল্প্রত্যয়ে সিদ্ধ পদ।

‡ কীর্ত্তনম্—মন্দিরম্। "ন কীর্ণনৈরলঙ্কৃতা মেদিনী" ইতি কাদম্বরী।

§ সিদ্ধিম্—সমাপ্তিঃ 'Completion'—Apte.

লেখমালা।

(১৯)

বাজিবৈদ্য-সহদেব-বিরচিত তদীয় এই প্রশস্তি সজ্জন-হৃদয়ে রমণীর ন্যায় প্রেম-সৌহৃদ-সুখের একমাত্র আধার হইয়া নিরতিশয়িত ভাবে বিরাজ করিতে থাকুক।

(২০)

শ্রীমৎ অধিপসোমের পুত্র সট্টসোম নামক শিল্পী [এই প্রশস্তির] উৎকীর্ণ-কর্ম্মে যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন।

(২১)

সমস্ত-ভূমণ্ডল-রাজ্যভার-ধারণকারী শ্রীনয়পালদেবের বিলিখ্যমান-বিজয়রাজ্যের পঞ্চদশ সংবৎসরে এই মন্দির সমাপ্ত হইয়াছে।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন।

[আমগাছি-লিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদালের [কোম্পানী-বাহাদুরের] কুঠীর প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরবর্ত্তী [সুলতানপুরের অন্তর্গত] আমগাছি নামক একটি পুরাতন ইষ্টকাচ্ছাদিত পরিত্যক্ত স্থানে এক কৃষক মৃত্তিকা খনন করিতে গিয়া, এই তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়া, পুলিশের হস্তে সমর্পণ করায়, ইহা দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাটল্ সাহেব কর্ত্তৃক কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল ; * এবং ইহার আবিষ্কার-কাহিনী সোসাইটির পত্রিকায় † প্রকাশিত হইয়াছিল। শাসনখানি তদবধি সোসাইটির পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইতেছে।

আবিষ্কার-কাহিনী।

সুবিখ্যাত অধ্যাপক কোল্‌ব্রুক্ এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষর-বিলোপের জন্য, তিনি ইহার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতে অশক্ত হইয়া, একটি আংশিক বিবরণমাত্রই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন। সোসাইটির শতবার্ষিকী বিবরণী প্রকাশিত করিবার সময়, অধ্যাপক হর্ণলি আর একবার পাঠোদ্ধার-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাই মুদ্রিত হইয়াছিল। ‡ পরে এই শাসনলিপির পদ্যাংশের পাঠ অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। § সম্পূর্ণ লিপির পাঠ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

অধ্যাপক কোল্‌ব্রুক্ এবং অধ্যাপক হর্ণলি যতদূর পর্য্যন্ত পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, ততদূরই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। বংশবিবৃতি-সূচক শ্লোকাবলীর মধ্যে অনেক শ্লোকই নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] এবং মহীপালদেবের [বাণগড়ে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসন হইতে গৃহীত বলিয়া, ঐ দুইটি শাসন-লিপির সাহায্যে অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ পদ্যাংশের একটি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বারা

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

---

* **Colebrooke's Miscellaneous Essays**. Vol. II, p. 279.

† **Asiatic Researches**, Vol. IX, pp. 434-438

‡ **Centenary Review**, Part II, pp. 210-213, and **Indian Antiquary**, Vol. XIV, pp. 166-168.

§ **Indian Antiquary**, Vol. XXI, pp. 97-101.

কাহাকে ভূমিদান করা হইয়াছিল, তাহা নির্ণীত হইতে পারে নাই; "দূতকের" পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে নাই। অধ্যাপক কোলব্রুক্ ইহাকে "দ্বাদশ সংবৎসরের লিপি" বলিয়া, এবং অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ "দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ সংবৎসরের লিপি" বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

লিপি-পরিচয়।

এই তাম্রপট্টখানির আয়তন ১৪$\frac{1}{2}$ × ১২$\frac{3}{4}$ ইঞ্চ। প্রথম পৃষ্ঠে ৩৩ পংক্তিতে এবং অপর পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে সংস্কৃতভাষা-নিবদ্ধ পদ্যগদ্যাত্মক লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু কালপ্রভাবে ইহার উভয় পৃষ্ঠের অক্ষরাবলীই অল্পাধিক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে যে রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে,—তাহার মধ্যস্থলে "শ্রীবিগ্রহপালদেব" স্পষ্টাক্ষরে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহার একটি প্রতিলিপি তুলিয়া লইয়া, ফ্লিট্ সাহেব অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের নিকট প্রেরণ করায়, তদবলম্বনেই ইহার পাঠোদ্ধার সাধিত হইয়াছে। গদ্যাংশের পাঠ অন্যান্য তাম্রশাসনের সাহায্যে উদ্ধৃত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ তাহা প্রকাশিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

লিপি-বিবরণ।

নয়পালদেব-পাদানুধ্যাত [২৩-২৪ পংক্তি] বিগ্রহপালদেব তদীয় বিজয়-রাজ্যের ১২ বা ১৩ সংবৎসরের ৯ চৈত্রদিনে [৪২ পংক্তি] পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ-বিষয়ে [২৪ পংক্তি] এক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন।* ইহাতে গ্রহীতার নাম এবং বংশ-পরিচয় উল্লিখিত ছিল, যে জয়স্কন্ধাবার হইতে এই দানপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার নামও উল্লিখিত ছিল।† কিন্তু অক্ষর-বিলোপে তাহার পাঠোদ্ধার সাধন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মহীপালদেবের [বাণগড়ে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনখানি পোসলী-গ্রামাগত মহীধর শিল্পিকর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বিগ্রহপালদেবের এই তাম্রশাসনও পোসলী-গ্রামাগত মহীধরশিল্পির পুত্র শশিদেব কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া [৪৯ পংক্তি] উল্লিখিত আছে। যথা,—

পোসলীগ্রাম-নির্যাত-শ্রীমহীধর-সূনুনা।
ইদং শাসন মুৎকীর্ণং শশিদেবেন শিল্পিনা।

---

* এই তাম্রশাসনোক্ত দানপত্র [৪০ পংক্তি] একটি চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে গঙ্গাস্নানান্তে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

† অধ্যাপক হর্‌ণলি [২৩ পংক্তিতে] "শ্রীমুদ্গগিরি" বলিয়া জয়স্কন্ধাবারের নাম উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন—"In the prose portion which follows (lines 20-42) the King—from his camp of victory pitched at a place which was not Mudgagiri, but which is spoken of exactly as Mudgagiri in the Bhagalpur plate—informs the people &c."

প্রশস্তি-পাঠ।

১ ওঁ স্বস্তি ॥
মৈত্রীং কা[রুণ্য]-রত্ন-প্রমুদিত-হৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
২ [স]ম্যক্ সম্বো[ধি-বি]দ্যা-সরিদমল-[জল-ক্ষা]লিতাজ্ঞান-প-
ঙ্কঃ।
৩
জিত্বা যঃ কাম-কারি-প্রভব মভিভবং শাশ্বতী[ং]
প্রাপ শান্তি[ম্]
৪
স শ্রীমাঁল্লোকনাথো জয়তি দ[শ]বলোঽন্যশ্চ
গোপালদেবঃ ॥(১)
৫
লক্ষ্মী-জন্মনিকেতনং সমকরো বোঢ়ুং ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং
পক্ষচ্ছেদভয়া দুপস্থিতবতা মেকাশ্রয়ো ভূভৃত[া]ম্।
[মর্য্য]াদা-পরিপালনৈক-নিরতঃ সৌ(শৌ)র্য্য[া]
৬
লয়োঽস্মাদভূ-
দ্দুগ্ধাম্ভোধি-বিলাস-হাসিমহিমা শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ ॥(২)
রামস্যেব গৃহীত-সত্যতপস স্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রে রুদপাদি তুল্য-
৭
[মহিমা বাক্‌পাল-] নামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্নয়-বিক্রমৈক-বসতি র্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রু-পতাকিনীভি রকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥(৩)
তস্মাদু-
৮
[পেন্দ্র-চরিতৈ র্জ্জগতী] ম্পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে

---

(১) স্রগ্ধরা।
(২) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।
(৩) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

য: পূর্ব্বজো ভুবন-রাজ্য-সুখান্যনৈষীত্ ॥(৪)
শ্রীমা-

৮ [ন্বি]গ্রহপাল স্তত্সূনু রজাতশত্রু রিব জাত:।
শত্রুবনিতা-প্রসাধন-বিলোপি-বিমলাসি-জলধার: ॥(৫)
দিক্পালৈ: ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভ-

১০ [ক্তান্ গু]ণান্
শ্রীমন্তং জনয়াম্বভূব তনয়ং নারায়ণং স প্রভুং।
য: ক্ষোণীপতিভি: শিরোমণি-রুচা-শ্লিষ্টাঙ্ঘ্রি-পীঠোপলং
ন্যায়োপাত্ত মলঞ্চকার চরিতৈ:

১১ [স্বৈ] রেব ধর্ম্মাসনম্ ॥(৬)
তোয়াশয়ৈ র্জলধিমূল-গভীরগর্ভৈ-
র্দেবালয়ৈশ্চ কুলভূধর-তুল্যকক্ষৈ:।
বিখ্যাত-কীর্ত্তি রভবত্তনয়শ্চ তস্য
শ্রীরাজ্যপাল ই-

১২ তি [মধ্য] ম লোকপাল: ॥(৭)
তস্মাত্ পূর্ব্বক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট্রকূটান্বয়েন্দো-
স্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলে র্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূত:।
শ্রীমা-

১৩ [ন্ গোপাল] দেব শ্চিরতরমবনে রেকপত্ন্যা ইবৈকো
ভর্ত্তাভূন্নৈক রত্ন-দ্যুতিখচিত-চতু:সিন্ধু-চিত্রাংশুকায়া: ॥(৮)

---

(৪) বসন্ততিলক। এই শ্লোকে ডাক্তার হরণলি "পূর্ব্বজো" পাঠ উদ্ধৃত করিয়া, জয়পালকেই দেবপালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া স্থির করিতে চাহিয়াছিলেন। তাম্রপট্টে প্রথমে "পূর্ব্বজো" উৎকীর্ণ হইয়াছিল; পরে সংশোধিত হইবার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) আর্য্যা।

(৬) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

(৭) বসন্ততিলক।

(৮) স্রগ্ধরা।

यं स्वामिनं राजगुणै रनून मासेवते चा-

१४ [रु-त] रानुरक्ता।

उत्साह-मन्त्र-प्रभुशक्ति-लक्ष्मीः पृथ्वीं सपत्नीमिव शीलयन्ती ॥(৯)

तस्मादभूव सवितु र्वसुकोटिवर्षी

कालेन चन्द्र इव विग्रहपालदेव

१५ :।

[नेत्र] प्रियेण विमलेन कलामयेन

येनोदितेन दलितो भुवनस्य तापः ॥(১০)

हतसकलविपक्षः सङ्गरे बाहुदर्पा-

दनधिकृत-विलुप्तं राज्य मासाद्य पित्र्यम्।

१६ [निहित]-चरणपद्मो भूभृतां मूर्द्ध्नि तस्मा-

दभवदवनिपालः श्रीमहीपालदेवः ॥(১১)

त्यजन् दोषासङ्गं शिरसि कृतपादः क्षितिभृतां

वितन्वन् सर्व्वाशाः प्रसभ-

१७ मुदयाद्रे रिव रविः।

हतध्वान्त-स्निग्धप्रकृति रनुरागैकवसति-

स्ततो धन्यः पुण्यै रजनि नयपालो नरपतिः ॥(১২)

पीतः सज्जन-लोचनैः स्मररिपोः पूजा-

१८ [नुरक्तः सदा]

संग्रामे [चतुरो]ऽधिक[श्च] हरितः कालः कुले विद्विषां।

चातुर्व्वर्ण्य-समाश्रयः सितयश[: पुञ्जै] र्जगद्रञ्जयन्

श्रीमद्विग्रहपालदेव-नृपति-

१९ [र्जज्ञे ततो धामभृत् ?] ॥(১৩)

देशे प्राचि प्रचुर-पयसि स्वच्छ मापीय तोयं

---

(৯) ইন্দ্রবজ্রা।

(১০) বসন্ততিলক।

(১১) মালিনী।

(১২) শিখরিণী। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় এই শ্লোকের "দোষাসঙ্গ" পাঠ "ঘোষাসঙ্গ" রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

स्वैरं भ्रान्त्वा तदनु मलयोपत्यका-चन्दनेषु ।
कृत्वा सान्द्रै स्तरुषु जड़तां शीकरै र-

२०　　　　　　　　　[भ्र-तुल्याः]

[प्राले] याद्रेः कटक मभजन् यस्य सेना-गजेन्द्राः ॥(১৪)

বঙ্গানুবাদ।

(১২)

[দোষার] রজনীর * সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, পর্ব্বত-শিখরে পদবিন্যাস করিয়া, সকল দিকে কিরণ বিতরণ করিয়া, সূর্য্যদেব যেমন উদয়াচল হইতে উদিত হইয়া থাকেন ; সেইরূপ দোষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত সামন্ত-নরপালগণের মস্তকে পদবিন্যাস করিয়া, সকল দিকেই প্রতাপ বিস্তৃত করিয়া, অজ্ঞানান্ধকার-বিনাশী স্নিগ্ধপ্রকৃতি লোকানুরাগভাজন নয়পাল নামক নরপতি সেই [পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত] নরপালের পুণ্যবলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১৩)

তাঁহা হইতে তেজস্বী বিগ্রহপালদেব [নামক] নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখিবার আগ্রহে, সজ্জনগণ তাঁহাকে যেন লোচনপুটে পান করিতেন †। নিয়ত স্মররিপু-পূজানুরক্ত,‡ শত্রুকুল-কালরুদ্র, বিষ্ণু অপেক্ষাও অধিক সংগ্রাম-চতুর, বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল, এই রাজা স্বকীয় শুভ্র যশঃপ্রভায় জগৎকে সুরঞ্জিত করিয়াছিলেন।

---

* এই শ্লোকে সূর্য্যদেবের সহিত তুলনা করিবার জন্য, কবি "প্রত্যক্ষর-শ্লেষের" অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্য-পক্ষে "দোষা-সঙ্গ" রজনীর সঙ্গকে ; রাজপক্ষে "দোষ-আসঙ্গ" দোষাসক্তিকে ; সূর্য্য-পক্ষে "ক্ষিতিভৃৎ" পর্ব্বতকে ; রাজপক্ষে সামন্ত-রাজগণকে ; সূর্য্য-পক্ষে "প্রসভ" অন্ধকার-বিনাশী কিরণ-বিকাশকে ; রাজপক্ষে বাহুবলকে সূচিত করিতেছে। "গৌড়ের ইতিহাসে" [১২৮ পৃষ্ঠায়] "দোষাসঙ্গ" পাঠ "যোষাসঙ্গ" বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। রজনীর নাম "দোষা" সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। এক সময়ে দোষা-শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আর্য্যাসপ্তশতীর [২৯৮] "दोषा अपि भूषायै नविकायाः शशिकलायाश्च" এবং মা[illegible] [৪।৪৬] "दोषापि नून महिमांशुरसौ किलेति व्याकोश-कोकनदतां दधते नलिन्यः" উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রের নাম "दोषाकर", প্রদীপের নাম "दोषा-तिलक"।

† এইরূপ রচনা-কৌশল, কালিদাসের রচনা-কৌশলের অনুকরণ বলিয়া কথিত হইতে পারে।

‡ মহাদেব এবং বুদ্ধদেব উভয়েই "স্মররিপু" বলিয়া কথিত। এই তাম্রশাসন [৩৬ পংক্তি] "भगवन्तं बुद्ध-भट्टारकमुद्दिश्य" প্রদত্ত হইয়াছিল ; সুতরাং এখানে "স্মররিপু-পূজানুরক্ত"-বিশেষণটিকে রাজার বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। "चातुर्वर्ण्य-समाश्रयः" এই বিশেষণপদ বিগ্রহপালদেবের বৌদ্ধমতানুরাগের বিরোধী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ধর্ম্মপালদেবও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া, দেবপালদেবের তাম্রশাসনে, উল্লিখিত।

বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন।

[কমৌলি-লিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বারাণসী-ধামের গঙ্গা-বরণা-সঙ্গমস্থলের নিকটবর্ত্তী কমৌলি গ্রামে হলকর্ষণোপলক্ষে ২৫ খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। বারাণসীর ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রেরেটন্ সাহেব এই সকল তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়া, কোন কোন শাসনলিপির পরীক্ষা করাইবার জন্য, বারাণসী কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ভিনিস্ সাহেবের নিকট প্রেরণ করায়, বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন সুধীসমাজে সুপরিচিত হইবার সূত্রপাত হয়। ইহা কমৌলি গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, "কমৌলি-লিপি" নামে পরিচিত হইয়াছে।

আবিষ্কার-কাহিনী।

ভিনিস্ সাহেব এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়া, প্রতিকৃতি ও অনুবাদ সহ একটি পাঠ ভারতীয় লেখমালায় [Epigraphia Indica Vol. II] মুদ্রিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত পাঠই মূলানুগত পাঠ বলিয়া পরিচিত। যে প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর। তদবলম্বনে উদ্ধৃত পাঠের *পরীক্ষা করিবার* অসুবিধা নাই। এই তাম্রশাসন ও কমৌলি গ্রামে *প্রাপ্ত অন্যান্য তাম্রশাসন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের* জুলাই মাসে লক্ষ্ণৌ-যাদুঘরে প্রেরিত হইয়াছে।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

পাঠোদ্ধার করিবার পর, ভিনিস্ সাহেবই ব্যাখ্যাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যা অধিকাংশ স্থলে মূলানুগত হইলেও, কোন কোন স্থলে মূলানুগত হইতে পারে নাই। তিনি অশেষ অধ্যবসায়বলে পাল-রাজবংশের কালনির্ণয়ের চেষ্টায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার সকল অংশও বিচারসহ হইতে পারে নাই। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন কমৌলি গ্রামে আবিষ্কৃত হইলেও, তাহার সহিত আমাদের দেশের সম্পর্কই অধিক। সুতরাং তাহা লেখমালায় সন্নিবিষ্ট হইল।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

৯½ × ৭ ইঞ্চ আয়তনের তিন খানি তাম্রফলকে এই শাসনলিপি সংস্কৃত ভাষানিবদ্ধ পদ্যে ও গদ্যে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ফলক তিন খানি একটি চমসের ন্যায় পদার্থে সংবদ্ধ, তাহাতে গণপতির মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। প্রথম ফলকের এক পৃষ্ঠে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফলকের উভয় পৃষ্ঠে লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। অক্ষরগুলি কোনও স্থলেই বিলুপ্ত হয় নাই, সুতরাং পাঠোদ্ধারে অসুবিধা ঘটিবার আশঙ্কা নাই। প্রত্যেক অক্ষর প্রায় ¼ ইঞ্চ; তাহা দেওপাড়া-প্রস্তরলিপির অক্ষরের অনুরূপ। তাম্রশাসনে রাজমুদ্রা সংযুক্ত করিবার যে শাস্ত্র-শাসন দেখিতে পাওয়া যায়, তদনুসারে গণপতি-মূর্ত্তিকেই রাজমুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

লিপি-পরিচয়।

এই তাম্রশাসন সম্পাদিত করাইয়া, হংসাকোঞ্চী-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে [৪৭ পংক্তি] পরমমাহেশ্বর-পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর-পরমভট্টারক শ্রীমান্ বৈদ্যদেব [৪৭-৪৮ পংক্তি] তদীয় বিজয়-রাজ্যের চতুর্থ বৎসরে [৫৩ পংক্তি] শ্রীপ্রাগ্-জ্যোতিষপুর-ভুক্তির অন্তর্গত কামরূপ-মণ্ডলে [৪৮-৪৯ পংক্তি] বরেন্দ্র-নিবাসী সোমনাথ নামক ব্রাহ্মণকে [৩৭-৪৬ পংক্তি] ভূমিদান করিয়াছিলেন। শ্রীধর ধর্ম্মাধিকার ছিলেন [৬৮ পংক্তি], গোনন্দ কবির অনুরোধে বৈদ্যদেব এই শাসন-ভূমি দান করিয়াছিলেন, এবং কর্ণভদ্র নামক শিল্পী [৬৯ পংক্তি] এই শাসনলিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। এই শাসন-লিপিতে [প্রসঙ্গক্রমে] অনেক ঐতিহাসিক তথ্য বিবৃত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ মহোদয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে, নেপাল হইতে গৌড়কবি-সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত "রামচরিত" নামক কাব্য আনীত হইয়া, [এসিয়াটিক্ সোসাইটীর যত্নে] মুদ্রিত হইবার পর, তাহার সাহায্যে এই তাম্রশাসনোক্ত চতুর্থ শ্লোকের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বোধগম্য হইয়াছে।

লিপি-বিবরণ।

প্রশস্তি-পাঠ।

[প্রথম ফলক]

১ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

স্বস্তি ॥

অম্বর-মানস্তম্ভঃ কুম্ভঃ সংসারবীজ-রক্ষায়াঃ।

হরিদম্বর-

২ মিত-মূর্ত্তিঃ ক্রীড়া-পোত্রী হরি র্জ্জয়তি ॥(১)

এতস্য দক্ষিণদৃশো বংশে মিহিরস্য জাতবান্ পূর্ব্বং।

বিগ্রহপা-

৩ লো নৃপতিঃ সর্ব্বাকারর্দ্ধি-সংসিদ্ধঃ ॥(২)

যস্য বংশক্রমেণাভূৎ সচিবঃ শাস্ত্রবিত্তমঃ।

যোগদেব ইতি খ্যাতঃ

৪ স্ফুরদ্দোর্দ্দণ্ড-বিক্রমঃ ॥(৩)

(১-২) পথ্যার্য্যা। দ্বিতীয় শ্লোকের "দৃশো" অধ্যাপক ভিনিস্ কর্তৃক "দশো"রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।
(৩) পথ্যাবক্ত্র।

तस्योर्ज्जस्वल-पौरुषस्य नृपतेः श्रीरामपालोऽभवत्
पुत्रः पालकुलाब्धि-शी-
तकिरणः साम्राज्य-विख्यातिमान्।

৫

तेने येन जगत्त्रये जनकभू-लाभाद् यथावद्यशः
क्षोणी-नायक-भीम-
रावण-वधाद्युद्दामं वीरांकनात् ॥(৪)

৬

यस्य मुख्यसचिवः पुरा भवद्बोधिदेव इति तत्त्वबोधभूः।
विग्रहीव वि-

৭ दितोऽद्भुते मुखे जृम्भिताखिलसदर्थः चिन्तावयं ॥(৫)

यस्य प्रतापदेवी पत्नी धर्म्मार्थि-कीर्त्ति-विश्रान्तिः

৮ आसीदसीम-कान्तिः सन्तोषस्याकृतिः पत्युः ॥(৬)

अभूदमुष्यान्तनयोऽस्य विश्रुतः

৯ श्रीवैद्यदेवः परया श्रिया युतः।
यदुच्छलत्-कीर्त्ति शश(स)रो वरोद[रे]
पद्माङ्कुराभः शिव-भूधरो

১০ भवत् ॥(৭)

दैवज्ञेषु च तर्क्केषु च जगुर्हिंस्य दिष्टि-श्रुते-
रन-स्वप्न-ध्रुतौ जृंभटित्यरि-भटै रस्तु-

১১ च संमूर्च्छितं।

किञ्चैतन्निज-बन्धुवृन्द-नयन-प्रोद्भूत-हर्षाम्बुभिः
पारक्य-प्रसर-प्रताप-दहनस्याभूद्विनि-

১২ र्व्वापणं ॥(৮)

---

(৪) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

(৫) রথোদ্ধতা।

(৬) পথ্যার্য্যা। এই শ্লোকের "বিশ্রান্তিঃ" শব্দটি তাম্রপট্টে উপর্য্যুপরি দুইবার উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

(৭) বংশস্থ ও ইন্দ্রবজ্রা সংযুক্ত উপজাতি। এই শ্লোকে "শ্রীবৈদ্যদেবঃ"—শব্দের পূর্ব্বে "শ্রীবৈ" এই দুইটি অতিরিক্ত অক্ষর তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ রহিয়াছে; এবং "সরোবরোদ" শব্দের পরবর্ত্তী "রে" অক্ষরটি স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই।

(৮-৯) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। অষ্টম শ্লোকের "তর্ক্কেষু"-শব্দ অধ্যাপক ভিনিস্ কর্ত্তৃক "তর্ক্কেষু"রূপে মুদ্রিত

১৭

सोयं राम-नरेन्द्रजस्य सचिवः साम्राज्य-लक्ष्मीजुषः
प्रख्यातस्य **कुमारपाल**नृपते-

१३ चित्तानुरूपोऽभवत्।

यस्याराति-किरीट-हाटक-कृत-प्रासाद-कण्ठीरव-
ग्रास-त्रास-वशा दपैष्यति

१४ विधो र्बिम्बाङ्करूपो मृगः ॥(৯)

सचिवसमाज-श(स)रोज-तिग्मभानुः
प्रसर यशोऽम्बुधि रेष वैद्यदेवः।
स-

१५ हज-वदान्यतयैव चम्पकेशः
सुजन मनः-कुमुदेषु शीतरश्मि(श्मि): ॥(১০)
यस्यानुत्तर-वङ्ग-सङ्गरजये नौवाट-

१६ हीहीरव-
त्रस्तै र्दिक्करिभिश्च यन्नचलितं चेन्नास्ति तद्गम्यभूः।
किञ्चोत्पातुक-फेनिपात-पतन-प्रोत्सर्पितैः

[দ্বিতীয় ফলক]

१७ शीकरै-
राकाशे स्थिरता कृता यदि भवेत् स्यान्निष्कलङ्कः शशी ॥(১১)
गौडेशस्य **कुमारपाल**नृपते-

१८ र्दोर्व्वीर्य्य-तेजस्वतेः
त्रैलोक्योदर-पूरि-भूरियशसः प्रज्ञान-वाचस्पतेः।
सप्ताङ्ग-क्षितिपाधिपत्व मभितः

१९ संचिन्तयन् धधीः
प्राणेभ्यो प्यतिबन्धुरस्य सचिवः सोऽभूद्गुणि-ग्रामणीः ॥(১২)

হইলেও, mendicant বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তর্কঃ=যাচক ইতি হেমচন্দ্রঃ। তথাহি মহাভারতে ১২।৪৫।৬
"तथानुजीविनो भृत्यान् संश्रितानतिथीनपि।
कामैः सन्तर्पयामास कृपणां स्तर्ककानपि॥"

(১১-১২) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

एताहशी(शो) हरि-हरिद्र वि स-

२०　　　　　　　　　　　　　　　　　　न् जातस्य

श्रीतिमग्य-देव-नृपते र्व्विज्ञतिं निशम्य ।

गौड़ेश्वरेण भुवि तस्य नरेश्वरत्वे

श्रीवैद्यदेव उरुकीर्त्ति-

२१　　　　　　　　　　　　　　　　　रयं नियुक्तः ॥(১৩)

स्रजमिव शिरस्यादायाज्ञां प्रभोरुर(रु)तेजसः

कतिपय-दिनै र्हत्वा जिष्णुः प्रयाण मसौ

२२　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　द्रुतं ।

तमवनिपतिं जित्वा युद्धे बभूव महीपति-

र्निजभुज-परिस्प(स्य)न्दैः साक्षाद्दिवस्पति-विक्रमः ॥(১৪)

ए-

२३　　तस्य प्रवर-प्रयाण-समये पांशूत्करैः स्थण्डिल-

प्राये व्योमतले कं-ससिकगणे-

२४　　　　　　　　　　　　　　　　　लब्धोऽङ्घ्रि-यानश्रमः ।

किंचाक्षिद्वय-गोपनेन करयो रन्यक्रियाक्षमः

सुत्रामा नय-

२५　　　　　　　　　　ना-निमीलनकरं कर्म्म स्वकं निन्दति ॥(১৫)

दोर्द्दण्डारणिजे हवि-र्भुजि भटव्रातेन्धने रेधिते

२६　संग्रामाध्वर-पूजिते रिपुशिरः-श्रेणीलसत्-श्रीफलैः ।

कृत्वा होमविधिं पर-क्षिति भु-

२७　　　　　　　　　　　　　　　　जा दत्वाथ पूर्णाहुतिं

लब्धोदयश्री-महत्-फल मसौ श्रीवैद्यदेवो बभौ ॥(১৬)

यदुक्त-समरमध्यात् खड़्गघातो-

२८　　　　　　　　　　　　　　　　त्पतद्भिः

---

(১৩) বসন্ততিলক। "শ্রীতিম্‌গ্য" পাঠ উদ্ধৃত হইল ; ইহা "শ্রীতিঙ্গ্য" রূপেও পাঠ করা যায়।

(১৪) হরিণী।

(১৫-১৬) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

पर-सुभट-शिरोभि र्व्योम कीर्णं निरीक्ष्य ।
झटिति विसर-राहु-व्यूहधी-बिभ्यदर्क्कः
स्व-
२९ रुच मपि रजोभिः प्रोच्छयन् खं जुगोप ॥(১৭)
चन्द्रस्योद्भवभू र्महीभस(श)रणं सत्त्वप्रधानाश्रयः
पा-
३० त्रश्री-मण्डितः स्फुरद्रसमयः सोयं गभीरः परः ।
रत्नानां निलयः श्रियः कुलगृहं स्वान्तस्थित-
३१ श्रीपतिः
स्यादेवं सदृशोऽम्बुधे र्य्यदि जलाधारोऽथवा संचितः ॥(১৮)
स्थानै र्गीष्पति रूर्जितै र्द्दिनपतिः
३२ सत्पौरुषैः श्रीपति-
र्द्धैर्य्यै रम्बुपति र्द्धनै र्द्धनपति र्द्दानैः स चम्पापतिः ।
किन्त्वेतेपि गिरोपमान-विषयाः
३३ प्रायः प्रसिद्धे र्व्वलाद्
ब्रूमः किन्तु वयं स्वयं स्वसदृशः सर्व्वै र्गुणानां गणैः ॥(১৯)
यस्य श्रीबुधदेव इत्यनुजभूः
३४ श्रीरामभद्रानुज-
प्राय स्तत(त्त)दसीम-निर्म्मलगुणै र्द्द(र्धं)र्म्मार्थि-शीलर्द्धिभूः ।
दानैः सत्फल-पल्लवै र्द्विज-
३५ कुल-प्रीति-प्रदानै रपि
स्वयातः कल्पमहीरुह-प्रतिकृति र्द्दोर्व्वीर्य्य-चञ्चद्यशा ॥(২০)

---

(১৭) মালিনী। এই শ্লোকের 'ব্যূহ'-শব্দ অধ্যাপক ভিনিস্ কর্তৃক 'ব্যহ'-রূপে মুদ্রিত হইলেও, ব্যূহ-রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ;—তাম্রপট্টেও "ব্যহ" অপেক্ষা "ব্যূহ"-পাঠই প্রতীয়মান হয়। ছন্দের এবং অর্থসঙ্গতির সহিত "ব্যূহ"-শব্দের সামঞ্জস্য থাকায়, প্রশস্তি-পাঠে "ব্যূহ"-শব্দই গৃহীত হইল।

(১৮-২০) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। বিংশতি শ্লোকের "মহীরূহ" প্রথমে "মরূহ" রূপে, এবং "চঞ্চদ্যশাঃ" প্রথমে "জৃম্ভায়সাঃ" রূপেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল ; পরে যথাস্থানে স্থানাভাববশতঃ সংশোধিত পাঠ তাম্রপট্টের পার্শ্বদেশে উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই শ্লোকের "সৎফল" প্রথমে "শোভন" রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছিল ; পরে সংশোধিত হইয়াছে।

यथाभ-

৩৬ यत् कौशि(षि)क-वंशजो मुनि-

र्मुनीन्द्रसुचरो निजगीत-पूरुष: ।

पयोज-जन्मान्वय-जन्म-जन्मान्

৩৭ यदास्य-पद्मेषु सुधं गिरा स्थितं ॥(२१)

एतद्वंशे महति भरत: प्रादुरासीत् द्विजाति-

र्भाव-ग्रामे

৩৮ प्रविततयशा:(शा:) शास्त्रबोधे वरिष्ठ: ।

अ(आ)स्तामन्यद्गुणगण-समाख्यान-माख्यान-मायाद्

यत्राश्चो

৩৯ पि स्फुटति निखिल: किंचि(चि)दाद्यां प्रपञ्च: ॥(२२)

अस्य विप्र-तिलको युधिष्ठिर:

पुत्र इ-

৪০ त्यभवत् सुधीश्वर: ।

शास्त्रवेद-परिशुद्ध-बोधभू:

श्रोत्रियत्व-विलसद्-यशोनिधि: ॥(२३)

याह(ई)-

৪১ ति धर्मपत्नी धीरवरस्यास्य चित्त-विश्रान्ति: ।

अ(आ)सीदसीम-कान्ति: शीलौदार्यश्री(श्रि)यां

৪২ वसति: ॥(२४)

पूर्व-पूर्वजनु र्लब्ध-कर्मपाकादभूत् सुत-

स्तस्यैतस्यां द्विजाधीश(श)-पूज्य: श्रीश्रीध

৪৩ र: पर: ॥(२५)

---

(২১) বংশস্থবিল।
(২২) মন্দাক্রান্তা।
(২৩) রথোদ্ধতা।
(২৪) পথ্যার্য্যা।
(২৫) পথ্যাবক্ত্র।

तीर्थेषु भ्रमणात् श्रुताध्ययनतो दानात्तथाध्यापनाद्-
यज्ञानां करणाद् व्रतैकचरणात् सर्व्वो-

४४ त्तरः श्रोत्रियः।

प्रातर्ब्व्राह्म मयाचितोपवसनै र्ध्यैन स्वयं गुम्मु लो-
राकर्णाहरद्ः क्रतोच हि कलौ श्री-

४५ सोमनाथः प्रभुः ॥(२६)

कर्म्मब्रह्म-विद्यां सुरुप्रः सर्व्वाकार-तपोनिधिः।
श्रौत-स्मार्त्त-रहस्येषु वागीश इव वि-

४६ श्रुतः ॥(२७)

एतस्मै ग्रासनं प्रादाद्वैद्यदेव-क्षी(क्षि)तीश्वरः।
वैशाखे विषु[व]त्याञ्च स्वर्गार्थं हरिवासरे ॥(२८)

४७ स्वस्ति हंसाकोञ्ची-समावासित-श्रीमज्जयस्कन्धावारात्
परममाहेश्वरः परमवैष्णवः(वो) महाराजाधि-

४८ राजः। परमेश्वरः परमभट्टारकः। श्रीमान् वैद्यदेव
देवः कुशली। श्रीप्राग्ज्योतिष-भुक्तौ। कामरु-

४९ प-मण्डले। वाडा-विस(ष)ये भट्ट-गङ्गाधर-भुक्तक। शान्ति
वडामन्दरा-ग्रामीय। यथा-प्रधान-प्रतिवासि। चट्टभट्ट-विस-

५० यिकाकादि-ज(जा)नपदान् कर्षका[ं]श्च यथात्थागं मानयति।
बोधयति समादिशति वः मतमस्तु भवतां। एतत् ग्रयं

५१ चतुः ग्री(सी)मावच्छिन्नं। परिबो(रो)ध-शुद्धं अचट्टभट्ट-प्रवेसं(शं)
सजलस्थलं। भूच्छिद्रञ्च अकिञ्चित्करग्राह्यं। चतुर्थाब्द-

५२ सं वैशाख-प्रथमादिना(?) गुम्मु ली श्रीश्र(श्री)धर-शर्म्मणे
चतुःशतिकं ग्रासमीकृत्य प्रदत्तमस्माभिः तदेतस्मिन्

५३ विधेया भक्तेति। सं ४ सूर्य्यगत्या वैशाख-दिने
१ नि ॥ सन्तिवडा-मन्दरा-ग्रामयो रेकीभूय अष्टसीमा-

(२६) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
(২৭-২৮) পথ্যাবক্ত্র।

५४ त्रिनय(?) क्षत:। पूर्व्वदिश स्तावत् दिग्दाखिधर मादाय
यावत् पश्चिमकूलसीमा ॥ ऐशान-दिश: श्रिङ्गिश्राध-
५५ र-शी(सी)मा-लेङ्गवडा भोग्ये कंसपलभू १ ॥ उत्तरदिश:
कोग्टुवाड़ोङ्गौनडजोली-नवधरा-शी(सी)मा ॥
५६ शिरवडाशिल-गुडिभोग्यं किञ्चिदतिक्रम्य जयराति-
पोला उर्पैपोला विरामादाय वाय-
५७ व्यदिस(श) पिपासुष्का धवलश्री(सी)मा धभाड़ा-चौबोल।
वूढि पोखिरि-पूर्व्वधर-कुलाचापडि च-
५८ ष्टवल-पुराण-धर्म्मालि पश्चिमायावत् पश्चिमदिश:-शी(सी)मा
किञ्चिदरक्रित्वा(?) नैऋत्यदिशो ध-
५९ र्म्मालिमादाय नैपोश्वक्रारयो विवादभूमि वांध्यर्द्ध मादाय
लक्ष्णुवडाखितैक-वाटीसमेत-घाटचम्पक: शी(सी)मा वे-
६० लवनी-पटानवपल। दक्षिणदिश: कुम्भकारभोग्यवहि: शी(सी)मा
कोग्टोहाड़ाद् भ्रवोलयावत् हैलावषा-सुष्कमा-
६१ दाय दिघ्दाखि यावत्। अग्निदिश: सीमा। एवं अष्टसीमा ॥
द्वितीय पटकस्य चतुर्द्दश-पङ्क्तय: ॥
सन्निपाट-
६२ क-सन्नन्तु मन्दराग्रामसंयुत-
वडाविस(ष)य-सम्बद्ध भूच्छिद्रेणेति निश्चयात् ॥(२९)
सर्व्वायोपाय-संयुक्तं करोप-
६३ स्कर-वर्ज्जितं।
यावच्चन्द्रार्क-सभोग्यं यावदिच्छा-क्रियाफलं।
जल-स्थल-खिलारण्य-वाट-गोवाट-संयुतं ॥(३०)
कोछ(छे) य-
६४ श्च करिष्यति स्वयमिदं य: कारयिष्यत्यसौ
पुत्रादिश्चय मभ्युदीक्ष्य निरये कल्पान्तरं स्थास्यति।

(२९-३०) पथ्यावक्त्र।

य: श्लाघ्य: परिपा-

[তৃতীয় ফলক]

৬৫ स्यति सुते विंते: स वर्द्धिस्य(ष्य)ते

स्वर्ल्लोकं परिभुज्य यास्यति चिराद्विष्णो र्व्वरेण्यं पदं ॥(৩১)

यावद्भास्कर-हिमकर-

৬৬ तारा-भूधर-प[यो]धि-वसुधाद्या: ।

तावद्विलय(स)तु नृपते: कीर्त्ति: श्रीवैद्यदेवस्य ॥(৩২)

इमां राजगुरो: पुत्र: श्रीमुरारे र्द्वि-

৬৭ जन्मन: ।

पद्मागर्भोद्भव चक्रे प्रशस्तिं श्रीमनोरथ: ॥(৩৩)

देवोयं रिपुचक्र-विक्रमकथा-प्रत्यर्थि-दोर्व्विभ्रम:

ग्रामद्वित्व-

৬৮ परिभ्रमन्नवनवोन्मीलद्यश:(शा:) श्रीधर: ।

एतस्मै मुदितो द्विजाति-पतये धर्म्माधिकारार्प्पित-

श्रीगोनन्दन-कोवि-

৬৯ दैकवचसा प्रादादिदं शासनं (शासनं) ॥(৩৪)

कर्ण्णभद्रेण भद्रेण शिल्पिनानल्पबुद्धिना ।

ताम्रं विनय-नम्रेण निर्म्मितं

৭০ साधु-कर्म्मणा ॥(৩৫)

एताद्दशे मुनि-वचनानि भवन्ति ।

स्वदत्तां परदत्ताम्वा यो हरेत वसुन्धरां ।

स विष्ठायां क्रमि भूत्वा

৭১ पच्यते पितृभि स्सह ॥

---

(৩১) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
(৩২) পথ্যার্য্যা।
(৩৩) পথ্যাবক্ত্র।
(৩৪) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
(৩৫) পথ্যাবক্ত্র।

गामिका[ं] स्वर्णं मेकञ्च भूमेरप्यर्द्ध मङ्गुलं ।
हरन्नरक मायाति यावदाहू-
৩২ त-संप्लवं ॥
बहुभि र्व्वसुधा दत्ता राजभि: सगरादिभि: ।
यस्य यस्य यदा भूमि स्तस्य तस्य तदा फ-
৩৩ लं ॥

বঙ্গানুবাদ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

॥ স্বস্তি ॥

(১)

[অনন্ত] অম্বর-মণ্ডলের মান-দণ্ড,—সংসার-বীজ-রক্ষার বীজ-কুম্ভ *—ক্রীড়াচ্ছলে [বরাহাবতারে] ধৃত-শূকর-শরীর, †—দিগন্তর-পরিমিত-মূর্ত্তি, ‡—শ্রীহরির জয় হউক।

(২)

সেই [শ্রীহরির] দক্ষিণনয়নরূপী সূর্য্যদেবের বংশে § পুরাকালে সকল-গুণ-গরিষ্ঠ বিগ্রহপাল ‖ নামক নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

* বীজের বপন-যোগ্য অবস্থা স্থির রাখিবার জন্য কলশ-মধ্যে বীজ রক্ষা করিবার প্রথা ছিল। সেই প্রথার উল্লেখ করিয়া, শ্রীহরিকে সংসার-বীজ-রক্ষার [কুম্ভ] কলশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

† "ক্রীড়া-পোত্রী"-শব্দের অর্থ,—"ক্রীড়াচ্ছলে পোত্রীরূপ-ধারণকারী।" "পোত্রী"-শব্দের অর্থ,—শূকর। [অমরকোষ ২।৫।২]

‡ "হরিদন্তরমিত-মূর্ত্তি" এই বিশেষণের "হরিৎ"-শব্দ নানার্থ-বাচক হইলেও, এখানে দিগ্বাচক-অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অমরকোষের [১।৩।১]

"দিশস্তু ককুভ: কাষ্ঠা আশাশ্চ হরিতশ্চ তা: ।"

স্মরণীয়। মহাকবি কালিদাসও [রঘুবংশে ৩।৩০] দিগ্বাচক-অর্থে "হরিৎ"-শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

§ পাল-রাজগণের জাতি কি ছিল, তাঁহাদিগের শাসন-লিপিতে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা কেহ কেহ ক্ষত্রিয়-বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন; শাসন-লিপিতে তাহার উল্লেখ আছে। বৈদ্যদেব এই শাসন-লিপিতে পাল-রাজগণকে স্পষ্টাক্ষরে "সূর্য্যবংশ-সম্ভূত" বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দি-বিরচিত "রামচরিত" কাব্যে পাল-রাজগণ "সিন্ধুকুলোদ্ভূত" বলিয়া উল্লিখিত।

‖ এই শ্লোকোক্ত বিগ্রহপাল ইতিহাসের তৃতীয় বিগ্রহপাল।

(৩)

বাহুবিক্রমে সুবিখ্যাত শাস্ত্রবিৎ-শ্রেষ্ঠ যোগদেব নামক সুপরিচিত [ব্যক্তি] বংশানুক্রমে সেই [নৃপতির] মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

(৪)

সেই প্রবলপরাক্রমশালী নরপালের রামপাল-নামক [এক] পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পালকুল-সমুদ্রোত্থিত [শীতকিরণ] চন্দ্র [রূপে প্রতিভাত], এবং সাম্রাজ্য-[লাভে] খ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণ-বধান্তে জনক-নন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন; রামপালদেবও [যথাবৎ] সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া, ভীম নামক ক্ষৌণী-নায়কের বধ সাধন করিয়া, জনকভূমি [বরেন্দ্রী] লাভে, ত্রিজগতে [শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়] আত্মযশঃ বিস্তৃত করিয়াছিলেন। *

(৫)

পুরাকালে [সেই রামপালদেবের] "তত্ত্ববোধভূ" বোধিদেব নামক সর্ব্বত্র † সুপরিচিত বিশুদ্ধ-স্বভাব মন্ত্রী বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি আশ্চর্য্য গুণ-গৌরবে পৃথিবীতে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তিকে [উচ্ছিত] অতিক্রান্ত করিয়াছিলেন,—[তৎকালে তাঁহার তুল্য গুণসম্পন্ন আর কেহই বর্ত্তমান ছিলেন না]।

(৬)

প্রতাপদেবী ইঁহার পত্নী ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম-ঋদ্ধি-কীর্ত্তির বিশ্রামভূমি বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার কান্তি অসীম বলিয়া কথিত হইত; এবং তিনি স্বামি-সন্তোষের মূর্ত্তিমতী প্রতিমারূপে বর্ত্তমান ছিলেন।

---

* অধ্যাপক ভিনিস্ এই শ্লোকোক্ত "জনকভূ"-শব্দের মিথিলা-অর্থ গ্রহণ করিয়া, রামপাল কর্ত্তৃক ভীম নামক মিথিলাধিপতির পরাজয়-সাধনের ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন,—"I can not identify the name." এই শ্লোকের সহিত মিথিলার সম্পর্ক নাই। "জনকভূ"-শব্দে পাল-রাজগণের জন্মভূমি "বরেন্দ্রী" সূচিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের পরলোক গমনের পর, তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপালদেবের যথেচ্ছ-শাসনে সংক্ষুব্ধ হইয়া, প্রজাপুঞ্জের নায়ক [কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্য] তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিলে, কিয়ৎকালের জন্য পাল-রাজগণের "জনকভূ" [বরেন্দ্রী] দিব্য, তস্য ভ্রাতা রুদোক, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম নামক ক্ষৌণী-নায়কের করতলগত হইয়াছিল। রামপাল বহু চেষ্টায়, বহু ক্লেশে, সেই "জনকভূ"র উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া, [স্বনাম-সাদৃশ্যে এবং স্বকার্য্য-সাদৃশ্যে] দ্বিতীয় রামচন্দ্র রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। রাজকবি এই ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে, রাম-পক্ষে এবং রামপাল-পক্ষে তুল্যরূপে প্রযোজ্য "জনকভূ-আমান্", "ভীম-রাবণ-বধান্" এবং "যুদ্ধার্ণবীক্ষণান্" এই তিনটি শ্লিষ্ট-পদের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সন্ধ্যাকরনন্দি-বিরচিত "রাম-চরিত" কাব্যে এই ঐতিহাসিক ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহার কোন কোন স্মৃতি-চিহ্ন বরেন্দ্র-ভূমিতে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই প্রশস্তিতে কৈবর্ত্ত-রাজ ভীম "ক্ষৌণী-নায়ক" বলিয়া উল্লিখিত;—রাজকবি তাঁহাকে "নায়ক" মাত্রই বলিয়াছেন, রাজা বলেন নাই।

† এই শ্লোকের "বিষক্"-শব্দের অর্থ—সর্ব্বতঃ। "উজ্জ্বিতাত্ম-সদৃশঃ"-বিশেষণটিও উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্বারা বোধিদেবের অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৭)

সেই পত্নীর গর্ভে, পরমসৌন্দর্য্য-যুক্ত সুবিখ্যাত বৈদ্যদেব নামক বোধিদেবের পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সেই পুত্রের উচ্ছলিত-কীর্ত্তি-সরোবর-মধ্যে কৈলাসপর্ব্বতও পদ্মাঙ্কুরের ন্যায় [ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে]। *

(৮)

তাঁহার জন্ম-কালে † দৈবজ্ঞগণের মধ্যে এবং যাচকগণের মধ্যে হর্ষ-কোলাহল ‡ শ্রবণ করিয়া, শত্রু-সেনামণ্ডলী, আহার নিদ্রা এবং ধৈর্য্য ত্যাগ করিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। [কিন্তু] তদীয় বন্ধুবৃন্দের নয়ন-নিঃসৃত হর্ষাম্বু-ধারায় শত্রুসেনার প্রতাপাগ্নিও নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

(৯)

তিনি সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী-সেবিত সুবিখ্যাত রামপালদেবের পুত্র কুমারপাল নরপতির চিন্তানুরূপ মন্ত্রী হইয়াছিলেন। পরাজিত-শত্রুনরপাল-মুকুট-সমাহৃত স্বর্ণ-নির্ম্মিত যে সিংহ-মূর্ত্তি § তদীয় ‖ [সমুচ্চ] প্রাসাদ-শিখর অলঙ্কৃত করিতেছে, সেই সিংহের গ্রাস-ত্রাসে সন্ত্রস্ত হইয়া, চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যস্থ বিম্বাঙ্করূপী মৃগ পলায়নপর হইবে।

---

* সরোবরের তুলনায় তদ্গর্ভ-নিহিত পদ্মাঙ্কুর অতি ক্ষুদ্র। এই বৈদ্যদেবের কীর্ত্তি-সরোবরে কৈলাস পর্ব্বতও সেইরূপ। কীর্ত্তি শুভ্রা বলিয়া, অতি শুভ্র কৈলাস-পর্ব্বতের সহিত তাহার উপমা দিবার যে রীতি ছিল, রাজকবি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—বৈদ্যদেবের কীর্ত্তি সেই সুপরিচিত উপমানকেও পরাভূত করিয়াছে।

† "জন্মদিষ্ট"-শব্দের অর্থ—জন্মকাল। জন্ম-বাচক অহ্নস্-শব্দ বৈদিক-সাহিত্যেও [ঋগ্বেদ ৪।১৭।২০] প্রচলিত ছিল। অমরকোষের [১।৪।৩০]

"জনু-র্জনন-জন্মানি জনি-রুৎপত্তি-রুদ্ভবঃ।"

স্মরণীয়। কালবাচক অর্থে [অমরকোষ ১।৪।১] "দিষ্ট"-শব্দের ব্যবহারে "জন্ম-কাল"-অর্থ সুব্যক্ত হইয়াছে।

‡ দিষ্টিঃ-শব্দের অর্থ—হর্ষঃ।

§ কণ্ঠীরবঃ সিংহ হরি র্নিকাম্বুগ্রীবঃ। "গ্রাস-ত্রাসকথাৎ" বলিয়া, রাজকবি প্রাসাদের সমধিক উচ্চতা ধ্বনিত করিয়াছেন। সমুচ্চ প্রাসাদ-শিখরে সংস্থাপিত সিংহ-মূর্ত্তি, চন্দ্রমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রতিভাত হইয়াই, "গ্রাস-ত্রাসের" উৎপাদন করিয়াছে।

‖ এই শ্লোকের তৃতীয় চরণের "যস্য"-শব্দের অনুবাদে অধ্যাপক ভিনিস্ বৈদ্যদেবকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—The deer which is formed in the orb of the moon will run away through fear of being swallowed by the lions represented on the palace, which is made of gold from diadems of the enemies of this (*Vaidyadeva*). এরূপ অনুবাদে প্রাসাদই স্বর্ণ-নির্ম্মিত ছিল বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু

"যস্যারাতি-কিরীট-হাটক-কৃত-প্রাসাদ-কণ্ঠীরব"—

এইরূপ পদচ্ছেদে পাঠ করিলে, "প্রাসাদ-কণ্ঠীরব"ই "অরাতি-কিরীট-হাটক-কৃত" বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইহাতে কুমারপালের প্রাসাদই সূচিত হয়।

(১০)

সচিব-সমাজ-পদ্মের [প্রীতি-বিবর্দ্ধক] তীক্ষ্ণ ভানু-তুল্য * এবং সুবিস্তৃত যশঃসাগরের তুল্য এই বৈদ্যদেব স্বভাব-সিদ্ধ-বদান্যতাগুণে [চম্পকেশ] কর্ণ এবং সুজনগণের মানস-কুমুদিনীর [শীতরশ্মি] চন্দ্র [রূপে প্রতিভাত]।

(১১)

দক্ষিণ-বঙ্গের † সমর-বিজয়-ব্যাপারে [চতুর্দ্দিক হইতে সমুত্থিত] তদীয় "নৌবাট-হীহীরবে" ‡ সন্ত্রস্ত হইয়াও, দিগ্‌গজসমূহ § গম্যস্থানের অসম্ভাবেই [স্বস্থান হইতে] বিচলিত হইতে পারে নাই। [কিন্তু] উৎপতনশীল ক্ষেপনী-বিক্ষেপে সমুৎক্ষিপ্ত জলকণাসমূহ আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে পারিলে, [শীকর-বিধৌত] চন্দ্রমণ্ডল কলঙ্ক-মুক্ত হইতে পারিত। ‖

(১২)

বাহুবীর্য্য-প্রভাকর ত্রিলোক-পরিপূর্ণ-যশা প্রজ্ঞান-বাচস্পতি গৌড়েশ্বর কুমারপাল নৃপতির তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন গুণিগুণাগ্রগণ্য ¶ সেই প্রধানামাত্য ℞ [বৈদ্যদেব] সর্ব্বত্র "সপ্তাঙ্গক্ষিতিপাধিত" $ [রক্ষার্থ] চিন্তা করিতেন বলিয়া, তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধু হইয়াছিলেন।

---

* তিগ্ম' তীক্ষ্ণ'।

† অধ্যাপক ভিনিস্ এই শ্লোকের ইংরাজী অনুবাদে "অনুত্তর-বঙ্গকে" দক্ষিণ বঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াও, [অর্থান্তরের আভাস প্রদানের জন্য] পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন,—*Anuttara*="complete" may qualify "Victory." কিন্তু এই শ্লোকে নদীবহুল দক্ষিণ বঙ্গেই জলযুদ্ধ সংঘটিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাহার সহিত এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নাই ;—কিন্তু বৈদ্যদেবের বিজয়লাভের উল্লেখ আছে।

‡ "নৌবাট-হীহীরব" নৌবাহিনীর বিজয়োল্লাস-বিজ্ঞাপক হর্ষ-ধ্বনি। একালের "হাহা-রবের" ন্যায়, সেকালের "হীহী-রবও" অব্যক্তানুকরণ মাত্র। অমরকোষে "হীহী"-শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না ; কেবল "অদ্ভুতো হী চ বিস্ময়ে" বলিয়া হী-শব্দই ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। মেদিনীকোষে বিস্ময় এবং হাস্যবিজ্ঞাপক "হীহী"-শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্লোকের "হীহীরব" সেরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সেকালে বাঙ্গালীর বিজয়োল্লাস-বিজ্ঞাপক হর্ষ-ধ্বনি দিগ্‌গজগণকেও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিত। সুতরাং ইহাকে এক শ্রেণীর রণ-নিনাদ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা একের পক্ষে হর্ষ-বিজ্ঞাপক হইলেও, অপরের পক্ষে ত্রাসোৎপাদক।

§ "দিক্-করি"-শব্দে অষ্টদিকের অষ্ট দিগ্‌গজ সূচিত হইয়াছে। পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টদিকে যে অষ্ট দিগ্‌গজ অবস্থিত, অমরকোষে [১।৩।৪] তাহাদিগের নাম যথাক্রমে উল্লিখিত রহিয়াছে। যথা,—

"ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ।
পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ॥"

‖ এই শ্লোকের "কেনিপাত"-শব্দ শব্দরত্নাবলীতে "অরিত্রং" বলিয়া উল্লিখিত। "কী ক্ষৌ নিপাদে নৌকাঃ।"

¶ "গুণি-গ্রামণীঃ" একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ। প্রধান-অর্থে "গ্রামণী"-শব্দ ঋগ্বেদে [১০।১০৭।৫] ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থে "গ্রামণী"-শব্দের ব্যবহার মহাগণপতি-স্তোত্রে সুপরিচিত। যথা,—

"কর্ণান্দোলন-হিল্লনী বিজয়তে দেবী গজ-গ্রামণীঃ।"

℞ অধ্যাপক ভিনিস্ এই শ্লোকের ইংরাজী অনুবাদে লিখিয়াছেন,—He (*Vaidyadeva*) chief among the virtuous, sternly keeping in mind the kingdom in all its parts, was minister, dearer even

(১৩)

পূর্ব্বদিগ্বিভাগে * বহুমান-প্রাপ্ত তিগ্মগ্যদেব-নৃপতির [বিকৃতি] † বিদ্রোহ-বিকার শ্রবণ করিয়া, গৌড়েশ্বর তাঁহার রাজ্যে এইরূপ [গুণগ্রাম-সমন্বিত] বিপুলকীর্ত্তিসম্পন্ন বৈদ্যদেবকে নরেশ্বর-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(১৪)

সাক্ষাৎ মার্ত্তণ্ডবিক্রম বিজয়শীল সেই বৈদ্যদেব [আপন] তেজস্বী প্রভুর আজ্ঞাকে মাল্যদামের ন্যায় মস্তকে ধারণ করিয়া, কতিপয় দিবসের দ্রুত রণ-যাত্রার [অবসানে] ‡ নিজ-ভুজবিমর্দ্দনে § সেই অবনিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিবার পর, [তদীয় রাজ্যে] মহীপতি হইয়াছিলেন।

---

than life, to king Kumárapála কিন্তু বৈদ্যদেব যে কুমারপালের সচিব ছিলেন, তাহা নবম শ্লোকে উল্লিখিত হইবার পর, পুনরায় সেই কথার উল্লেখ করিবার জন্য এই শ্লোকের প্রয়োজন ছিল না। এই শ্লোকের বলিবার কথা,—সেই সচিব [বৈদ্যদেব] কুমারপাল নৃপতির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর "বন্ধু" হইয়াছিলেন। নিরন্তর নিজ প্রভুর "সপ্তাঙ্গ-ক্ষিতিপাধিপ"-রক্ষার্থ বৈদ্যদেবের চিন্তাই তাহার হেতুরূপে উল্লিখিত।

$ "সপ্তাঙ্গক্ষিতিপাধিপ" একটি পারিভাষিক শব্দ। রাজ্যের মূল-প্রকৃতি সপ্তভাগে বিভক্ত,—তাহা "সপ্তাঙ্গ" নামে পরিচিত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় [আচারাধ্যায়ে রাজধর্ম্ম প্রকরণে] এই "সপ্তাঙ্গে"র এবং [বিজ্ঞান-ভিক্ষু-কৃত] মিতাক্ষরা-টীকায় তাহার তাৎপর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"স্বাম্যমাত্যা জনো দুর্গং কোষো দণ্ড স্তথৈব চ।
মিত্রাণ্যেতাঃ প্রকৃতয়ো রাজ্যং সপ্তাঙ্গ মুচ্যতে॥"

"মহীতৃসাহ ইত্যাদ্যুক্তবত্যো মহীপতিঃ স্বামী, অমাত্যা মন্ত্রি-পুরোহিতাদয়ঃ, জনো রাষ্ট্রবাসি-প্রজাঃ, দুর্গং ধন্বদুর্গাদি, কোষঃ সুবর্ণাদি-ধনরাশিঃ, দণ্ডো হস্ত্যশ্বরথপত্তি-লক্ষণঃ চতুরঙ্গ-বলং, মিত্রাণি সহজ-কৃত্রিম-প্রাকৃতানি, এতাঃ স্বাম্যাদ্যাঃ রাজ্যস্য প্রকৃতয়ো মূল-কারণানি ;—এবং রাজ্যং সপ্তাঙ্গ মুচ্যতে॥"

* "হরি-হরিদ্ভুবি" একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ। হরি-শব্দের অর্থ "ইন্দ্র", হরিৎ-শব্দের অর্থ "দিক্",—সুতরাং "পূর্ব্বদিক্"। কারণ, ইন্দ্র পূর্ব্বদিক্পাল বলিয়াই সুপরিচিত।

† "বিকৃতি"-শব্দ অধ্যাপক ভিনিসের ইংরাজী অনুবাদে disaffection বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "বিকৃতি"-শব্দের সাধারণ অর্থ "বিকারঃ"। এখানে সাংখ্য-দর্শনোক্ত পারিভাষিক অর্থ ধ্বনিত হইয়াছে কিনা, তাহা চিন্তনীয়।

‡ "কতিপয়দিনৈ র্দত্ত্বা প্রয়াণং এই পদের "দত্ত্বা" রচনা-রীতির উৎকর্ষ-বিজ্ঞাপক বলিয়া কথিত হইতে পারে না। অধ্যাপক ভিনিস্ লিখিয়াছেন,—One would expect প্রয়াণং কৃত্বা।

§ "নিজ-ভুজ-পরিস্পন্দৈঃ"—নিজের বাহুপ্রকম্পনলব্ধ আত্মবলেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। "বিমর্দ্দন"-অর্থেও "পরিস্পন্দ"-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, মহাভারতে [১।১৫৪।৮]

"অহমেনং হনিষ্যামি প্রেক্ষন্ত্যাস্তে সুমধ্যমে।
নায়ং প্রতিবলো ভীরু রাক্ষসাপসদো মম।
সোঢ়ং যুধি পরিস্পন্দ মথবা সর্ব্বরাক্ষসাঃ॥"

অধ্যাপক ভিনিস্ "by the energy of his own arm" বলিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। কুমারপালদেব আদেশ প্রচার করিলেও, এই রাজ্যলাভে যে বৈদ্যদেবেরও কৃতিত্ব ছিল, তাহাই ধ্বনিত করিবার জন্য, এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এখানে "বিমর্দ্দন"-অর্থই সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইল।

(১৫)

ইঁহার উৎকৃষ্ট-রণযাত্রা-কালে, আকাশ-তল ধূলিপটলে * [বালুকাকীর্ণ] যজ্ঞ-স্থলের † অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, [তাহার উপর দিয়া রথাকর্ষণ করিতে] সূর্য্যাশ্বগণের ‡ পদবিন্যাস-শ্রম উপস্থিত হইত। [কিন্তু] ইন্দ্রদেব তাঁহার দুইটি হস্তের দ্বারা [দুইটি] চক্ষু আবৃত করিয়া, [হস্তের দ্বারা] অন্য কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার [দেব] নয়নের অনিমীলনকর § স্বকর্ম্ম-[ফলের] নিন্দা করিয়া থাকেন।

(১৬)

[অরণি-রূপে || ব্যবহৃত] বাহুদণ্ড-সংঘর্ষণোৎপন্ন, [ইন্ধন-রূপে ¶ ব্যবহৃত] শত্রুসেনা-শরীর-সন্দীপিত, রণ-পূজিত হোমাগ্নি-মধ্যে [শ্রীফল-রূপে ℞ ব্যবহৃত] রিপুশিরঃ-সমূহে হোম-বিধির অনুষ্ঠান করিয়া, [পূর্ণাহুতি-রূপে ব্যবহৃত] শত্রু-নরপালের নিধনসাধন এবং [যজ্ঞফল-রূপে উপার্জ্জিত] যশোলাভ করিয়া, এই বৈদ্যদেব দীপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

(১৭)

সেই ভীষণ সমর-ক্ষেত্রের ভিতর হইতে খড়্গাঘাতে উৎপতনশীল রিপুশিরঃ-সমূহে গগন-মণ্ডল

---

* এই শ্লোকের "উৎকর"-শব্দ অমরকোষে [২।৫।৪২] "পুঞ্জরাশীতূৎকরঃ" বলিয়া ব্যাখ্যাত। তদ্দ্বারা ধান্যাদি স্তূপীকৃত পদার্থের রাশি বুঝায়। কবিগুরু [রামায়ণে] এই শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"সিক্ত-রাজপথান্ রম্যান্ প্রকীর্ণ-কুসুমোৎকরান্।"

† "স্থণ্ডিল"-শব্দ সুপরিচিত। অমরকোষে [২।৭।১৮] "সমে স্থণ্ডিল-চত্বরে" বলিয়া, এবং শব্দরত্নাবলীতে

"যজ্ঞ পরিষ্কৃতস্থানে স্যাতাং স্থণ্ডিল-চত্বরে।"

বলিয়া, তাহার ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে বরেন্দ্র-মণ্ডলে তান্ত্রিকাচার প্রবল থাকিলেও, "স্থণ্ডিলের" ব্যবহার অক্ষুণ্ণ ছিল। শারদা-তিলকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্থণ্ডিলে বা সমাচরেৎ।"

‡ "সপ্তিক"-শব্দের অর্থ—অশ্ব।

§ দেব-চক্ষু স্পন্দন-রহিত বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তদবলম্বনে এই শ্লোক রচিত হইয়াছে।

|| অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠের নাম "অরণি"। তজ্জন্য এখানে বাহু-সংঘর্ষণ অরণি-সংঘর্ষণ-রূপে কল্পিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর আর একটি কবি-কল্পনা "ধনঞ্জয়-বিজয়ে" দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"বিপক্ষ-বক্ষোঽরণি-মন্থনোত্থঃ

প্রতাপ-বহ্নি র্বিব ধূম-লিপ্তঃ।"

¶ অগ্নি-সন্দীপক তৃণকাষ্ঠাদি সমস্তই "ইন্ধন" নামে কথিত হইবার যোগ্য হইলেও, এখানে [ভটব্রাত] সেনা-সমূহই যজ্ঞাগ্নি-সন্দীপক "সমিৎ"রূপে কল্পিত হইয়াছে।

℞ হোম-কর্ম্মে ব্যবহার্য্য ফলের মধ্যে শ্রীফলের কথাও [তন্ত্রসারে] উল্লিখিত আছে। এই কল্পনায় আরও একটি তথ্য ধ্বনিত হইয়া থাকিতে পারে। শ্রীফলের দ্বারা হোম করিতে হইলে, তাহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। যথা,—

"ত্রিধাকৃতং ফলং বিল্বম্।"

সমাচ্ছন্ন হইতে দেখিয়া, [সেই ছিন্নশিরঃ সমূহকে] সহসা রাহুব্যূহ-সমূহের * সমাগম মনে করিয়া, ভয়-সন্ত্রস্ত মার্ত্তণ্ডদেব ধূলিপটলের দ্বারা আত্ম-প্রভার বিলোপ সাধন করিয়া, আত্ম-গোপন করিয়াছিলেন।

(১৮)

মহাসাগর [চন্দ্রস্তোদ্ভবভূঃ] চন্দ্রের উদ্ভব-স্থান ; [মহীধ্র-শরণং] মহীধর পর্ব্বতগণের আশ্রয় ; [সত্ত্বপ্রধানাশয়ঃ] জীবগণের আধার ; [পাত্রশ্রী-মহিতঃ] তলদেশে-শোভা-সমন্বিত ; [স্ফুরৎ-রসময়ঃ] স্ফুরণশীল-সলিল-পরিপূর্ণ ; [গভীরঃ পরঃ] নিরতিশয় গভীর গর্ভসংযুক্ত ; [রত্নানাং নিলয়ঃ] রত্নরাজির নিকেতন ; [শ্রিয়ঃ কুলগৃহং] লক্ষ্মীদেবীর কুলগৃহ ; [স্বান্তস্থিত-শ্রীপতিঃ] লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর বিশ্রামস্থান ;—এই বৈদ্যদেবও [চন্দ্রস্তোদ্ভবভূঃ] আহ্লাদের উদ্ভবস্থান ; [মহীধ্র-শরণং] মহীপালক সামন্ত নরপালগণের আশ্রয় ; [সত্ত্ব-প্রধানাশয়ঃ] সত্ত্বগুণান্বিত চিত্তসম্পন্ন ; [পাত্রশ্রী-মহিতঃ] মন্ত্রি-সৌন্দর্য্যে সুশোভিত ; [স্ফুরৎ-রসময়] স্ফুরণশীল বিবিধ রসে পরিপূর্ণ ; [গভীরঃ পরঃ] নিরতিশয় গভীর জ্ঞান-সম্পন্ন ; [রত্নানাং নিলয়ঃ] রত্নরাজির অধীশ্বর ; [শ্রিয়ঃ কুলগৃহং] লক্ষ্মীর নিবাসস্থান ; [স্বান্তস্থিত-শ্রীপতিঃ] অন্তঃকরণে বিষ্ণুচিন্তা-পরায়ণ ;—এইরূপ, মহাসাগর যেমন [জলাধার] জলের আধার, তিনিও সেইরূপ [জলাধার] জড়ের প্রশ্রয়দাতা হইলে, এবং মহাসাগর যেমন [লঙ্ঘিতঃ] শ্রীরামানুচর-কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত, তিনিও সেইরূপ [লঙ্ঘিতঃ] অন্যের নিকট পরাভূত হইলে, এই বৈদ্যদেব [সর্ব্বাংশেই] অম্বুধি-সদৃশ বলিয়া কথিত হইতে পারিতেন। †

---

* মেদিনী-কোষে "বিসর"-শব্দ 'প্রসর' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইলেও, ইহার "সমূহার্থই" সুপরিচিত। যথা অমর-কোষে [২।৫।৩৯]

"সমূহ-নিবহ-ব্যূহ-সন্দোহ-বিসর-ব্রজাঃ।
স্তোমৌঘ-নিকর-ব্রাত-বার-সংঘাত-সঞ্চয়াঃ ॥"

এখানে "বিসর-রাহুব্যূহ" পদে বহুসংখ্যক [ব্যূহাকারে সজ্জিত] রাহুগণের সমাগম কল্পিত হইয়াছে। যে সূর্য্যদেব একটিমাত্র রাহু-সমাগমে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে বহুসংখ্যক [ব্যূহাকারে সজ্জিত] রাহুগণের সমাগম অত্যন্ত অধিক শঙ্কা সূচিত করিতেছে।

† এই শ্লোকে অনেক দ্ব্যর্থ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "চন্দ্র"-শব্দে চন্দ্রদেবকে এবং আহ্লাদজনক ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে। সেইরূপ,—"মহীধ্র-শরণ"-শব্দের এক অর্থ "পর্ব্বতসমূহের আশ্রয়", অন্য অর্থ "মহীপালগণের আশ্রয় ;—"সত্ত্ব"-শব্দের এক অর্থ "জীব", অন্য অর্থ "সত্ত্ব-গুণ" ;—"পাত্র"-শব্দের এক অর্থ [তীরদ্বয়ান্তরং ইতি মেদিনী] "উভয় তীরের মধ্যবর্ত্তী তল-দেশ", অন্য অর্থ "রাজমন্ত্রী" ; "মহিতঃ"-শব্দটি উল্লেখযোগ্য। পূজা-বিজ্ঞাপক মহ্-ধাতু হইতে [৩।২।১৮৮] পাণিনি-সূত্রানুসারে নিষ্পন্ন "মহিতঃ"-শব্দের অর্থ "পূজিতঃ"। ভট্টিকাব্যে [১০।২] "রাম-মহিতঃ" প্রয়োগ দ্রষ্টব্য। "রস"-শব্দের এক অর্থ "জল", অন্য অর্থ "বিবিধ রস" ;—"আশয়"-শব্দের এক অর্থ "আধারঃ", অন্য অর্থ "চিত্ত" ;—"স্বান্ত"-শব্দের এক অর্থ [গহ্বরং ইতি মেদিনী] গহ্বর, ইহার প্রয়োগ ভাগবতে [২।৬।৩৪] দ্রষ্টব্য, অন্য অর্থ [স্বান্তং মনঃ ইত্যমরঃ ১।৪।৩১] মন বা অন্তঃকরণ। "জলাধার"-শব্দের "জলাশয়"-অর্থ অমরকোষে [১।১০।২৫] সুবিদিত ; "জল"-শব্দের অন্য একটি অর্থ "জড়" মেদিনী-কোষে দ্রষ্টব্য। দুইটি বিষয়ে

লেখমালা।

(১৯)

তিনি জ্ঞানে বৃহস্পতি, তেজে দিনপতি [সূর্য্যদেব], পুরুষকারে শ্রীপতি, ধৈর্য্যে অম্বুপতি ধনে ধনপতি [কুবের] এবং দানকার্য্যে চম্পাপতি [কর্ণ]। তাহার এই সকল উপমা প্রসিদ্ধ বলিয়াই, তাঁহাকে এরূপ বলা হইল। কিন্তু আমরা তাঁহাকে সর্ব্বগুণোপেত "তৎসদৃশ" বলিয়াই বর্ণনা করিব। *

(২০)

তাঁহার শ্রীবুধদেব নামক এক অনুজ † বর্ত্তমান। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণের ন্যায় সেই সকল [প্রসিদ্ধ] নির্ম্মল গুণে ধর্ম্মর্দ্ধির এবং শীলর্দ্ধির আবাসভূমি বলিয়া পরিচিত। সৎফল-পল্লবপ্রসূ-দানকার্য্যে দ্বিজকুলকে প্রীতিদান করিয়া, বাহুবল-বিখ্যাত সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কল্পতরুর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া সুবিখ্যাত [হইয়াছেন]।

(২১)

[পুরাকালে] মুনীন্দ্রাগ্রগণ্য স্বগোত্র-সংস্থাপক কৌশিক নামক মুনি বর্ত্তমান ছিলেন। পদ্মজন্মা ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া, সরস্বতীদেবী তাঁহার [কৌশিকের] মুখপদ্মে আসিয়া, সুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(২২)

তদীয় মহদ্বংশে, বরেন্দ্রীর অন্তর্গত, শুশাসন-সম্পন্ন ‡ ভাবগ্রামে, ভরত নামক ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার গুণগ্রামের উল্লেখ করা দূরে থাকুক, তাঁহার নাম মাত্রের উল্লেখ করিলেই, সমস্ত পাপ-প্রপঞ্চ বিনষ্ট হইয়া যায়।

(২৩)

তাঁহার যুধিষ্ঠির নামক বিপ্র[কুল]তিলক পণ্ডিতাগ্রগণ্য পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশুদ্ধ-বুদ্ধি এবং শ্রোত্রিয়ত্বের সমুজ্জ্বল যশোনিধি ছিলেন।

মহাসাগরের সঙ্গে বৈদ্যদেবের সাদৃশ্যের অভাব দেখাইয়া, কবি বলিয়া গিয়াছেন,—যদি সেই দুইটি বিষয়েও সাদৃশ্য থাকিত, তাহা হইলে বৈদ্যদেবকে "অম্বুধি-সদৃশই" বলা যাইতে পারিত। ইহাতে বৈদ্যদেবের আধাক্যই ধ্বনিত হইয়াছে। এক সময়ে এই শ্রেণীর রচনা কবি-প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়াই পরিচিত ছিল।

* এই শ্লোকের শেষ ভাগে কবি "অনন্বয়ালঙ্কারের" অবতারণা করিবার চেষ্টায় লিখিয়াছেন—"তাঁহার উপমা কেবল তিনি"। এরূপ রচনায় সর্ব্বজন-বিদিত উদাহরণ—

"রাম-রাবণয়োর্ যুদ্ধং রাম-রাবণয়োরিব।"

† "অনুজভূঃ"-শব্দটি উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ভিনিস্ লিখিয়াছেন—"*Anujabhuh* is ambiguous. I explain thus :—*anujabhuh* (*utpattih*) *yasya so nujabhuh*."

‡ অধ্যাপক ভিনিস্ লিখিয়াছেন—"*Sasanogre* I take equal to *Ugrasasane*, the commoner bahubrihi."

(২৪)

এই পণ্ডিতবরের চিত্ত-বিশ্রাম-দায়িনী পাই * নাম্নী ধর্ম্মপত্নী অসীমসৌন্দর্য্যশালিনী এবং শীলৌদার্য্যশ্রীর নিবাসরূপিণী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন।

(২৫)

তাঁহার [গর্ভে] পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মসমূহের পরিণত [পুণ্য] ফলরূপে দ্বিজাধীশ-পূজ্য শ্রীধর নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২৬)

তীর্থভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে, দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে সর্ব্বশ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ [শ্রীধর] প্রাতঃ, নক্ত, অযাচিত, এবং উপবসন [নামক বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া] এখানে এই কলিযুগে শ্রীসোমনাথপ্রভু [মহাদেবকে] গুগ্‌গুল-বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রসন্ন করিয়াছিলেন।

(২৭)

[তিনি] কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড-বিৎ পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য, সর্ব্বাকার-তপোনিধি এবং শ্রৌত-স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের গুপ্তার্থবিৎ বাগীশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

(২৮)

মহারাজ বৈদ্যদেব বৈশাখে বিষুবৎ-সংক্রান্তিতে একাদশী-তিথিতে স্বর্গ-কামনায় ইঁহাকে শাসন-দান করিয়াছেন।

[এতৎপরবর্ত্তী গদ্যাংশের অনুবাদ মুদ্রিত হইল না।]

(২৯)

মন্দরাগ্রাম-সংযুক্ত-বড়াবিষয়ান্তর্গত-সন্তিপাটক নামক স্থান "ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ের" নিশ্চয়ে,

(৩০)

কর এবং উপস্কর-বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকারের আয়ের সহিত, জলস্থল-খিল-অরণ্য-বাট-গোবাট-সংযুক্ত [স্থান] যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ইচ্ছানুসারে ফলভোগ করিবার অভিপ্রায়ে [প্রদত্ত হইল।]

(৩১)

যিনি ইহা স্বয়ং আত্মসাৎ করিবেন, বা করাইবেন, তিনি পুত্রাদির নিধন দর্শন করিয়া,

---

* ব্রাহ্মণ-পত্নীর নাম "পাই" ছিল। তদনুসারে পাই + ইতি = পাঈতি শব্দ তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত নরকবাস করিবেন। যিনি ইহাকে রক্ষা করিবেন, তাঁহার উন্নতি হইবে, তিনি দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করিয়া, বরণীয় বিষ্ণুপদ লাভ করিবেন।

(৩২)

যে পর্য্যন্ত ভাস্কর [সূর্য্য] হিমকর [চন্দ্র] তারা, ভূধর, পয়োধি [সমুদ্র] এবং বসুধাদি,—তৎকালপর্য্যন্ত শ্রীবৈদ্যদেব-নৃপতির [এই] কীর্ত্তি বিলসিত হউক।

(৩৩)

রাজগুরু দ্বিজবর শ্রীমুরারির পুত্র পদ্মাগর্ভোৎপন্ন শ্রীমনোরথ এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন।

(৩৪)

এই রাজা বৈদ্যদেবের বাহুবিক্রমে রিপুচক্রের বিক্রমকথা বিদূরিত হইয়াছে, এই ব্রাহ্মণ শ্রীধরের যশোরাশিও ভুবন ভ্রমণ করিয়া নব নব ভাবে উন্মীলিত হইয়াছে। [রাজা] নিরতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া, ধর্ম্মাধিকার-পদাভিষিক্ত শ্রীগোনন্দন পণ্ডিতের বাক্যে [প্রার্থনায়] এই ব্রাহ্মণকে এই শাসন প্রদান করিয়াছেন।

(৩৫)

ভদ্র কর্ণভদ্র নামক অনল্পবুদ্ধি বিনয়নম্র শিল্পিকর্ত্তৃক সাধুকর্ম্মের দ্বারা এই তাম্র (শাসন) নির্ম্মিত হইল।

[৫৩ পংক্তি] সং ৪ সূর্য্যগত্যা বৈশাখদিনে ১ নি (বদ্ধং)।

মদনপালদেবের তাম্রশাসন।

[মনহলি-লিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

দিনাজপুরের অন্তর্গত মনহলি নামক গ্রামে একটি পুরাতন পুষ্করিণীর এক কোণে খাল কাটিবার সময়, ১২৮২ সালে [১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে] এই তাম্রশাসনখানি বাহির হইয়া পড়ে। ইহা বহুকাল গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে রক্ষিত হইয়াছিল; এবং তৎকালে দিনাজপুরের কেহ কেহ ইহার ছাপ তুলিয়া লইয়া, পাঠোদ্ধার করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে পরলোকগত নন্দকৃষ্ণ বসু এম-এ, মহোদয় দিনাজপুরের কলেক্টর হইবার পর, তাঁহার চেষ্টায় এই তাম্রশাসন বিদ্বৎসমাজে উপনীত হইয়াছে। [১৩০৫ সালের সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায়] প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়" এই তাম্রফলক সংগ্রহ করিয়া, "সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়ে অর্পণ করিয়াছেন"। তিনিই আবার [১৯০০ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়] লিখিয়াছেন,—"দিনাজপুরের কলেক্টর এন, কে, বসু মহাশয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই তাম্রশাসনখানি সোসাইটিকে উপহার দান করিয়াছেন।"* শাসনখানি সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহা সোসাইটিতেই রক্ষিত হইতেছে।

আবিষ্কার-কাহিনী।

এই শাসনলিপি কলিকাতায় আনীত হইবার পর, শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়া, প্রথমে পরিষৎ-পত্রিকায়, পরে সোসাইটির পত্রিকায় এবং বিশ্বকোষে ইহার পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছি-লিপির পাঠ বিশুদ্ধ-রূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পর, প্রথম হইতে একাদশ পাল-নরপালের পরিচয়-বিজ্ঞাপক যে সকল শ্লোক বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত হইয়াছে, এই তাম্রশাসনে সেই সকল শ্লোক এবং তদতিরিক্ত [ছয় জন নূতন নরপালের পরিচয়-বিজ্ঞাপক] ছয়টি নূতন শ্লোক উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বসু মহাশয় নূতন শ্লোকগুলির যেরূপ পাঠ পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়াছিলেন, সোসাইটির পত্রিকায় মুদ্রিত করিবার সময়ে, তাহা পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইয়াছিল। তথাপি নূতন শ্লোকগুলির বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত হইতে পারে নাই।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

বসু মহাশয় এই তাম্রশাসনের একটি সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়] প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অনুবাদের শেষে লিখিয়াছেন,—"মূল তাম্রশাসনের

---

* J. A. S. B. 1900.

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

কোন কোন স্থান ঠিক্ বুঝিতে না পারায়, স্থানে স্থানে মূল শব্দ অবিকল রক্ষিত হইল।" এই শাসন-লিপিতে যে সকল পূর্ব্বপরিচিত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যাই অধিক; এবং তাহার ব্যাখ্যা-কার্য্য পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে। বসু মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ সর্ব্বাংশে মূলানুগত না হইলেও, তাঁহার চেষ্টা বঙ্গানুবাদ-সাধনের প্রথম চেষ্টা বলিয়া উল্লেখযোগ্য।

এই তাম্রশাসনখানির আয়তন ১৫½ × ১৫ ইঞ্চ বলিয়া পরিষৎ-পত্রিকায়, এবং ১৫½ × ১৬ ইঞ্চ বলিয়া সোসাইটির পত্রিকায় উল্লিখিত আছে। পরিষৎ-পত্রিকায় এবং বিশ্বকোষে এই শাসন-

লিপি-পরিচয়।

লিপির একটি অস্পষ্ট প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাম্রপট্টে পাল-নরপাল-গণের চিরপরিচিত ধর্ম্মচক্রমুদ্রা সংযুক্ত আছে, তন্মধ্যে "শ্রীমদনপালদেবস্য" খোদিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্রপট্টের প্রথম পৃষ্ঠে ৩৫ পংক্তি এবং অপর পৃষ্ঠে ২৩ পংক্তি সংস্কৃত ভাষানিবদ্ধ পদ্যগদ্যাত্মক লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অক্ষরগুলি বিনষ্ট হয় নাই; কেবল লিপিকর-প্রমাদে অথবা কাল-প্রভাবে কোন কোন স্থলে অক্ষরাংশের অথবা চিহ্নাদির কিছু কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ইহাতে বর্ণাশুদ্ধির অভাব নাই। শ এবং স যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক সময়ে "শিব" লিখিতে লোকে "সিব" লিখিত কেন, ইহাতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়ীয় লিপি-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, এই সকল প্রাচীন লিপিই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

মদনপালদেবের পট্টমহিষী চিত্রমতিকাদেবী বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত পাঠ করাইয়াছিলেন। তাহার দক্ষিণা প্রদানের জন্য, বিজয়-রাজ্যের অষ্টম সম্বৎসরে, [৫৮ পংক্তি] পরমসৌগত মহা-

লিপি-বিবরণ।

রাজাধিরাজ রামপালদেবের পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধি-রাজ শ্রীমন্মদনপালদেব, [৩১-৩২ পংক্তি] শ্রীরামাবতীনগর-পরিসর-সমা-বাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে, [৩০ পংক্তি] পণ্ডিত ভট্টপুত্র শ্রীবটেশ্বর স্বামিশর্ম্মাকে, [৪৪ পংক্তি] শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটীবর্ষ-বিষয়ের অন্তঃপাতি হলাবর্ত্ত-মণ্ডলে [৩২ পংক্তি] এই তাম্রশাসনোল্লিখিত ভূমি দান করিয়াছিলেন। সান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব ইহার "দূতক" [৫৭ পংক্তি] ছিলেন। তথাগতসর নামক শিল্পিকর্ত্তৃক [৫৮ পংক্তি] এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

প্রশস্তি পাঠ।

১ ওঁ নমো বুদ্ধায়॥

স্বস্তি॥

মৈত্রীং কারুণ্যরত্ন-প্রমুদিত-হৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
সম্যক্-সম্বোধি-বিদ্যা-সরিদমলজল-ক্ষালি-

২ তাজ্ঞান-পঙ্কঃ।

जित्वा यः कामकारि-प्रभव मभिभवं शाश्वतीं प्राप शान्तीं

स श्रीमान् लोकनाथो जयति दशबलोऽन्यश्च गोपालदेव

२ :॥(১)

लक्ष्मी-जन्मनिकेतनं समकरो वोढु[ं]-क्षमः क्ष्माभरं

पक्षच्छेदभयादुपस्थितवता मेकाश्रयो भूभृतां।

मर्य्यादा-परिपालनैक-नि-

४ रतः शौर्य्यालयोऽस्मादभू[त्]

दुग्धाम्भोधि-विलासहास-वसतिः श्रीधर्म्मपालो नृपः ॥(২)

रामस्येव गृहीत-सत्यतपस स्तस्यानुरूपो गुणैः

५ सौमित्रे रुदपादि तुल्यमहिमा वाक्पालनामानुजः [।]

यः श्रीमान् नय-विक्रमैक-वसति र्भ्रातुः स्थितः शासने

शून्याः शत्रु-पताकिनीभि र-

६ करोदेकातपत्रा दिशः ॥(৩)

तस्मादुपेन्द्र-चरितै र्जगतीं पुनानः

पुत्रो बभूव विजयी जयपालनामा।

धर्म्मद्विषां शमयिता युधि देवपाले

यः पू-

७ र्व्वजे भुवनराज्य-सुखान्यनैषीत् ॥(৪)

श्रीमद्विग्रहपाल स्तत्-सूनु रजातशत्रुरिव जातः।

शत्रुवनिता-प्रसाधन-विलोपि-विलासिजलधारः ॥(৫)

८ दिक्पालैः क्षितिपालनाय दधतं देहे विभक्तान् गुणान्

श्रीमन्तं जनयाम्बभूव तनयं नारायणं स प्रभुं।

---

(১) স্রগ্ধরা। এই শ্লোকের "জন"-শব্দ লিপিকর-প্রমাদে বিসর্গান্ত রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

(২) শার্দ্দূল বিক্রীড়িত। "দুগ্ধাম্ভোধিবিলাস হাসি মহিমা"-পাঠ এই তাম্রশাসনে পরিবর্তিত হইয়াছে।

(৩) শার্দ্দূল বিক্রীড়িত। "একাতপত্রা"-পাঠের পরিবর্তে বসু মহাশয় কর্তৃক [J. A. S. B. 1900 p. 69] উদ্ধৃত *ekatapatro* "একাতপত্রো"-পাঠ মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

(৪) বসন্ততিলক।

(৫) আর্য্যা।

य: क्षोणी-पतिभि: सि(शि)रोमणि-रुचा-

८ श्लिष्टाङ्घ्रि-पीठोपलं

न्यायोपात्त मलञ्चकार चरितै: स्वैरेव धर्म्मासनं ॥(৬)

तोयाशयै र्ज्जलधि-मूल-गभीर-गर्भै-

र्द्देवालयैश्च कुलभूधर-

१० तुल्यकक्षै: [।]

विख्यात-कीर्त्ति रभवत्तनयश्च तस्य

श्रीराज्यपाल इति मध्यमलोक-पाल: ॥ (৭)

तस्मा[त्] पूर्व्वं-क्षितिध्राज्जिधिरिव महसां राष्ट्र-

११ कूटान्वयेन्दो-

स्तुङ्गस्योत्तुङ्ग-मौले र्दुहितरि तनयो भाग्यदेव्यां प्रसूत: ।

श्रीमान् गोपालदेव श्चिरतरमवने रेकपत्न्या इवै-

१२ को

भर्त्ताभूद्वैकरत्न-द्युति-खचित-चतु:सिन्धु-चित्रांशुकाया: ॥(৮)

तस्मादभूव सवितु र्व्वसुकोटिवर्षी

कालेन चन्द्र इव विग्रहपाल-

१३ देव: ।

नेत्र-प्रियेण विमलेन कलामयेन

येनोदितेन दलितो भुवनस्य ताप: ॥(৯)

हत-सकल-विपक्ष: सङ्गरे बाहुदर्प्पा-

दनधि-

१४ कृत-विलुप्तं राज्य मासाद्य पित्र्यं ।

---

(৬) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। এই শ্লোকের "স প্রভুং" পাঠের পরিবর্ত্তে বসু মহাশয় [J. A. S. B. 1900] "সত্তাভুং" পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় "সুতাভ ভং" বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল।

(৭) বসন্ততিলক।

(৮) স্রগ্ধরা। এই শ্লোকের "চিত্রাংশুকায়াঃ" পাঠ সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় 'চিত্রাঙ্গকায়া' বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

(৯) বসন্ততিলক।

निहित-चरणपद्मो भूभृतां मूर्ध्नि तस्मा-
दभवदवनिपालः श्रीमहीपालदेवः ॥(১০)
त्यजन्-दो-
১৫ षासङ्गं शिरसि कृतपादः क्षितिभृतां
वितन्वन् सर्व्वाशाः प्रसभ मुदयाद्रे रिव रविः।
गुणग्रास्या-स्निग्ध-प्रकृति रनुरागै-
১৬ कवसति-
स्सुतो धन्य[:] पुण्ये रजनि नयपालो नरपतिः ॥(১১)
पीतः सज्जन-लोचनैः स्मररिपोः पूजानुरक्तः सदा
संग्रामे च-
১৭ (तुरोधिकस्य हरितः) कालः कुले विद्विषां।
चातुर्व्वर्ण्य-समाश्रयः सितयशः-पूरै र्जगद्व्यापयन्
तस्माद्विग्रहपालदेव नृ-
১৮ पतिः पुण्ये र्जनानामभूत् ॥(১২)
तन्नन्दन श्चन्दन-वारि-हारि-
कीर्त्तिप्रभानन्दित-विश्वगीतः।
श्रीमान् महीपाल इति द्वितीयो
১৯ द्विजेश-मौलिः शिववद्बभूव ॥(১৩)
तस्याभूदनुजो महेन्द्रमहिमा क(स्क)न्दः प्रतापश्रिया-
मेकः साहस-सारथिर्गुणनयः
২০ श्रीशूरपालो नृपः [।]
यः स्वच्छन्द-निसर्ग-विभ्रमभरा-[न्] बिभ्रत्-[स्तु] सर्व्वायुध-
प्रागल्भ्येन मनःसु विस्मय-भयं सद्य स्ततान द्विषां ॥(১৪)

---

(১০) মালিনী।
(১২) শিখরিণী। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় "দোষাসঙ্গ", এবং "স্ফুতো" পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা "দোষাসঙ্গ" এবং "স্তুতো" হইবে। আমগাছী-তাম্রশাসনের "হস্তধ্বাস্ত" এই তাম্রশাসনে" গুণগ্রাম্যা" হইয়াছে।
(১৩) উপজাতি।
(১৪) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। লিপিকর-প্রমাদে একটি অক্ষর পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, এই শ্লোকের পাঠোদ্ধারে

ए-

२१ तस्यापि सहोदरो नरपति र्हिव्यप्रजा-निर्भर-

क्षोभाहत-विधूत-वासवद्युतिः श्रीरामपालोऽभवत्।

आसत्येव

२२ चिरं जगन्ति जनके यः शैशवे विस्फुरत्-

तेजोभिः परचक्र-चेतसि चमत्कारं चकार स्थिरं ॥(১৫)

तस्मादजायत निजा-

२३ यत-बाहुवीर्य्य-

निर्धौ(र्ध्यौ)त-पीवर-विरोधियशः-पयोधिः।

मेदस्वि-कीर्त्ति रमरेन्द्र-वधू-कपोल-

कर्प्पूर-पत्नमकरी(?) स कु-

२४ मारपालः ॥(১৬)

प्रत्त(त्य)र्थि-प्रमदा-कदम्बक-शिरःसिन्दूर-लोपक्रम-

क्रीड़ा-पाटल-पाणि रेष सुषुवे गोपाल मूर्व्वीभुजं।

२५ धात्री-पालन-जृम्भमान-महिमा कर्पूर-पांशूत्करै-

र्दैवः कीर्त्तिमयो निज[ं] वितनुते यः शैशवे क्रीड़ितम् ॥(১৭)

तदनु मदन-

२६ देवी-नन्दन स्वच्छगौरै-

र्भरितभुवन-गर्भैः प्रांशुभिः कीर्त्तिपूरैः।

क्षिति मचरम-तात स्तस्य समाब्धिदाम्नी-

मभृत मदनपा-

२७ लो रामपालात्मजन्मा ॥(১৮)

গোলযোগ ঘটিয়াছে। যেরূপ পাঠ আদ্যন্তের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে, তাহা বন্ধনীমধ্যে সংযুক্ত হইল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় "বিভ্রংস্য" পাঠ হইতে পারে বলিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া, সোসাইটির পত্রিকায় পাঠ মুদ্রিত করিবার সময়ে, পাঠ-সংশোধনের চেষ্টায় "বিভ্রমভরান্ বিভ্রৎ সর্ব্বায়ুধানাং" পাঠ সংযুক্ত করিয়াছেন।

(১৫) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

(১৬) বসন্ততিলক।

(১৭) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

(১৮) মালিনী। এই শ্লোকের প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিতে অসমর্থ হইয়া, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়,

স খলু ভাগীরথী-পথ-প্রবর্ত্তমান-নানাবিধ-নৌবাটক-সম্পা-
দিত-সেতুবন্ধ-নিহিত-শৈল

২৮ শিখর[শ্রে]ণী-বিভ্রমা-ন্নিরতিশয়-ঘনাঘন-করিঘট্ট-শ্যামায়মান-
বাসর-লক্ষ্মী-সমারব্ধ-সন্তত-জলদ-সময-সন্দেহা-

২৯ দুদি(দী)চীনানেক-নরপতি-প্রাভৃতীকৃতা-প্রমেয়-হয়বাহিনী-খরখুরোত্-
খাত-ধূলী ধূষ(স)রিত-দিগন্তরালাত্ পরমেশ্বর-সেবা-

৩০ সমাগতাশেষ-জম্বুদ্বীপভূপালানন্ত-পাদা[ত]ভর-নমদবনেঃ শ্রীরামাবতী-
নগর-পরিসর-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবা-

৩১ রাত্। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীরামপালদেব-
পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরা-

৩২ জঃ শ্রীমন্মদনপালদেবঃ কুশলী ॥ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তৌ
কোটীবর্ষবিষয়ে হলাবর্ত্তমণ্ডলে কোষ্ঠ গিরি[সং বিংশত্যা
দধিকোপেত স-

৩৩ কৈবর্ত্ত্যূর্দ্ধ সারস্বারশ্বাকে(?)] বিংশতিকায়াং ভূমৌ। সমুপগতা-
শেষ-রাজপুরুষান্ রাজরাজন্যক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-
মহাসন্ধিবি-

৩৪ গ্রহিক-মহাক্ষপটলিক-মহাসামন্ত-মহাসেনাপতি-মহাপ্রতীহার-
দৌঃসাধসাধনিক-মহাকুমারামাত্য-রাজস্থানী-

৩৫ যোপরিক-চৌরোদ্ধরণিক-দাণ্ডিক-দাণ্ডপাসি(শি)ক-শৌল্কিক-
ক্ষেত্রপ-প্রান্তপাল-কোট্টপাল-অঙ্গরক্ষ-তদায়ুক্তক-
বিনিয়ুক্তক-

৩৬ হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক-কিশোর-বড়বা-গোমহিষাজা-
বিকাধ্যক্ষ-দূতপ্রৈষণিক-গমাগমিক-অভিত্বরমাণ-বি-

৩৭ ষয়পতি-গ্রামপতি-তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক-গৌড়মালব-
চোড়-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাটভট্ট-সেবকাদী-

[পরিষৎ-পত্রিকায়] "ক্ষিতিমবরমতাত" এবং [সোসাইটির পত্রিকায়] "ক্ষিতিমবরমতাত" পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাম্রপট্টে "ক্ষিতিমচরমতাত" স্পষ্ট উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

३८ न् मर्य्यांदाकीर्त्तितान्। राजपादोपजीविन[:] प्रति-
वासिनो ब्राह्मणोत्तरान् महत्तमोत्तमकुटुम्बी-पुरोगम-
चण्डाल-पर्य्यन्तान् य-

३९ थार्हं मानयति बोधयति समादिशति च विदितमस्तु भवतां॥
यथोपरिलिखितोयं ग्रामः॥ स्वसीमाछणपूति-गोचर-
पर्य्यन्तः॥।

४० सतलः सोद्देशः साम्रमधूकः सजलस्थलः सगर्त्तोषरः स-
झाटविटपः सदरसापसारः सचौरोद्धरणिकः परिहृत-सर्ब्ब-

४१ पीड़ः अचाटभट्टप्रवेशः अकिञ्चित्-प्रग्राह्यः भाग-भोगकर-
हिरण्यादि-प्रत्याय-समेतः रत्नत्रय-राजसम्भोगवर्ज्जितः

४२ भूमिच्छिद्रन्यायेन आचन्द्रार्कं क्षितिसमकालं मातापित्रो रात्मनश्च
पुण्ययशोभिवृद्धये कौत्स-सगोत्राय शाण्डि-

४३ ल्यासित-देवल-प्रवराय पण्डित श्रीभूषण-सब्रह्मचारिणे
सामवेदान्तर्गत-कौथुम-शाखाध्यायिने चम्पाहिट्टीयाय
चम्पाहिट्टी-वास्तव्याय वत्सस्वामि-प्रपौत्राय प्रजापति स्वामि-
पौत्राय शौनक स्वामि-पुत्राय पण्डितभट्टपुत्र श्रीवटेश्वर स्वा-

४५ मि-शर्म्मणे पट्टमहादेवी-चित्रमतिकया वेदव्यास-प्रोक्त-प्रपाठित-
महाभारत-समुत्सर्गि त-दक्षिणात्वेन भगव-

४६ न्तं बुद्धभट्टारकमुद्दिश्य शासनीकृत्य प्रदत्तोऽस्माभिः।
अतो भवद्भिः सर्व्वैरेवानुमन्तव्यं भाविभिरपि भूमिपति-

४७ भि र्भूमे र्दानफल-गौरवात् अपहरणे महा-नरकपातभयाच्च
दानमिद मनुमोद्यानुमोद्य पालनीयं प्रतिवासि-

४८ भिश्च क्षेत्रकरै राज्ञाश्रवण-विधेयीभूय: यथाकालं समुचित-
भागभोगकर-हिरण्यादि-प्रत्यायोपनयः कार्य्य इति॥

४९ सम्वत् ८ चन्द्रगत्या चैत्रकर्म्मदिने १५ भवन्ति चात्र
धर्म्मानुसं(शं) सिनः श्लोकाः॥
बहुभि र्व्वसुधा दत्ता राजभिः

५० सगरादिभिः

यस्य यस्य यदा भूमि स्तस्य तस्य तदा फलं ॥
भूमिं यः प्रतिगृह्णाति यश्च भूमिं प्रयच्छति ।
उभौ तौ पुण्य-

५१ कर्म्माणौ नियतं स्वर्गगामिनौ ॥
गामेकां स्वर्णमेकञ्च भूमिरप्यर्द्ध-मङ्गुलं
हरन् नरक-मायाति । यावदाहूति(त)-संप्लवं ॥

५२ षष्टीं वर्षसहस्राणि स्वर्गे तिष्ठति भूमिदः ।
आच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत् ॥
स्वदत्तां प-

रदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां ।
स विष्ठायां क्रमि र्भूत्वा पितृभिः सह पच्यते ॥
आस्फोटयन्ति पितरो वल्गयन्ति पिताम-

५३ हाः ।
भूमिदोऽस्मत्-कुले जातः स न स्त्राता भविष्यति ॥
सर्व्वानेतान् भाविनः पार्थिवेन्द्रान्
भूयोभूय प्रार्थयत्ये-

५४ ष रामः
सामान्योयं धर्म्म-सेतु र्नराणां
काले काले पालनीयः क्रमेण ॥
इति कमलदलाम्बु-बिन्दुलोलां
श्रिय मनु-

५५ चिन्त्य मनुष्य-जीवितं च ।
सकल मिद मुदाहृतञ्च बुद्ध्वा
नहि पुरुषैः पर-कीर्त्तयो विलोप्याः ॥
ज्ञात सकल-

५६ नीतिज्ञो धैर्य-स्थैर्य-महोदधिः ।
सन्धिविग्रहिकः श्रीमान् भीमदेवोऽत्र दूतकः ॥

राज्ये मदनपालस्य अष्टमे

५७ परिवच्छरे *।

ताम्रपट्ट मिमं शिल्पी तथागतसरोऽखनत् ॥

বঙ্গানুবাদ।

(১৩)

সেই বিগ্রহপালদেবের চন্দনবারি-মনোহর-কীর্ত্তিপ্রভা-পুলকিত-বিশ্বনিবাসি-কীর্ত্তিত শ্রীমান্ মহীপাল নামক নন্দন মহাদেবের ন্যায় দ্বিতীয় "দ্বিজেশ-মৌলি" † হইয়াছিলেন।

(১৪)

মহেন্দ্রতুল্য মহিমান্বিত, স্কন্দতুল্য প্রতাপশ্রী-সমন্বিত, সাহস-সারথী, ‡ নীতিগুণ-সম্পন্ন, § শ্রীশূরপাল নামক নরপাল তাঁহার [মহীপালের] এক অনুজ ছিলেন।

---

* বৎসরের পরিবর্ত্তে 'বচ্ছর' কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাকৃতে "বচ্ছর" শব্দই সাধু, উহা এখনও কথোপকথনে ব্যবহৃত হইতেছে।

† এই প্রশস্তির ১৩—১৯ শ্লোক নূতন। এই সকল শ্লোকে রচনা-কৌশলে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিত-মাত্রে সূচিত বা ধ্বনিত হইয়াছে, সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের নিকট তাহা সুবিদিত থাকিলেও, এক্ষণে তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যাকরনন্দি-বিরচিত 'রামচরিত' কাব্যে [প্রথম অধ্যায়ে] দেখিতে পাওয়া যায়,—তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের মহীপাল, শূরপাল এবং রামপাল নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রামপাল গুণগৌরবে সর্ব্বলোকসম্মত এবং সিংহাসনলাভের উপযুক্ত হইলেও, দুর্নীতিপরায়ণ মহীপাল তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে, বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; এবং তাহাতে মহীপাল সিংহাসনচ্যুত হইবার পর, তাঁহার জনকভূমি [বরেন্দ্রী] কিয়ৎকালের জন্য কৈবর্ত্ত-রাজের করতলগত হইলে, রামপাল বহু ক্লেশে তাহার উদ্ধার সাধন করেন। ইহার পরিচয় দিবার জন্য 'রামচরিতের' ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌-এ লিখিয়াছেন,—" Mahipāla did not pay any head to the cautious advice of his ministers, he hastily collected a large but ill-disciplined force, and advanced to meet the enemy. His force was routed. The soldiers fled in disorder, and he was defeated and slain." 'রামচরিতের' [১।২২ শ্লোকের] টীকায় "পরলোকগতস্ত" বলিয়াই মহীপালের কথা উল্লিখিত আছে। মূলে আছে—"লোকান্তরপ্রণয়িণো"। মহীপালের যুদ্ধে নিহত হইবার বিবরণ টীকাকারের এই ব্যাখ্যার উপরেই সংস্থাপিত। বরেন্দ্রমণ্ডলের প্রবাদ এই যে,—মহীপাল সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, লোকে সেই জন্য 'মহীপালের গীত' গান করিত। এই প্রশস্তি-শ্লোকে মহীপালের পরিণাম কিরূপ ভাবে সূচিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। "দ্বিজেশ-মৌলি"-শব্দে শ্লিষ্টপ্রয়োগের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিব-পক্ষে তাহার অর্থ সুগম;—মহীপাল-পক্ষে অর্থ কি, তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। তিনি পরলোকগত হইয়া [শিবত্বলাভ করিয়াছিলেন] এরূপ অর্থে "শিবত্বভুব" প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। প্রশস্তিতে পরাভবের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না বলিয়াই, তাহা ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিতে পারে।

‡ 'সাহস মাত্রই যাঁহার সারথী' এইরূপ অর্থে শূরপাল 'সাহস-সারথী' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি বরেন্দ্রমণ্ডল হইতে মগধে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তদ্দেশেই তাঁহার শাসন-সময়ের প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত

(১৫)

তিনি সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য্যে * শত্রুবর্গের হৃদয়ে-স্বাভাবিক-বিক্রমাতিশয্যবশতঃ হৃদয়ে শীঘ্রই বিস্ময়-ভয় বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

(১৬)

[দিব্য-প্রজার] দেবলোক-নিবাসিগণের † [অসুরাক্রমণ-সঞ্জাত] অতিশয় চিত্তচাঞ্চল্যে আহূত হইয়া, আন্দোলিত-চিত্ত দেবরাজ [বাসব] যেমন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, এই নরপতির সহোদর শ্রীরামপাল নামক নরপতিও সেইরূপ [দিব্য-প্রজার] দিব্য-নামক কৈবর্ত্ত-পতির পক্ষভুক্ত প্রজাবর্গের অতিশয় আক্রমণে আহূত এবং আন্দোলিত-চিত্ত হইয়াও, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার [চিরং] সুদীর্ঘ শাসন-সময়েই তিনি শৈশবে তেজঃপুঞ্জের বিস্ফুরণে শত্রু-মণ্ডলের চিত্তক্ষেত্র চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

(১৭)

তাঁহার ঔরসে কুমারপাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বকীয় সুবিস্তৃত বাহুবীর্য্য-প্রভাবে শত্রুবর্গের যশঃসাগর নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন, ‡ এবং অমরকামিনী-কপোল-কর্পূর-পত্রলেখা-রচনায় § কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

হইয়াছে ;—বরেন্দ্রমণ্ডলে এ পর্য্যন্ত তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈদ্যদেবের [কমৌলি-লিপিতে] শূরপালের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং শূরপাল অল্পকাল নামমাত্র রাজা ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

§ গুণ-শব্দে দুইটি অর্থ ধ্বনিত হইয়াছে। সারথী-পক্ষে তাহার অর্থ—অশ্বচালনরজ্জু।

* শূরপালের অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল না, তাঁহার শত্রুবর্গের হৃদয়ে কেবল স্বাভাবিক বিক্রমাতিশয্যই বর্ত্তমান ছিল। এই শ্লোকে এইরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

† এই শ্লোকের "দিব্য-প্রজা" দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের নায়ক "দিব্য" তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করায়, অন্যান্য স্থলেও তাঁহার নাম ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ঢাকা জেলার বেলাব গ্রামে ভোজবর্ম্মদেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও এইভাবে "দিব্যের" নাম উল্লিখিত আছে। এই অর্থ গ্রহণ না করিলে, উভয় পক্ষের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে না। "নির্ভর"-শব্দটির "অতিশয়ার্থ" সুবিদিত। জয়দেব [গীতগোবিন্দে] তাহার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতা মাভীর-বামভ্রুবা-
মভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া।
সাধু ত্বদ্বদনং সুধাময় মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
ব্যাজাদুদ্ভট-চুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ॥"

রামপাল জন্মভূমি হইতে তাড়িত হইয়াও, কিরূপ ধৈর্য্যাবলম্বনে দীর্ঘকালের অধ্যবসায়ে *জন্মভূমির [বরেন্দ্রীর]* উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন, "রামচরিত" কাব্যে তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। *সেই ঐতিহাসিক ঘটনা* স্মরণ করিয়া, রাজকবি এই শ্লোকে ইঙ্গিতে তাহার পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে, *ইন্দ্রের স্বর্গোদ্ধারের সহিত রামপালের* কার্য্যের তুলনা করিতে গিয়া, এইরূপ রচনা-কৌশলের অবতারণা করিয়া থাকিতে পারেন।

‡ রামপালদেবের বরেন্দ্রভূমির উদ্ধারসাধন-চেষ্টায় কুমারপাল সেনানায়ক ছিলেন বলিয়া "রামচরিতে" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কুমারপালের শাসন-সময়েও, তাঁহার প্রধানমন্ত্রী বৈদ্যদেবের চেষ্টায় 'অনুত্তর-বঙ্গে' এবং

(১৮)

বিপক্ষপক্ষের প্রমদাসমূহের [বৈধব্য-সাধনে] সিন্দূরচিহ্ন-বিলোপক্রীড়ার আরক্ত-পাণিতল এই রাজা পৃথিবী-সম্ভোগকারী গোপালকে জন্মদান করিয়াছিলেন। তিনি ধাত্রী-ক্রোড়ে পালিত হইবার সময়ে, জৃম্ভমান-মহিম হইয়া, স্বকীয় কীর্ত্তিময় শুভ্র-ধূলিপটল-বিক্ষেপে শৈশবে ক্রীড়া-বিস্তার করিয়াছিলেন। *

(১৯)

তাঁহার পর, তদীয় [অচরম-তাত] কনিষ্ঠতাত † রামপালাত্মজন্মা মদনদেবী-গর্ভসম্ভূত মদনপাল ভুবন-গর্ভকে চন্দ্রগৌর কীর্ত্তিকলাপে পরিপূর্ণ করিয়া, সপ্তসমুদ্র-মালাধরা বসুন্ধরা পালন করিয়াছিলেন।

'কামরূপে' বিদ্রোহ-বিকার নিরাকৃত হইবার কথা [কমৌলি-লিপিতে] উল্লিখিত আছে। সুতরাং এই শ্লোকে রাজকবি তৎকালপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করিয়াই, কুমারপালের কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনা করিয়াছেন।

§ অমরকামিনীগণের কপোলবিন্যস্ত কর্পূর-পত্রলেখা উল্লিখিত হইয়াছে কেন, তাহা বোধগম্য হয় না। বীর-কীর্ত্তির পুরস্কাররূপে, দেহাবসানের পর, কুমারপাল এইরূপ কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকিবেন।

* গোপালদেবের নাম রাজসাহীর অন্তর্গত মান্দায় প্রাপ্ত একখানি মাত্র প্রস্তর-লিপিতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এই শ্লোকের বর্ণনায় গোপালদেব শৈশবেই পরলোকগত হইবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজকবি তাঁহার বীরকীর্ত্তির উল্লেখ করেন নাই,—কেবল "উর্ব্বীভুজং" বলিয়াছেন।

† এই শ্লোকের 'অচরম-তাত' একটি দুর্লভ প্রয়োগ। অমরকোষের [৩।১।৮১] 'চরম'-শব্দের ব্যাখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

"অন্তো জঘন্যং চরমং-অন্ত্য-পাশ্চাত্য-পশ্চিমম্।"

ইহা হইতে [যাহার চরম নাই এই অর্থে] অচরমতাত-শব্দের কনিষ্ঠতাত-অর্থ অনুমিত হইতে পারে।

গৌড়লেখমালা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৩০	lime	line
,,	৩০	defenite	definite
,,	৩২	Fleat	Fleet
১২	২০	यस्यिन्नद्दामलीला	यस्मिन्नुद्दामलीला
৫৬	৫	নরপালগনের	নরপালগণের
৬৫	১১	সাম	সামন্ত
৭৩	১৫	अनुरुपाया	अनुरूपाया
৭৫	১	लक्ष्म्य	लक्ष्म्याः
,,	১২	र्मय यशसो	र्मय-यशसो
,,	২০	द्विषाम्बु	द्विषाम्बु
৭৭	৩২	বলিরা	বলিয়া
৮৫	২৬	समृतमयं	समृतमयं
৯৪	১৫	क्षितिप्राग्विधि	क्षितिभाग्विधि
১০৯	৩	মহা প্রমণ	মহাশ্রমণ
১৩৪	৭	विद्यां	विदां
১৩৬	১০	प्रसस्तिं	प्रशस्तिं